

রুশীয়া ।

ল্যার ডি, মেকেঞ্জি ওয়ালেস, এস. এ., কে, সি, আই, ই,
প্রণীত ।

(ইম্পিরিয়াল রুশিয়ান জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সভ্য এবং ধারনীর রাজপুতিবিধি
এবং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের গোপনীয় মন্ত্রী ।)

শ্রী গোপালচন্দ্র যুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত

(“ভিক্টোরিয়া-রাজসূয়,” “রাজ-জীবনী,” “সচিত্র রাজস্থান,” “বীরবরণ
“যৌবনে যোগিনী,” “পাষণপ্রতিমা,” “কামিনীকুঞ্জ” এবং “নবযুগ”
প্রভৃতি প্রণেতা ।)

শ্রীমুনসী নেউলকিশোর, সি, আই, ই, কর্তৃক প্রকাশিত ।

RUSSIA

BY

SIR D. MACKENZIE WALLACE, M. A., K. C. I. I

*Member of the Imperial Russian Geographical Society and Private Secret
to H. E. the Viceroy and Governor General of India.*

TRANSLATED BY

GOPAL CHANDRA MUKHOPADHYAYA.

*Author of the “Victoria-Rajsuya,” “Raj-Jibani,” “Sachitra Rajasthan,” “Bi
“Jyobana Jogini,” “Pashan Pratima,” “Kamini Kunja,” “Nava Yug” &*

PUBLISHED BY

MUNSHI NEWUL KISHORE, C. I. E.

লন্ডনে ।

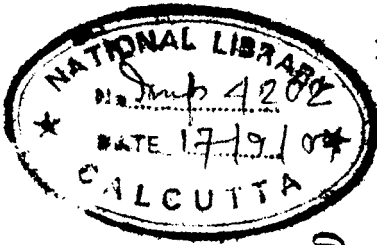
কলিকাতা, ১০১ নং মসজিদবাটা স্ট্রীটে প্রভাকর যন্ত্রে।

শ্রী গোপালচন্দ্র কর দ্বারা মুদ্রিত ।

১২৯৫ সাল ।

DEDICATED
BY PERMISSION
TO
THE HON'BLE
SIR STEUART BAYLEY,

K. C. S. I. & C. & C.
LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL,
IN TOKEN
OF HIGH ESTEEM, ADMIRATION
AND
LOYAL DEVOTION.



RARE BOOK

মহামহিমবর

শ্রীযুক্ত সার ষ্টুয়ার্ট বেলি,

কে, সি, এস, আই,

বান্ধালার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর

বাহাদুরের

অনুমতি ক্রমে

তাঁহার পবিত্র নামে

তৎপুতি

মহোচ্চ সম্মান, শ্রদ্ধা, এবং রাজভক্তিসম্ভূত

আনুগত্যবিজ্ঞাপনচিহ্নস্বরূপ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।





D. MACKENZIE WALLACE, Esq.,

Private Secretary to His Excellency the
Viceroy and Governor-General of

INDIA.

বিজ্ঞাপন ।

গ্রন্থকারের ভূমিকায় এবং প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে পাঠকগণ এই গ্রন্থখানির পূৰ্ণ পরিচয় পাইবেন, সুতরাং এমতদ্বয়ে আমার নিজের বলিবার কিছুই নাই ।

একটা অনিবার্য কারণে নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থখানির অবিকল অনুল্বাদ করিয়া দিতে হইয়াছে । পাঠকগণ এতৎপাঠে কিঞ্চিৎমাত্র তুষ্টিলাভ করিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ।

গ্রন্থখানি সভ্যজগতের প্রায় সকল ভাষাতেই অনুল্বাদিত হইয়াছে । লক্ষ্ণৌ-নিবাসী বিদ্যালয়রাজী শ্রীযুক্ত মুন্সী নেউলকিশোর সি, অছি, ই, মহাশয়ের উদ্যোগে, যত্নে, এবং ব্যয়ে ইতিমধ্যেই ইহার হিন্দি, উর্দু, এবং গুরুমুখী ভাষায় অনুল্বাদ প্রচারিত হইয়াছে । এক্ষণে তাঁহারই দ্বারা এই বঙ্গানুল্বাদ প্রকাশিত হইল । বঙ্গভাষা, অবশ্য তাঁহারই নিকট স্বামী ।

কলিকাতা ।

আদ্বিতীটোলা ।

৪০নং শঙ্কর হালদারের লেন ।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল ।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অনুল্বাদক ।

প্রকাশকের নিবেদন ।

রুঘীর দেশগত, জাতিগত, ধর্মগত, সমাজগত এবং শাসনগত আদিম এবং আধুনিক ইতিবৃত্ত এবং অবস্থা জানিবার জন্য ভারতবাসীগণের বিশেষ কৌতুহল উপস্থিত । ইংরাজি শিক্ষিত ভারতীয়গণ ইংরাজি ভাষায় লিখিত রুঘীর ইতিহাস পাঠ করিয়া, সেই কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারেন বটে, কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় রুঘীর ইতিহাসের অনুবাদ ব্যতীত জনসাধারণের পক্ষে সেই কৌতুহল নিবৃত্তি করা অসম্ভব ।

ইংরাজিতে রুঘীর অনেকগুলি ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে, কিন্তু যুরোপের সমগ্র জাতি, এই গ্রন্থখানি স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদিত করিয়া, প্রমাণিত করিয়া দিতেছেন যে, রুঘীয়া সম্রাট এখানির ন্যায় অভ্রান্ত তথ্য এবং প্রমাণপূর্ণ বিশদ গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই । গ্রন্থকার খ্রীষ্টীয় স্যার ডি, মেকেঞ্জি, ওয়ালেস, কে, সি, আই, ই, ভারতবাসীগণের সুপরিচিত ; ইনি আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি খ্রীষ্টীয় লর্ড ডফরিণের গোপনীয় মন্ত্রী । গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় গ্রন্থখানি নিজেই দিবে, সুতরাং আমার পক্ষে অধিক কিছু বলা বাহুল্য মাত্র ।

অনেক বড় বড় ইতিহাস-লেখকের নাম আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে এমত কাহাকেই দেখিতে পাই না, যিনি বিদেশের ইতিহাস লিখিবার জন্য সেই বিদেশে গমনপূর্বক দীর্ঘকাল তথ্য অবস্থান করিয়া, তথাকার ভাষা শিক্ষা করিয়া—স্বয়ং সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া, সে দেশের ইতিহাস লিখিয়াছেন । পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি পড়িলেই জানিতে পারিবেন, গ্রন্থকার কিরূপ সমধিক সময় ব্যয়, কিরূপ অসাধারণ পরিশ্রম, এবং কিরূপ ভয়ানক কষ্ট স্বীকার করিয়া, এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন । স্যার ডি, মেকেঞ্জি ওয়ালেস, রুঘীর রাজপ্রাসাদ হইতে দীনকুবকের কুটারে—রাজধানী সেট গিটাস বর্গ হইতে শত শত কোশ দূরবর্তী মহুঘোর বসতি-শূন্য বিস্তৃত পতিত আসিয়িক প্রান্তরে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া, উচ্চশ্রেণীর রাজ-পুরুষ, সম্রাট জমীদার, দীনহীন দাসকুবক—এমন কি বন্যবর্ষের জাতির পশুপালক পর্যন্ত সকলশ্রেণীর সকল অবস্থার লোকের সহিত আলাপ করিয়া, সকলের নিকট হইতে স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়া, স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া, স্বয়ং সমস্ত তথ্য, তালিকা, বিবরণী, বিজ্ঞাপনী এবং ইতিহাস সংগ্রহ পূর্বক পাঠ করিয়া, এই বিরাট গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন । পাঠক ইহাতেই বুঝিতে পারেন, এখানি কিরূপ উপাদেয় ।

কবীর শাসনপ্রণালী কিরূপ, সম্রাটের যথেষ্টাচারশক্তি কিরূপ, কিভাবে রাজপুরুষগণ শাসনকার্য সমাধা করেন, কিরূপ প্রণালীতে আইন সৃষ্ট হয়, কাহার ইচ্ছার উপর আইন প্রণয়ন বা সাম্রাজ্যের কোন বিষয়ের সংস্কারমূলক প্রস্তাব নির্ভর করে, প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা কিরূপ, করভার কতদূর গুরুতর, সংবাদপত্রগুলিকে কিরূপ শাসনাধীনে রাখা হয়, সাধারণ মতবাদের আদর কিরূপ, এইপ্রকার সমস্ত বিষয়ই অতি বিশদরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কবীর সামাজিক এবং ঐতিহাসিক অংশও গ্রন্থকার অতীব প্রশংসনীয়রূপে বর্ণবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় বলিয়াই ইতিমধ্যে ফ্রেন্স, ইটালিয়ান, জার্মান, ডেনিস, স্পেইডিস, কবীর, হাঙ্গেরিয়ান, তুরস্ক এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ভারতীয় ভাষাসমূহে ইহার সর্বপ্রথম অনুবাদ হওয়াই প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় বলিয়াই আমি হিন্দী, উর্দু এবং গুরুমুখী ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রচার করিয়াছি। সাধারণে আগ্রহের সহিত সেই অনুবাদিত গ্রন্থ গ্রহণ করায়, আমি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করিতে অভিলাষী হই।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপ্রশংসিত; তিনি “সচিদ্র রাজস্থান” অর্থাৎ বিখ্যাত কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত, “ভিক্টোরিয়া-রাজহুস” অর্থাৎ মিঃ টালবয়েস হইলার প্রণীত দিল্লী-দরবারের সবিস্তার ইতিবৃত্ত, এবং “রাজ-জীবনী” অর্থাৎ ম্যার থিয়োডোর মার্টিন প্রণীত মহামান্য ভারতের স্বরীর স্বামির জীবনচরিত অনুবাদ করিয়া এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট বিশেষ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া, তাহারই উপর এই অনুবাদ-ভার অর্পণ করি। বঙ্গীয় পাঠকসমাজ এতৎ পাঠে প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন এমত আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত স্তার ডি, মেকেঞ্জি ওয়ালেসের নিকট হইতে প্রাপ্ত তদীয় জীবনীর সংক্ষিপ্ত স্থূল মর্ম্মপূর্ণ পত্রখানি এবং তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ এতৎপাঠে পরিতুষ্ট হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মী।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল।

ত্রিনেউলকিশোর।

সিমলা, ১৪ই জুলাই, ১৮৮৬।

শ্রীযুক্ত য়ুনসি নেউলকিশোর

সমীপেষু।

প্রিয় মহাশয়,

আমার কথীয়া নামক গ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদের সহিত সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোগ করিবার উপকরণ প্রদান জন্য আপনি যে অনুরোধ করেন, তদনুসারে নিম্ন-লিখিত সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি প্রেরণ করিতেছি, —

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বরে আমি স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করি এবং অনেক-গুলি গোপনীয় বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হই। আমি দশবর্ষ বয়সে উপনীত হইবার পূর্বেই আমার পিতা মাতা উভয়েই প্রাণত্যাগ করায়, আমি যখন প্রত্যক্ষজীবনে প্রবিষ্ট হই, তখন আমি, সম্পূর্ণরূপে আমার দ্বন্দ্বভূ এবং আমার সমস্ত অভাব পূর্ণ হইতে পারে, এমত সম্পত্তির অধিকারী হই। বাল্যবস্থায় আমি ব্যায়ামক্রীড়া ভাল বাসিতাম এবং পুস্তকের প্রতি বড়ই স্বগা ছিল; কিন্তু প্রায় পঞ্চদশবর্ষ বয়সের সময় হঠাৎ আমার লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দান করিবার ইচ্ছা হয়, এবং তাহাতেই আমার জীবনানুগ করিতে মনন করি। উক্ত উদ্দেশ্যে আমি স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে—প্রথমে গ্লাসগো পরে এডিনবর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ ছয় বর্ষ অতিবাহিত করি, সেই সময়ে মেটাফিজিক এবং এথিকাল ফিলোজফির আলোচনা আমার বিশেষ প্রিয় বোধ হয়। সেই সময়ে আমার হৃদয়ে পর্যটনকামনা প্রবল হয়, এবং একবার ভ্রমণকালে আমি ভয়ানক সবি-রাম জ্বররোগে আক্রান্ত হওয়ায় এবং সহজে আরোগ্যলাভ করিতে না পারায়, ইংলণ্ড অপেক্ষা কোন মৃদুপ্রাকৃতিক প্রদেশে একটা বর্ষাতিবাহিত করিবার জন্য আমার চিকিৎসক আমাকে পরামর্শ দেন। আমি পারিসে অবস্থান করাই মনো-মত জ্ঞান করি, এবং সময়ের সদ্যবহার করিবার জন্য পারিসের আইন-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই, এবং আধুনিক বিধিব্যবহার শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ প্রধানতঃ প্রাচীন রোমক আইন অধ্যয়ন করিতে থাকি। পরবর্ষে আমি এডিনবর্গে আধুনিক আইন শিক্ষা করি, কিন্তু জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহিত তুলনায় জেঞ্চ এবং স্কচ বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলির আইনশিক্ষাদানপ্রণালী অসন্তোষজনক জানিয়া, আমি জার্মান বিশ্ববিদ্যা-লয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় চারিবর্ষকাল—প্রথমতঃ বার্লিনে পরে হেইডেলবর্গে অতি-বাহিত করি। শেষোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ডাক্তার অব ল উপাধি প্রাপ্ত হই, এবং আমি “কম্পারেটিভ ল” নামক আইনের অধ্যাপকপদের উপযোগিতা লাভের জন্য যে সময়ে প্রস্তুত হইতে থাকি, সেই সময়ে সেন্ট পিটার্সবর্গস্থ এক কথীয় বন্ধুর

নিকট হইতে আমি এক আমন্ত্রণ পত্র পাই। আমি এই যে আমন্ত্রণকে প্রথমে নিতান্ত সামান্য ঘটনা জ্ঞান করি, ইহাই আমার ভবিষ্যজীবনের সমস্ত গতি পরিবর্তন করিয়া দেয়। কৃষীয়ার সামাজিক গঠনপ্রণালীর প্রতি অনেকদিন হইতেই আমি বিশেষ দৃষ্টিদান করিয়া আসিতেছিলাম, এবং এক্ষণে বিশেষ স্রবিধানসূযোগে তাহা সূচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারিব বলিয়া আনন্দিত হই। এতদ্ব্যতীত জার্মাণ পৃথ্যটক হস্তবসেন, ককেশস-নামক স্থানের ওসিটেননামক যে জাতির মধ্যে অতীব আদিমকালের সামাজিক নিয়মপ্রণালী আজিও প্রচলিত এবং মধ্য আসিয়া হইতে যুরোপে যে আৰ্য্যজাতির মহাগমন ঘটে, যাহাদিগকে সেই আগত আৰ্য্য-জাতির বহুদিন হইতে অদৃষ্ট শেষ চিহ্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সেই জাতির আচারব্যবহারাদি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে অভিলাষী হই। প্রচ্ছন্ন এবং অস-জ্ঞেয়জনক ঐতিহাসিক বিবরণীর মধ্য হইতে আৰ্য্যজাতির অতি আদিমকালের বিবরণাদি পুনরায় সঙ্কলনকার্য্যে দৃঢ়শ্রমের সহিত চেষ্টিত যুবক ছাত্রের পক্ষে সূচক্ষে সেই আৰ্য্যজাতির সেই আদিমকালের অবস্থা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানপ্রণালী দর্শন, এবং সেগুলির প্রত্যক্ষ জীবন্ত দৃশ্যের বর্ণনা করা, এবং যে শত শত জটিলপ্রশ্ন লইয়া কতিপয় অতীব বিখ্যাত যুরোপীয় ধুরন্ধর বহুবর্ষ হইতে ভর্ক বিতর্ক করিতেছেন, তদ্বারা সেই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিবার কামনা, অবশ্যই কতকটা কল্পনার উত্তেজনা করিয়া দেয়। সেই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করিতে হইলে, উক্তজাতির মধ্যে অবশ্যই কয়েকবর্ষকাল বাস করিবার প্রয়োজন, কারণ তদ্বারা তাহাদিগের ভাষা এবং চিন্তাপ্রণালীর সহিত পরিচিত হওয়া যায়; এবং তাহা করিতে হইলে, যে একমাত্র সভ্যজাতির সহিত উক্ত জাতির সংশ্রব সম্বন্ধ আছে, সেই সভ্যজাতির ভাষা শিক্ষা করাও প্রয়োজন। সেই জন্যই আমার পিটার্সবার্গস্থ বহুর আমন্ত্রণ গ্ৰীকার করিয়া, আমি কৃষীয় ভাষা এবং কৃষীয়ার যে কতিপয় অনুষ্ঠান পদ্ধতি আমার পক্ষে বিশেষ আকর্ষক বোধ হয়, তাহা শিক্ষা করিবার জন্য তথায় একবর্ষ অতিবাহিত করিয়া, পরে ওসিটেনসজাতির সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে পর্যালোচনা কার্য্যে দুই বা তিনবর্ষ অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করি। কিন্তু ক্রমশঃ আমি এই সঙ্কল্প পরিবর্তন করিবার কারণ প্রাপ্ত হই। বিশেষরূপে পর্যালোচনার পর আমি আশার বিপরীতে দেখিতে পাই যে, ওসিটেনসদিগের অপেক্ষা কৃষীযগণের বিষয়ই সমধিক জ্ঞাতব্য এবং প্রয়োজনীয়; সুতরাং একবর্ষের পরিবর্তে আমি প্রকৃত কৃষীয়ার প্রায় ছয়বর্ষকাল অতিবাহিত করি। আপনি যে গ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি সেই ছয়বর্ষকাল কঠোর শ্রমের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ।

গ্রন্থখানি সর্বদা যে মুর্ত্তিতে লিখিত হয়, প্রকাশিত গ্রন্থখানি তাহার সম্পূর্ণ অন্য মুর্ত্তিবিশিষ্ট। কিরূপে গ্রন্থ রচনা করা উচিত, আমি জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎসময়ে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হই, আমি সেই শিক্ষা, কার্য্যে প্রয়োগ করি। তাহার ফলস্বরূপ বিশেষ ধারাবাহিক, সর্বাসঙ্গম, বিশেষ শিক্ষাপ্রদ এবং বিশেষ কষ্টপাঠ্য একখানি স্মৃতিহং

বিস্তারিত পূর্ণ গ্রন্থ লিখিত হয়। একজন খ্যাতনামা প্রকাশক, জনৈক স্রবোদ্যায় সমালোচকের নিকট সেই হস্তলিখিত মূলগ্রন্থখানি অর্পণ করিলে, তিনি বিধা রিয়াই বলেন যে, যদি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে, ইংলণ্ডের একজন পুরুষ, একটা রমণী বা শিশু এই সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ শেষ করিয়া উপাধিলাভ করেন না। প্রকাশক উক্ত মতানুবর্তী হইয়া, সেই হস্তলিখিত গ্রন্থখানি কিছু করিতে বিজ্ঞতার সহিত অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, এবং অপর যে সকল প্রকাশকের সহিত আমি এসম্বন্ধে পরামর্শ করি, তাঁহারাও উক্তবিধ মতপ্রকাশ করেন।

আমরা এই বৃহদাকারে প্রথম গ্রন্থলিখন-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হওয়ায়, নিতান্ত নিরুৎসাহী পড়ি, কিন্তু সুদীর্ঘ ছয়বর্ষকাল ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে যে সকল উপকরণগ্রহণ করি, তাহা সম্পূর্ণরূপে অব্যবহার্য্যাবস্থায় রাখিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হই। সুপ্রসিদ্ধ কবিয়ার ইতিহাস এবং সামাজিক অস্থিষ্ঠানাদি শিক্ষার সহায়তা হইতে পারিলে, একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ লিখিতে মনন করি, এবং সেরূপ গ্রন্থ লিখন প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিলে, একটা অপ্ৰত্যাশিত ঘটনায় আমি সেই উপকরণগুলি অন্য উপায়ে ব্যবহার্য্য করিতে বাধ্য হই।

এ সময়ে (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) প্রাচ্য রাজনৈতিক আকাশমণ্ডলে ঘনঘোর জলদ-জ্বালমবেত হইতেছিল, এবং ইংলণ্ড ও কবিয়ার মধ্যে অনতিবিলম্বে যুদ্ধ সম্ভাবনা বলি অনুমিত হইতে থাকে। সেইহুত্রে জারের বিচিত্র সাম্রাজ্যের প্রতি সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি নিপতিত হইতে থাকে, এবং বিশেষ উদ্যমশীল প্রকাশক মেন্সুরাস ক্যাসেল এবং কোম্পানি বিবেচনা করেন যে, ইংরাজগণ, যে জাতিকে ন্যায়সঙ্গতরূপে প্রাচ্যজগতে আপনাদিগের মহান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিযোগী জ্ঞান করিতেছে, সেই জাতির জাতিকৃত সাধারণ অবস্থাপ্রকাশক একখানি গ্রন্থ প্রচার করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। সেই জন্যই কবিয়ার ভাষা এবং সাহিত্যসম্বন্ধে গভীর এবং সঠিক অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষরূপে খ্যাত মিঃ রালষ্টনের নিকট কবিয়ার সম্বন্ধে একখানি সারসংক্ষেপ পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। মিঃ রালষ্টন, সেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার ভার লইতে সম্মত হন না, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে যে উদারতা সচরাচর দেখা যায় না, তিনি সেই উদারতা প্রদর্শনে ক্ষেত্রের একজন যুবক প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর সেই ভারপার্শ্ব অন্য দৃঢ়রূপে অহরোধ করেন। আমার উপর যখন এই ভারপার্শ্ব প্রস্তাব হয়, তখন প্রথমটা আমি অসম্মতি জানাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু মেন্সুরাস ক্যাসেল এবং কোম্পানির সাহিত্যসম্বন্ধীয় উপদেশক, আমাকে জ্ঞাত করেন যে, “প্রিয়পাঠ্য” অর্থে এমত বুঝাইতেছে না যে, কেবল মৰ্জ্জনপ্রিয় বাহ্যিক বিবরণগুলিই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে, আপনি প্ৰেচ্ছামত আভ্যন্তরীণ বিশেষ তথ্যগুলি সন্নিবিষ্ট করিতে পারিবেন, কিন্তু সেগুলি যেন চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত হয়। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর আমি সেই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ লিখিতে সম্মত হই,

এবং রীতিমত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি। সেই চুক্তিপত্রমত খাৰ্জ হয় পের মাসের মধ্যে হস্তলিখিত পুস্তক মুদ্রাকরের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণে সেই চুক্তি পালন করা হয়, এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আনুয়ারি মাসে এতদ্বাধি প্রদত্ত হয়। আমি বেরূপ আশা করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা সমধিক পরিমাণে গ্রন্থ সাধারণে গৃহীত হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কয়েক সংস্করণ মুদ্রিত এবং বিক্রিত, এবং অবিলম্বে আমেরিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। ফ্রেন্স, ইটালীয়ান, জার্মান, ডেনিচ, ইডিস, ক্রীসিয়ান, ফ্রোয়েটিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, এবং তুরস্ক এই কয়টা বিদেশীয়ভাবেও ইহা অনুবাদিত হয়। অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়াছে, এমত সং কারণ অনুমতি না লইয়াই উক্ত অনুবাদগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অনুবাদিত হইয়াছে, এবং আমি ঘটনাক্রমে সেই অনুবাদের কথা জানিতে পারি।

“রুবীয়া” প্রকাশের কম মাস পরে রুস-তুর্ক যুদ্ধারম্ভ হয়, এবং “টাইমস”বাদ-পত্র কর্তৃক আমি তাহার বিশেষ সংবাদদাতারূপে সেন্ট পিটার্সবর্গে গমনজন্য আহূত হই। আমি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করি, কিন্তু শীঘ্রই আমি দেখি যে, সেদটা বড়ই অশ্রিয়জনক। রুবীয়গণ সে সময়ে ইংলণ্ডকে তুরস্কের বন্ধু এবং গুপ্ত সাহা-কারী মিত্ররূপে জ্ঞান (সম্পূর্ণ অকারণে নহে) করিতে এবং ইংরাজগণকে “আসী তুর্কদিগের” অপেক্ষা জঘন্যরূপে দেখিতে থাকেন। সমধিকসংখ্যক ইংরাজদই শত্রুতাজ্ঞাপক ভাবটী স্রুদসমেত প্রতিপ্রদান করেন, এবং সে সময়ে প্রায়ই শুধ হইতে থাকে যে, উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্ধ্য। টাইমসে আমি যে ল টেলিগ্রাম এবং পত্র প্রেরণ করি, তাহাতে উভয় জাতির মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকি। উভয় জাতিই ব্রাহ্মিকূপে পতিত হইয়া-ছেন, এবং উভয় জাতিই পরস্পরকে অবাধে অসন্তর্কভাবে অপরাধী জ্ঞান করিয়া বিবাদ করিতেছেন, ইহা আমি বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমার সেই কার্যের স্বাভাবিক ফলস্বরূপ আমি উভয়পক্ষেরই অসন্তোষভাজন হই। রুবীয়র আদর অভ্যর্থনায় আমি জুলিয়া গিয়াছি, ইংলণ্ডের লোকেরা এমত জ্ঞান করিতে থাকেন, অন্যপক্ষে সেন্ট পিটার্সবর্গস্থ আমার সমগ্র রুবীয় বন্ধু এবং পরিচিত লোক আমাকে পরিহার করেন। বুলগেরিয়া এবং আসিয়া মাইনরে রুবীয় সৈন্যদল গুরুত্বরূপে পরাস্ত হওয়ার, এবং ইংরাজদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্য ধ্বংস করিবার জন্য—ইংরাজ বাণিজ্যতরীসমূহ লুণ্ঠন করিবার জন্য স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্যপূর্ণতরীশ্রেণী সমবেত করিবার চেষ্টা করায়, উভয় জাতির মধ্যে শত্রুতামূলক ভাবটা চূড়ান্ত-রূপে প্রবল হইয়া উঠে। সেন্ট পিটার্সবর্গে যে কোন ইংরাজের অবস্থান করা দিন দিন নিত্যস্ত অপ্রীতিজনক হইয়া উঠে, কিন্তু যতদিন না সান ষ্টিফানো নামক স্থানের লক্ষিপত্র স্বাক্ষরিত এবং প্রধান প্রধান রাজগণের প্রতিনিধিগণ বার্লিনে সমবেত হয়েন, ততদিন পর্য্যন্ত আমি স্পদে অটলভাবে অবস্থান করিতে থাকি। আমি যে কার্যভার লইয়াছিলাম, তদ্বারা তাহা একপ্রকার শেষ হইয়া যায়, এবং আমি এই স্থান ত্যাগপূর্বক

এতদপেক্ষা মনোমতস্থানে গমনের কল্পনা করিতেছি, এমন সময়ে একটা সামান্য ঘটনাসূত্রে আমার গমনের বিশেষ সুবিধা হয়। টাইমসপত্রে যে কতকগুলি রাজ-নৈতিক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ হয়, তদ্বর্ণনে রুযী বৈদেশিক কার্যালয় এরূপ সন্দেহ করেন যে, উক্তপত্রের সংবাদদাতা অবশ্যই অসঙ্গত উপায়াবলম্বনে সংবাদ সকল সংগ্রহ করিতেছেন; এমতে আমার গতির উপর লক্ষ্য রাণিবাবর জন্য গুপ্ত পুলিশকে উপদেশ দেওয়া হয়। সেই উপদেশ এরূপ অনিপুণতার সহিত কার্যে প্রয়োগ করাই হয় যে, ৪৮ ঘণ্টা না ঘাইতে ঘাইতেই কিকি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি। আমার অনুপস্থিতিতে একজন অজ্ঞাত অপরিচিত ভক্তলোক আমার কক্ষটী—বিশেষতঃ আমার লিখিবাবর টেবেলটী পরীক্ষা করিতে বড়ই অভিলষী হয়েন এবং সেইমত আর একজন অপরিচিত ভক্তলোক, আমি যখন বহির্ভ্রমণে গমন করিতাম, সেই সময়ে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েক হস্ত দূরে অনুসরণ করিতেন। এই শেষোক্তপ্রকার বিরক্তিতা বড়ই অসুবিধাজনক বোধ হইতে থাকে। যেসকল উপায়ে আমি সংবাদ সংগ্রহ করি, তাহা সম্পূর্ণ দোষশূন্য, যদিও আমি ইহা জানিতাম, কিন্তু পাছে আমার অবশিষ্ট কতিপয় রুযী বন্ধুকে অশ্রীতিপ্রদ অবস্থায় নিক্ষেপ করি, এই ভয়ে আমি তাঁহাদিগের সহিত সংশ্রব-সম্বন্ধ ছেদন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে একাকী অবস্থান করিতে থাকি। সেরূপ অবস্থায় আমি টাইমসের সংবাদদাতার কর্তব্যাপালন করিতে পারিব না বলিয়া, পদত্যাগপত্র প্রেরণ করি। প্রভুত্বের আমি কিছুদিনের জন্য বালিনে—যথায় কংগ্রেসের অধিবেশনারম্ভ হইবার কথা হইতেছিল, তথায় গমন করিতে উপদিষ্ট হই। তথায় আমি যে একমাসকাল অতিবাহিত করি, তাহা আমার সংবাদপত্রলেখক-জীবনের মধ্যে একটা বিশেষ গণনীয় সময়স্বরূপ, কিন্তু তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিতে যাইলে, এইপত্র নিতান্ত অসঙ্গত পরিমাণে বর্ধিত হইয়া পড়িবে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ১৩ই তারিখে বিখ্যাত সন্ধিপত্র প্রাক্করিত হয়, এবং সেইদিনই আমি “টাইমস” হইতে কনষ্টান্টিনোপলের “আমাদিগের নিজস্ব সংবাদদাতা” পদপ্রাপ্তির এক টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হই। সেই পদটী আমার পক্ষে গ্রহণীয় বোধ হয়, কারণ যে সময়ে আমি রুযীয়ায় ছিলাম, সেই সময়ে অনাপক হইতে প্রাচ্য প্রশ্নটী আলোচনা করিতে কল্পনা করি, এবং ভাবি যে, সেই কল্পনামত কাজ করিতে হইলে, কয়েকবর্ষকাল কনষ্টান্টিনোপলে বাস করা প্রয়োজন। ২৩এ জুলাইয়ে আমি বসকরাসের ভীরে উপনীত হই, এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া, আমি বিশেষ সংবাদদাতারূপে ইজিপ্টে গমন করি। আমি ফারাওদিগের ভূমিতে যে ছয়মাসকাল থাকি, লর্ড ডকরিণ্ড সেই ছয়মাসকাল তথায় বিশেষ কমিশনরূপে অবস্থান করেন, এবং আমার পর্য্যালোচনার ফলস্বরূপ “ইজিপ্ট এবং ইজিপ্টীয় প্রশ্ন” শীর্ষক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

উক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশের অব্যবহিতকাল পরেই আমি দক্ষিণাঞ্চলের লোকদিগের

books ; but about the age of fifteen I suddenly conceived a passionate love of study, and determined to devote my life to it. With this intention I spent some five or six years at the Scotch Universities, first at Glasgow and then at Edinburgh, during which my favourite studies were in Metaphysics and Ethical Philosophy. At the same time I developed a love of travel, and having caught on one of my tours a severe and obstinate intermittent fever, I was advised by my Doctor to spend a year in some climate milder than that of England. I chose Paris, and in order to utilize my time I entered the *Ecole De Droit* (School of law) and studied chiefly the old Roman Law as a foundation for studies in modern Jurisprudence. These latter I began in the following year in the University of Edinburgh, but feeling that the French and Scotch methods of studying jurisprudence were superficial and unsatisfactory compared with that of the German Universities, I betook myself to the latter and spent at them nearly four years—first at Berlin and afterwards at Heidelberg. In the latter I took my degree of Doctor of Laws, and was about to qualify myself for becoming a professor of Comparative law, when I received an invitation to visit a Russian friend in St. Petersburg. This invitation, which seemed to me at the time a very unimportant incident, changed the whole subsequent course of my life. I had long taken an interest in Russian social organization, and was glad to have an opportunity of studying it under peculiarly favourable conditions. Besides this, I was particularly anxious to study a peculiar tribe in the Caucasus, called the Ossetes, who had been described by the German traveller Haxthausen as a people with wonderfully primitive institutions—a long lost remnant of the great Aryan emigration from Central Asia to Europe. For a young student trying laboriously to reconstruct the primitive institutions of the Aryan races from obscure and unsatisfactory historical documents, the prospect of being able to see the working of these institutions with his own eyes, to describe them from the life, and thereby to solve a hundred intricate questions over which some of the most eminent European savants had been fighting for many years, was something well calculated to fire the imagination. To study these institutions thoroughly, it would be necessary of course to live among the said tribe for some years, so as to become familiar with their language and modes of thought ; and to effect this it would probably be necessary to learn the language of the only civilized

nation in contact with them. In accepting, therefore, the invitation of my Petersburg friend, my intention was to spend about a year in studying the Russian language and certain Russian institutions which especially interested me, and then to devote one, two, or three years to a thorough study of the Ossetes. Gradually I saw reason to change my plans. On closer inspection the Russians turned out to be a much more, and the Ossetes a much less, interesting subject of study than I expected, and instead of one I devoted nearly six years to Russian Proper. The tangible result of these six years of hard labour is the book which you have caused to be translated into Hindustani.

The book in its published shape is very different from the form in which it was originally written. In the German Universities I had imbibed German ideas of how a book should be written, and I had put them into practice. The result was a bulky, elaborate treatise, very methodical, very thorough, very instructive, and very unreadable. A very competent professional critic, to whom the manuscript was submitted by an eminent publisher, unhesitatingly predicted that if it were published, no single man, woman, or child in England would ever succeed in wading through it. Acting on this opinion, the publisher wisely declined to have anything to do with the M.S., and other publishers whom I consulted took the same view.

Much discouraged by this complete shipwreck of my first literary venture on a large scale, and reluctant to leave entirely unutilized the materials laboriously collected during six long years, I determined to write a short compendium which might serve as a guide book to the study of Russian history and institutions, and I had nearly completed the work of condensation when an unexpected circumstance induced me to utilize my materials in a different way.

At that time (1876) heavy storm clouds were gathering on the Eastern political horizon, and a great war between England and Russia seemed to be coming within a measurable distance. Much popular interest in the mysterious Empire of the Czars was thereby excited, and Messrs. Cassells and Co., a very enterprising firm of publishers, considered that the moment had come for issuing a work which would give to the English people a general idea of the nation which they justly regarded as their great rival and antagonist in the Eastern world. Proposals for a popular work on Russia were accordingly made to Mr. Ralston, a gentle-

man wellknown for his wide and accurate knowledge of the Russian language and literature. Mr. Ralston did not feel inclined to undertake the work, and with a generosity which is not too common in literary circles, he strongly recommended that it should be entrusted to a young rival in his own field. When the offer was made to me, I was at first disposed to decline, but the literary adviser of Messrs. Cassells and Co., explained to me that he did not mean the book to be "popular" in the sense of being superficial, and that I might put into it as much solid information as I liked, provided it was in an attractive form. After considerable hesitation I agreed to write such a book as was wanted, and signed a formal contract according to which the M.S. was to be delivered to the printer within four months. This stipulation was duly fulfilled, and the work was published in January 1877. It was very much more favourably received than I had anticipated. In the space of a few weeks several editions were printed and sold, and it was at once reproduced in America. It was also translated into several foreign languages—French, Italian, German, Danish, Swedish, Russian, Croatian, Hungarian, and Turkish. It is possible that there may be other translations, for most of the above named were made without permission, and I came to know of them accidentally.

A few months after the publication of "Russia," the Russo-Turkish war began, and I was invited by the "*Times*" to go to St. Petersburg as special correspondent. The invitation was accepted, but I soon found that the position was extremely disagreeable. England was at that time regarded by Russians—and not altogether without reason—as the friend and secret ally of Turkey, and Englishmen were looked upon as even worse than the "Infidel Turks." By the great majority of Englishmen the feeling of hostility was repaid with interest, and it often seemed that a war between the two countries was inevitable. In my telegrams and letters to the "*Times*" I did all in my power to throw oil on the troubled waters by explaining mutual misunderstandings and combating the false accusations which were freely and recklessly made on both sides, and as a natural consequence of this attitude, I incurred the displeasure of both parties. In England, I was accused of having succumbed to Russian blandishments, whilst in St. Petersburg I was being deserted and avoided by all my Russian friends and acquaintances. The feelings of mutual hostility between the two countries were brought to a

climax by the serious reverses which the Russian arms suffered for a time both in Bulgaria, and in Asia Minor, and by the Russian preparations for fitting out a volunteer fleet of privateers for the purpose of destroying English maritime commerce. Day by day the position of an Englishman in St. Petersburg became more unpleasant, but I stuck obstinately to my post till the Treaty of San Stefano had been signed and the Plenipotentiaries of the Great Powers were assembling at Berlin. The work I had undertaken was thereby in a certain sense terminated, and I was thinking of a change of domicile to a more congenial atmosphere when a little incident occurred, which accelerated my departure. Some political disclosures which had been made by the "*Times*" led the Russian Foreign Office to suspect that the correspondent of that paper must be obtaining information by illegitimate means, and accordingly the secret police were instructed to watch my movements. The instructions were so awkwardly carried out that before 48 hours had passed I had discovered all the means which were being taken. A mysterious unknown gentleman was very anxious to examine my apartment, and especially my writing table, during my absence, and another equally mysterious gentleman constantly followed me at a few yards distance whenever I went out. This latter form of annoyance was inconvenient. Though my conscience was perfectly clear as to the means by which I had obtained my information, I was afraid of compromising my few remaining Russian friends, and consequently I was obliged to break off all communication with them, and condemn myself to complete isolation. In these circumstances I felt I could no longer fulfil the duties of a "*Times*" correspondent, and accordingly sent in my resignation. In reply I received an invitation to transfer my head-quarters temporarily to Berlin, where the Congress was about to open. The month which I spent there was certainly one of the most interesting episodes of my experiences as a journalist, but any attempt to describe it, would extend this letter to an unjustifiable length. On 13th July 1878, the famous treaty was signed, and on that very day I received a telegram from the "*Times*" offering me the post of "Our own Correspondent" at Constantinople. The offer was acceptable because during my stay in Russia I had determined to study the Eastern Question some day from the other side, and I felt that for this purpose a residence of some years in Constantinople would be necessary. On July 23rd I arrived on the shores of the Bos-

47

phorus, and remained there till November 1882, when I went to Egypt as Special Correspondent. My stay of six months in the land of the Pharaohs coincided with that of Lord Dufferin as Special Commissioner, and the result of my studies was published in a volume under the title of "Egypt and the Egyptian Question."

Immediately after the publication of this volume, I started on a tour among the southern (Slavs) but before my studies were completed, the disturbances in the Soudan threatened to produce a certain political activity in Constantinople, and I was requested by the "*Times*" to return at once to my post. There I remained until October 1884, when I unexpectedly received from Lord Dufferin an invitation to accompany him to India as Private Secretary.

These jottings are not, I think, sufficiently interesting to justify publication; but if you consider that they would be acceptable to the readers of your Hindustani translation of "Russia," I have no objection to your having them translated and prefixed to the work.

A few days ago I was agreeably surprised to learn from a common friend of ours that you were making preparations for having my book translated also into Gurmukhi. If this news be true, I need hardly say that I wish you all possible success in your new venture. Many years ago I formed what might be called a romantic attachment for the brave Sikhs and other chivalrous races of the Punjab, and my feelings of sympathy have since been increased by personal acquaintance, but it never occurred to me that I should thus be brought, as it were, into literary contact with them.

Yours very truly,
D. MACKENZIE WALLACE.

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন ।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে আমি সর্বপ্রথম সেন্ট পিটার্সবর্গে উপনীত হই । রুশীয়র কয়েকটা মাস অতিবাহিত করাই কেবল আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি অপ্রত্যাশিতরূপে এতগুলি প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় দেখিতে পাই যে, আমি প্রায় ছয়বর্ষ—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অবস্থান করি । সেই সময়ে আমি শীতকালের অধিকাংশ সেন্ট পিটার্সবর্গ, মস্কাত, এবং ইয়ারসলাফে অতিবাহিত করিতাম এবং গ্রীষ্মকালের কয়েকটা মাস সাধারণ্যে দেশের চারিদিকে পরিভ্রমণ এবং স্থানীয় রাজপুরুষ, ভূস্বামী, বণিক, পাদরী এবং কৃষকদিগের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতাম । আমার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর আমার বহুল রুশীয় বন্ধুর লিখিত পত্রাদি লেখালেখি চলিতে থাকে, সুতরাং আমার রুশীয়া ভ্রাতৃগণের পরবর্তী অল্প সময়ের মধ্যে তথ্য যে কিছু ঘটনা হয়, তৎপ্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হই ।

দেশের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে বহুল পরিমিত উপকরণ এই ছয়বর্ষের মধ্যে আমার হস্তগত হয়, সাধারণের পক্ষে যেগুলি বিশেষ উপাদেয় বোধ হইবে, আমি তন্মধ্য হইতে কেবল সেইগুলিই এই গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছি । গ্রাম্যমণ্ডলী-সমিতি, কৃষিকার্যের নানাবিধ প্রণালী, মুক্তিদানের ইতিহাস, কৃষকদিগের বর্তমান আর্থিক অবস্থা, রাজস্বপ্রণালী, সাধারণশিক্ষা, আধুনিক শিক্ষাজ্ঞানগত উদ্বেগ, এবং এবিধ অন্যান্য বিষয়গুলি আমি আর একখানি ভবিষ্য গ্রন্থের জন্য রাখিলাম ।

এই গ্রন্থখানির যদি কিছু গুণ থাকে, তাহা হইলে সকলশ্রেণীর রুশীয়, নিতান্ত উদারভাবে আমার যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাি প্রধানতঃ তজ্জন্য প্রশংসার পাত্র । আমি ঝাঁহাদিগের নিকট ঋণী আছি, তাঁহাদিগের নামের তালিকা প্রদান করিতে হইলে অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া যাইবে । সেই জনাই আমি ঝাঁহাদিগের নিকট বিশেষরূপে বাধিত আছি, কেবল তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের নামোল্লেখ করিতেছি । ইয়ারসলাফের আইনবিদ্যালয়ের প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং যোগ্য ডিরেক্টার মিঃ কাপোষ্টিন, মিঃ বলকামিন, এবং উক্ত প্রশংসনীয় বিদ্যালয়ের অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আমাকে এবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ; মিঃ সালসান্ডস্কী, যিনি হুইটী গ্রীষ্মকালে আমার পর্য্যটক সহচর স্বরূপ সঙ্গ ছিলেন, মিঃ এ, এন, গন্টসারফ, যিনি সামারা প্রদেশে পর্য্যটনকালে আমার সহিত গমন করিয়াছিলেন, এবং মৃত মিঃ এডওয়ার্ড জে, মর্গান, যিনি সেন্ট পিটার্সবর্গে আগমন করেন, এবং ইংরাজ আতির বিশেষ পরিচিত, তাঁহারাও বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন । প্রকৃত তথ্যজ্ঞদিগের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সংবাদ সংগ্রহ জন্য আমি

কে চেষ্টা করি, মাদাম নভিকফ আমার সেই চেষ্টার সহায়তা করায় এবং মিঃ ই. আই. ইয়াকুশকীন, বিনি কবীর কুবকদিগের সম্বন্ধে বহুল তথ্য সংগ্রহ করেন, তৎসমস্ত আমার ব্যবহার জন্য প্রদান করায়, সেইমত উভয়ের নিকট আমি দলস্থানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। মৃত মিঃ এন. এ. মিলুটীন, মৃত মিঃ সামারিং, প্রিন্স. সারকান্সী এবং মিঃ কোশেলেক, মুক্তিদান-প্রস্তালোচনা কালে আমার যে সহায়তা করেন, আমি মুক্তিদানাদ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছি। অন্যান্য যে সকল কবীর, উপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে আমার সহায়তা করিয়াছেন এবং আমার প্রতি সবিশেষ সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের সকলকে একত্র ধন্যবাদ দান করিতেছি। উক্ত অনেক বন্ধু এবং পরিচিত লোকের মন্তব্য আমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু সেগুলি সযত্নে বিবেচনা না করিয়া কখনও পরিহার করি নাই; এবং সর্বত্রই নিরপেক্ষভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

উপসংহারে আমি “সম্মদয় পাঠকের” নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি। বিষয়টী এত বৃহৎ এবং এরূপ নানা প্রসঙ্গপূর্ণ যে, কোন্ কোন্‌গুলি নিতান্ত প্রকৃত প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করা এবং দেশ ও অধিবাসী-সাধারণ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ভাব যাহাতে প্রকাশ হইতে পারে, এরূপভাবে তাহা উপস্থিত করা সহজসাধ্য নহে। যে কয়টা বিষয় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, আমার আশা আছে যে, অনতিদূরবর্তী ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে তাহা পূরণ কবিয়া দিব।

১লা জানুয়ারি, ১৮৭৭।

নিঘণ্ট পত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

কৃষীয় পর্ষাটন ।

রেলওয়ে—রাজপথ হইতে হস্তক্ষেপ—জলপথে বাতায়াত-ব্যবস্থা—কৃষীয় প্রধান পর্ষাটন—ভলগা—কাজান—কিগুলিনস্কিয়া—গোরি—ফিন এবং তাতার-গণ—ডন—জলপথে গমনের বাধা—অশ্ববিধা—ইন্দুর—সরাই—বিচিত্র প্রথা—রাজ-পথ—আয়াস্‌গ্ৰীষ প্রবাদের ব্যাখ্যা—সেতু—ডাকের ব্যবস্থা—টারান্টাস—পর্ষাটনের প্রয়োজনীয় উপকরণ—শীতকালে পর্ষাটন—বরফাক্রান্ত হওন—অপ্রিয়জনক ঘটনা—ডাকের আড্ডায় একটী দৃশ্য ১ পৃষ্ঠা ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

উত্তরীয় বন্য প্রদেশ ।

পক্ষী-চক্ষে কৃষীয় দৃশ্য—উত্তরীয় বন্য প্রদেশ—আমার গমনের উদ্দেশ্য—স্বাবস্থাকরণ—রাজপথ—একখানি গ্রাম—কৃষকের বাটী—বাস্পশুদ্ধি—বিচিত্র প্রথা—উপস্থিতি ৩২ পৃষ্ঠা ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

স্বেচ্ছানির্কাসন ।

ইভানোফকা—তথাকার ইতিহাস—জমীদারীর নায়েব—শ্রাভোনীয় এবং টিউটনীয় শ্রাব্য—দাসদিগের স্বাধীনতা—দান সম্বন্ধে একজন জাখানের মন্তব্য—বিচারকগণ—নব নীতিনিদশ্রেণী—কৃষীয় ভাষা—কৃষ্যদিগের ব্যাকরণ—জ্ঞান—আমার শিক্ষক—চলিত ইতিহাসের একটী প্রবল মাত্রা ৪৩ পৃঃ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

গ্রাম্য পাদরী ।

পাদরীদিগের নাম—পাদরীদিগের বিবাহ—শ্বেত এবং কৃষ্ণ পাদরী—লোকেরা গ্রাম্য পাদরীদিগের প্রতি কেন সম্মান প্রদর্শন করে না—শ্বেত পাদরীদিগের ইতিহাস—গ্রাম্যপাদরী এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট পাদরী—কৃষীয় লোকেরা কিরূপ ধার্মিক—আইকন—পাদরী-সমাজ এবং লোকশিক্ষা—ধর্ম-বিভাগের সংস্কার ৫৯ পৃঃ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

চিকিৎসা দক্ষীয় পরামর্শ ।

অপ্রত্যাশিত পীড়া—গ্রাম্য চিকিৎসক—সাইবিরীয় মড়ক—আমার শিক্ষা—কৃষীয় ইতিবেত্তাগণ—ডিকেন্সের কৃষীয় অহুধারণকারী—জন্মক ভূতপূর্ব সাংসারিক দীস—ওষধ এবং জাহ্নম—পৌত্তলিকতার একটী অংশ—কৃষকদিগের হঠাৎ বিশ্বাস—অসঙ্গত জনরব—সেণ্ট বারবারার বিচিত্র পুনরাবির্ভাব—একখানি বাস্প-কুরীবক্ষে ওলাউঠার প্রাহুর্ভাব—হাসপাতাল—উন্মাদশ্রম—উন্মাদগণ ৭৯ পৃঃ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মীর বা গ্রাম্যমণ্ডলী ।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব—মীরের সহিত সংসারের তুলনা—গ্রাম্য-
মণ্ডলী সমিতির মূলমন্ত্র—মূলমন্ত্র হইতে প্রত্যক্ষ কার্যমূলক পার্থক্য—মীর নিত্য
প্রজাপ্রভুত্বমূলক শাসনের উত্তম আদর্শ—গ্রাম্য সমিতি—দ্বীপভ্য—নির্বাচন—গ্রাম্য-
মণ্ডলীর অধিকৃত ভূমিবন্টন ৯৬ পৃঃ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

গ্রাম্যমণ্ডলী কিরূপে রক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহার ভবিষ্য ফল ।

বর্তমান সম্রাটের শাসন-প্রারম্ভে আমূলসংস্কার—যথেষ্ট নীতিস্থত্রের প্রতিবাদ—
নিঃস্বজনমণ্ডলী সৃষ্টির ভয়—ইংলণ্ডীয় এবং রুষীয় বিধিপ্রণীত তুলনা—নিশ্চিত আশা—
গ্রাম্যমণ্ডলীর ভবিষ্য কুফল—ভবিষ্য গ্রাম্যমণ্ডলী—নগরের নিঃস্ব জনমণ্ডলী—
বর্তমান অবস্থা অস্থায়ী ১১৮ পৃঃ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

ফিন এবং তাহার গ্রাম্যবলী ।

ফিনজাতি, ফিন-গ্রাম সকল—রুষীয়ত্ব প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা—ফিন-রমণী—ফিন-
ধর্ম—ভূত্বাভান প্রথা—খ্রীষ্টানধর্ম এবং পৌত্তলিকতার বিচিত্র সংমিলন—ফিনদিগের
খ্রীষ্টধর্মপ্রাণ—একথানি তাহার গ্রাম—মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে একজন রুষীয় কৃষকের
ধারণা—ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ—রুষীয় উপনিবেশীগণ—অতি প্রাচীন কালে অধি-
বাসীগণের অন্যত্র বাস জন্য গমন ১৩১ পৃঃ ।

নবম অধ্যায় ।

নগরবলী এবং বণিকসম্প্রদায় ।

নভগরড—রুষীয়নগরগুলির সাধারণ আকৃতি—রুষীয় নগরভাব—নগরবাসী-
সংখ্যা কম—রুষীয় মিউনিসিপাল প্রথার ইতিহাস—তৃতীয়শ্রেণী সৃষ্টির নিফল
চেষ্টা—বণিকগণ, নগরবাসীগণ এবং শিল্পীগণ—নাগরিক সমাজ—একজন ধনী
বণিক—তাঁহার বাটী—তাঁহার আত্মপ্রাণ প্রকাশ—সম্ভ্রান্তধনীশ্রেণীসম্বন্ধে তাঁহার
ধারণা—রাজকীয় উপাধি-পুরস্কার—বণিকশ্রেণীর মুখতা এবং অসাধুতা—পরিবর্তনের
লক্ষণ ১৪৮ পৃঃ ।

দশম অধ্যায় ।

শাসনপ্রণালী এবং রাজপুরুষগণ ।

আমার আলোচনা সম্বন্ধে নভগরডের সহ-শাসনকর্তা বাতীত অন্যান্য রাজপুরুষ-
গণ সাহায্য করেন—পিটার দি গ্রেট কর্তৃক সৃষ্ট শাসনপ্রণালী এবং তাহার উত্তরাধি-
কারীগণ কর্তৃক তাহার উৎকর্ষসাধন—শাসনসম্বন্ধে একজন স্নাতোফিলের মন্তব্য—
শাসনপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—চিনোভনিকি অর্থাৎ রাজপুরুষগণ—রাজপুরুষদিগের
উপাধি এবং সেগুলির প্রকৃত বৈলক্ষণ্য—অতীতকালে শাসনপ্রণালীর দ্বারা রুষীয়ার
কি উপকার সাধিত হইয়াছে—শাসক এবং শাস্ত্রদিগের মধ্যে যে বিচিত্র সম্বন্ধ

বিরাজিত, তম্বারা শাসনপ্রণালীর প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ—শাসনপ্রণালীর প্রকৃত
দোষনিচয়—বিভাগীয় শাসনতন্ত্রের উপকারিতা—গোলযোগপূর্ণ অসরল নিয়ম-
প্রণালী—জেলারমেরি—শাসনবিভাগের উক্ত কর্মচারীগণের সহিত আমার সংঘর্ষ ;
আমার বন্দী হওন এবং মুক্তিলাভ—কুশাসন দূরের জন্য প্রবল সাধারণ মতবাদের
প্রয়োজন ; এই প্রণালী সম্প্রতি ক্রমীয় বিঘ্নিত হইয়াছে ... ১৬৮ পৃঃ ।

একাদশ অধ্যায় ।

নূতন স্বায়ত্ব-শাসন ।

জেমস্‌ভো সভার কার্যপ্রণালী পরীক্ষার সুবিধা—ক্রমীয়দিগের আত্মসমালোচনা—
জেমস্‌ভো সভার পালিয়ামেন্টের ন্যায় মূর্তি—একটি জেলা-সভা—উচ্চবংশীয়গণ
এবং ভূতপূর্ব দাসগণ—একটি প্রদেশীয় সভা—প্রধান প্রধান সভ্যগণ—বিভিন্ন
জেমস্‌ভোর কার্যপ্রণালী—এই সভা সৃষ্টির মূল এবং উদ্দেশ্য—অতিরিক্ত আশা—
জেমস্‌ভো কি শুভসাধন করিয়াছে—ইহার প্রবল জীবনীশক্তির অভাবের কারণ—
এরূপ সভাসৃষ্টিসম্বন্ধে ব্রিটিশ এবং ক্রমীয় প্রণালী—একটি বিশেষ ঘটনা—এই সভার
ভবিষ্য ফল ... ১৮৯ পৃঃ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

প্রাচীনশ্রেণীর ভূস্বামীগণ ।

ক্রমীয় অতিথিসংস্কার—একখানি গ্রামা বাটী—বাটীর অধাক্ষ—ঠাহার অতীত
এবং বর্তমান জীবন—শীতাপরাহু—পুস্তকাবলী—বহির্জগতের সহিত সংশ্রব—
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং দাসদিগের স্বাধীনতা লাভ—একজন মদ্যপ হৃৎচরিত্র ভূস্বামী—
একজন বুদ্ধ জেনেরল এবং ঠাহার স্ত্রী—“নামকরণ-দিন”—একজন সজীব প্রবাদ-
রাক্ষস—একজন ভূতপূর্ব বিচারপতি—একজন চতুর লেখক—সামাজিক দণ্ড-
রাহিত্য—নীতিভঙ্গের কারণ ... ২০৬ পৃঃ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

আধুনিকশ্রেণীর ভূস্বামীগণ ।

একজন ক্রমীয় অল্পবিদ্যা—ঠাহার বাটী—কৃষিকার্ষের এবং দাসদিগের অবস্থার
উন্নতিসাধনের বিফল চেষ্টা—একটি তুলনা—একজন “উদারনীতিাবলম্বী” রাজপুরুষ—
উন্নতিসম্বন্ধে ঠাহার ধারণা—একজন জটিল অব দি পিস—ক্রমীয় সাহিত্য, রাজ-
পুরুষগণ এবং অল্পবিদ্যাগণ সম্বন্ধে ঠাহার মত—ঠাহার অল্পমিত এবং প্রকৃত চরিত্র—
একজন নিতান্ত উদারমতাবলম্বী—বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলযোগ—শাসননীতিপ্রয়োগ—
রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্রমবিকাশসাধনসম্বন্ধে ক্রমীয়র যোগ্যতা—গ্রামা বাটীতে
একজন রাজ-পারিষদের অবস্থান ... ২২৯ পৃঃ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

উচ্চবংশীয় সংজ্ঞাশ্রেণী ।

আদিমকালের উচ্চবংশীয় সংজ্ঞাশ্রেণী—তাতারদিগের আধিপত্য—মন্ডাউর
জারগণ—বংশগত পদমর্যাদা—পিটার দি গ্রেট কর্তৃক সংস্কার—সংজ্ঞা উচ্চবংশীয়-

গণ কৰ্ত্তক পাশ্চাত্যযুরোপীয় প্রথাবলন—রাজ-সরকারে অবশ্যাবাধ্য কার্যকরণ-
প্রথা রহিত—দ্বিতীয়া কাথারাইনের আধিপত্য—ফ্রান্সের নোবলেসি অর্থাৎ সজ্জাত-
শ্রেণী এবং ইংলণ্ডের উচ্চবংশীয় সজ্জাতশ্রেণীর সহিত কৃষীয় সজ্জাতশ্রেণীর তুলনা—
কৃষীয় উপাধিসমূহ—কৃষীয় উচ্চবংশীয়শ্রেণীর সম্ভবপর ভবিষ্য অবস্থা ... ২৫০ পৃঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সামাজিকশ্রেণীসমূহ ।

কৃষীয়ার সামাজিকশ্রেণী আছে কি?—বিশেষরূপে চিহ্নিত সামাজিক সম্প্রদায়—
আইন এবং রাজকীয় তালিকার দ্বারা দীকৃত শ্রেণীসকল—সেই শ্রেণীসমূহের মূলোৎ-
পত্তি এবং ক্রমিক সৃষ্টি—কৃষীয়ার ইতিহাসের বিস্তৃতির বিচিত্রতা—রাজনৈতিক
জীবন এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায় ... ২৬৯ পৃঃ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

আসিয়ার বিস্তীর্ণ পতিত প্রদেশের রাখালজাতি ।

এই পর্যটনের কারণ—গ্রামগুলির দৃশ্য—একটা বিশেষ ঘটনা—কৃষকদিগের
মিথ্যাবাদিতা—ভাষার কারণ ব্যাখ্যা—আমার আসিয়ায় নিম্নাভিজ—বাসকির-
আউল—ভোজ—কুমুইস—একজন বাসকির নট—সরলচেতা মহম্মদ জিক্রা—একটা
বিদিত দার্শনিক মূলত্বের উপর বাসকিরদিগের প্রকৃত অবস্থার দ্বারা আলোক
নিষ্কেপ—রাখালজাতি কেন কৃষিকাৰ্য্যাবলন করে—প্রকৃত বিস্তৃত পতিতদেশ—
কিরঘিসগণ—জেন্সিস খাঁর পত্র—কালমুখগণ—নগইতাতারগণ—পশুপালসম্প্রদায়
এবং কৃষিজীবী উপনিবেশীদিগের মধ্যে বিবাদ ... ২৭৪ পৃঃ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ভাতারদিগের আধিপত্য ।

দেশ জয়—জেন্সিস খাঁ এবং তাঁহার প্রজাপুত্র—মোগলসাম্রাজ্য সৃষ্টি এবং ক্ষত-
গতি তাহা বিচ্ছিন্ন হওন—কিপচাক—ভাতার-আধিপত্যের প্রকৃত তথ্য—ধর্ম
সম্বন্ধীয় সহিষ্ণুতা—ভাতারদিগের শাসনপ্রণালী—প্রধান রাজগণ—মস্কাতের রাজ-
গণ—ভাতার-আধিপত্যের প্রাবল্য—এই প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা ২৯৩ পৃঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

কোশাকগণ ।

ভাতারদিগের অত্যাচার-উপদ্রব—ক্রিমিয়ার ক্রীতদাসের বাজার—সীমাস্তরক্ষী
সৈন্যদল এবং স্বাধীন কোশাকগণ—“নদীর পরপারবাসী”—স্পার্টা এবং মধ্য সময়ের
বীর কুলীনশ্রেণীর সহিত জাপারোভীয়শ্রেণীর তুলনা—ডন, ডলগা, এবং ইউরালের
কোশাকগণ—সীমাস্তরের সময়—মধ্য সময়ের কোশাকগণ—ডনের কোশাকদিগের
ভূখণ্ডপ্রণালী—পশুপাল হইতে কৃষক অবস্থায় পরিণতি—সামাজিক উৎকর্ষতার
“সার্বভৌমিক বিধি”—গ্রাম্যমণ্ডলীর সম্পত্তি বনাম গুপ্ত সম্পত্তি—ভূমি রেজেষ্ট্রির
উপায়স্বরূপ বেত্রাঘাত দণ্ড ... ৩০৩ পৃঃ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

পতিত প্রদেশের উপনিবেশীগণ ।

আসিরিক বিস্তৃত পতিত দেশ—বিভিন্ন জাতি, ভাষা এবং ধর্ম—জার্মাণ উপ-
নিবেশীগণ—রুশীয়গণ কিরূপ অহুসারকারী জাতি ?—মেনোনাইটগণ—জলবায়ু
এবং বৃষ্টিপাত—বুলগেরীয় উপনিবেশীগণ—তাতার-ভাষাভাষী গ্রীকগণ—
ইহুদীকৃষকগণ—রুশীয়প্রাপ্তি—একজন সারকেশীয় স্বচ—বিদেশীয়েদের সংখ্যা—
সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাবল্য ... ৩২০ পৃঃ ।

বিংশ অধ্যায় ।

সেন্ট পিটার্সবর্গ এবং যুরোপীয় প্রাবল্য ।

সেন্ট পিটার্সবর্গ এবং বাগিন—বড় বড় বাটী সকল—পুলিস—প্রধান প্রধান
ঐষ্টবা—পিটার দি গ্রেট—ভাঁহার লক্ষ্য এবং রাজনীতি—জার্মাণদিগের প্রভুত্ব—
স্বজাতীয়দের প্রতিক্রিয়া—ফরাষী-প্রাবল্য—শিক্ষা—জ্ঞানের অভাব—বিদেশীয়
প্রাবল্যের শত্রুতা—নবানীত সাহিত্যের নবযুগ—গুপ্ত সভাবলী—বিভ্রাট—নিকো-
লাসের শাসন—পারনাসস শিখরে ভগ্নকর সময়—গোগোল—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্র-
বিপ্লবমূলক আন্দোলন—নবীন প্রতিক্রিয়া—সমাপ্তি ... ৩৩৪ পৃঃ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

মস্কাউ এবং স্লাভোফিলগণ ।

মস্কাউর প্রধান প্রধান দৃষ্ট—ক্রিমলিনে ইষ্টার পার্কেস—বিচিত্র প্রথা—সম্রাট
নিকোলাস সস্বক্ষীয় একটী কথা—ইবারিয়ান মাদোনার বাটী বাটী ভ্রমণ—মস্কাউর
রাজপথ সকল—নগরের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থা—স্লাভোফিলগণের নীচ ধারণা—
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতানুসারে সংগঠিত মন্তব্য—স্লাভোফিলদিগের এক শতাব্দী পূর্বের
মতবাদ—স্লাভোফিল-মতের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি—স্লাভোফিলগণ মূলতঃ মস্কোভিট-
মতাবলম্বীদিগের মত—স্লাভোফিলগণ এবং মুক্তিদান—মস্কাউ গেজেট ... ৩৫৯ পৃঃ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

ধর্মবিভাগ এবং রাজপক্ষ ।

সেন্ট পিটার্সবর্গ এবং মস্কাউ—মধ্য সময়ের শোপের সাধারণ ধর্মরাজ্যের বহি-
র্দর্শে রুশীয়র অবস্থিতি—গ্রীক ধর্মবিভাগের প্রাবল্য—রুশীয় ধর্মসমাজের ইতি-
হাস—ধর্মবিভাগ এবং রাজপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ—প্রাচ্য গোঁড়াধর্ম এবং রুশীয়র
জাতীয় ধর্মসমাজ—সিনড নামক প্রধান ধর্মসভা—পাদরীমণ্ডলীর অনুযোগ—
স্থানীয় ধর্মবিভাগের শাসন—কৃষ্ণ পাদরীগণ এবং মঠ সকল—ধর্মসম্বন্ধীয়শিক্ষা-চিহ্নের
ইতিহাসের মধ্যে প্রাচ্য ধর্মবিভাগের অবস্থার প্রতিবিশ্ব পতন—প্রত্যক্ষ শেষ ফল—
সংমিলন প্রস্তাব ... ৩৭৭ পৃঃ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং তাহার ফল ।

নিবন্ধির মহামেলা—ক্রিমিয়া—শিবাষ্টপল—সম্রাট নিকোলাস এবং ভাঁহার

শাসননীতি—আকাজ্জব লোক এবং উদাসভাবে ভুট্ট লোকগণ—জাতীয় অব-
নয়ন—সাধারণের অসন্তোষ এবং হতুলিখিত গ্রন্থ—নিকোলাসের মৃত্যু—২য় আলেক-
জান্ডার—নূতন মনোভাব—সংস্কার জন্য আগ্রহ—সাময়িক সাহিত্যের অবস্থা
পরিবর্তন—কোলোকল—রক্ষণশীলমতাবলম্বীগণ—চিনোভনিকগণ—প্রথম নির্দিষ্ট
প্রস্তাব—সন্তুষ্টমুখানসম্প্রদায়—দাসত্ব—প্রশ্ন ৩৯২ পৃঃ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

দাসগণ।

পুরাকালীন গ্রীষ্মা অগ্নিবাদীগণ—অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষকগণ—কিভাবে এই
পরিবর্তন হইল?—সাধারণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা—স্থায়ী আর্থিক এবং রাজনৈতিক কারণ
সমূহের ফলস্বরূপ দাসত্বপ্রথার সৃষ্টি—কৃষকদিগকে ভূমির সহিত আবদ্ধ করিয়া
রাখবার কারণ—তাহার ফল—দাসদিগের অভ্যুত্থান—দাসত্বের ইতিহাসের পরি-
বর্তন—অধ্যায়—কৃষায় এবং পশ্চিম যুরোপের দাসত্ব—দাসদিগের সংখ্যা—দাসদিগের
দেয়—দাসাধক্ষ ভূস্বামীগণের আইনগত ও প্রকৃত ক্ষমতা—দাসদিগের আত্মরক্ষার
উপায়—পলাতকগণ—সাংসারিক দাসগণ—দাসত্বপ্রথার নৈতিক আবল্য ৪১১ পৃঃ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

দাসদিগকে মুক্তিদান।

প্রশ্ন উপস্থিত করণ—প্রধান সমিতি—নিথুরানীয়া প্রদেশের উচ্চবংশীয়গণ—
উচ্চবংশীয়গণের নিকট জারের ইঙ্গিতে মত প্রকাশ—মুদ্রাসমূহের আগ্রহ—উদ্যম—
ভূস্বামীগণ—রাজনৈতিক আকাজ্জব সকল—অবাধা প্রাপ্ত—রাজপক্ষ—সাধারণ
মতবাদ—যোত্রহান নিষেধজনমণ্ডলী সৃষ্টির ভয়—প্রাদেশিক সমিতিচয়—ব্যবস্থা-
করণ জন্য তদ্বাহুসক্ষমী সামান্য নিয়োগ—প্রশ্নের পারিপাক্তা—প্রদেশীয় প্রতিনিধি-
গণ—অসন্তোষ এবং প্রতীবাদ—রাজকায় মন্তব্য—আহনের মূলনীতিহীন—দাস-
দিগের ভ্রান্ত আশা এবং আশাহীনতা—শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত মধ্যস্থগণ—একটা
বিশেষ ঘটনা—মুক্তিদান—কে মুক্তিদান করিল? ৪৪৭ পৃঃ।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

মুক্তিদানের ফল।

ক—ভূস্বামীগণের পক্ষে।

গোলযোগ—সমস্যা সহজকরণ—প্রত্যক্ষ ক্ষতিপূরণ—পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ—
মুক্তিদানের একটা শুভফল—খাদ্য শ্রমজীবী লইয়া চারিশ্রকারের কৃষিপ্রাণী—
কোন প্রণালাটী অবলম্বিত হয়—উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের জমিদারগুলির বর্তমান
অবস্থা—প্রিন্স ডিকটর ওয়াসিলিস্কি—একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত—কৃষকমুক্তিক। প্রদে-
শের দক্ষিণাংশ—মেঘপাল পালন—মুক্তিকার শুকত—উত্তম শ্রমজীবির অভাব—
কৃষকদিগের আশ্রয়—সাধারণ সিদ্ধান্ত ৪৭৫ পৃঃ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

দাসগণের মুক্তিদানের কল ।

... ... কৃষকদিগের পক্ষে ।

একটি সহজ প্রশ্ন—উত্তরদান করার কাঠিন্য—হিরবিহির ভ্রান্ত আশাবলী—কৃষকদিগের নিজের মত—অহুমতির কারণ—তিনটি ব্যাখ্যা এবং তিনটি অব্যর্থ ঔষধ—নৈতিক ঔষধ—গ্রাম্য সভা সমিতিগুলির সংস্কার প্রস্তাব—বর্তমান জটিল-দিগের আদালত—মীরের অহুমিত বাধাদান-প্রাবল্য—কর এবং জমির খাজানা—কৃষক-পরিবারভঙ্গ—ভবিষ্য সম্বন্ধে একটি কথা ৪৯৮ পৃঃ ।

অষ্টবিংশ অধ্যায় ।

নূতন বিচারালয়সকল ।

প্রাচীনকালের বিচারপ্রণালী—জুটী এবং অবিচার—পূর্ণসংস্কার—নূতন প্রণালী—জটিল অব দি পিস এবং মাসিক বিরাচাধিবেশন—স্বায়ী প্রকৃত বিচারালয়সকল—পুনর্বিচারের আদালত—মূল প্রস্তাবের পরিবর্তন—এই প্রণালীতে কিরূপ কাজ চালাতেছে ?—বিচারকশ্রেণী—ব্যবহারাজীবশ্রেণী—জুরিগণ—যে সকল অপরাধী অপরাধ স্বীকার করে, তাহাদিগকে মুক্তিদান করা হয়—কৃষক, বণিক এবং উচ্চবংশীয়গণকে জুরিরূপে নিয়োগ—নবীন বিচারালয়গুলির স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ৫২৩ পৃঃ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

সাম্রাজ্য-বিস্তৃতি এবং প্রাচ্যপ্রশ্ন ।

রুশিয়ার দ্রুতগতি অঙ্গবিস্তার—রুশিজীবী প্রজাদিগের রাজ্যবিস্তার জন্য আগ্রহ—রুশ-স্লাভজাতি—উত্তরীয় বন্য দেশ এবং আসিয়িক বিস্তৃত পতিত দেশ—উপনিবেশ স্থাপন—রাজ্যবিস্তারসম্বন্ধে সম্রাটের কার্য—পশ্চিমাভিমুখে রাজ্য-বিস্তার—তালিকার দ্বারা রাজ্যবিস্তৃতির চিত্র প্রকাশ—নবজীত দেশের প্রজাদিগকে বশীকরণ—ইংলণ্ডীয় রাজনীতি সম্বন্ধে রুশীয়গণের মত—রাজ্যবিস্তারের আন্তর্যঙ্গিক কারণ—রক্ষণশীল বাণিজ্যশুল্ক—রাজ্যবিস্তার-কামনা-বিপ্লব এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিস্তৃতি—রুশিয়ার ভারতভিমে অগ্রসর হওন—কনষ্টান্টিনোপল-ধিকার কামনা ; ধর্মগত, জাতিগত এবং রাজনীতিগত কারণ—রুশিয়ার আধুনিক গতি—রুশ গবর্ণমেন্টের রাজনীতি—উপসংহার ৫৪৬ পৃঃ ।

রুশীয়া ।

প্রথম অধ্যায় ।

রুশীয়ায় পর্যটন ।

রেলওয়ে—রাজপথ হইতে হস্তক্ষেপ—জলপথে যাতায়াত-ব্যবস্থা—রুশীয়ায় “প্রধান পর্যটন”—

ভলগা—কাজান—খিওলিনস্কিয়া গোরি—কিন এবং তাতারগণ—ডন—জলপথে গমনের বাধা—

অসুবিধা—ইলুর—সরাই—বিচিত্র প্রথা—রাজপথ—আয়াল’ডীয় প্রবাদের ব্যাখ্যা—

সেতু—ডাকের ব্যবস্থা—টারান্টাস—পর্যটনের প্রয়োজনীয় উপকরণ—

শীতকালে পর্যটন—বরফাক্রান্ত হওন—অপ্রিয়জনক

ঘটনা—ডাকের আড়ডায় একটা দৃশ্য ।

পূর্বকালে রুশীয়ায় পর্যটন করা যেরূপ কষ্টকর ছিল, এখন আর অবশ্য সেরূপ নাই । গত পঞ্চবিংশতি বর্ষের মধ্যে জালের ন্যায় চারিদিকে রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে, এবং এক্ষণে যে কেহ বালিন হইতে সেণ্ট পিটার্সবর্গ বা মস্কো পর্যন্ত এবং তথা হইতে ওডেসা, শিবাষ্টপল, নিয় ভলগা অথবা ককেশসের পাদ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর যানে ভ্রমণ করিতে পারেন ; এবং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণ্যে রেলওয়ে সমূহ মধ্যবিত্তরূপে স্বচ্ছন্দজনক । গাড়ীগুলি ইংলণ্ডের অপেক্ষা নিশ্চিতরূপে উৎকৃষ্টতর, এবং আমরা যেমন কখন কখন বাষ্পীয় তরী সমূহে দেখিতে পাই, সেই মত শীত কালে গাড়ীগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র লৌহনির্মিত অগ্ন্যধার স্থাপন পূর্বক তদ্বারা গাড়ীগুলিকে উষ্ণ অবস্থায় রক্ষিত করা হয় । গাড়ীগুলির গবাক্ষ এবং দ্বার দ্বিগুণ, কারণ এখানে তাপমান যন্ত্রের পারদ জিরো অর্থাৎ শূন্যের নিম্নে ৩০ ডিগ্রিতে প্রায়ই নামিয়া থাকে, সুতরাং সতর্কতার জন্য এই দ্বিগুণ দ্বার ও গবাক্ষ নিত্য প্রয়োজনীয় । ইহা সত্য যে, এখানকার ট্রেন বা বাষ্পরথ কখনই অতি দ্রুতগতি যাইতে পারে না—অন্ততঃ ইংরাজ এবং আমেরিকানগণ এমত ভাবিয়া থাকেন—কিন্তু ইহা আমাদের অবশ্য স্মরণ করা কর্তব্য যে, রুশীয়ানগণ প্রায়ই ব্যস্তসমস্ত নহেন এবং তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পান ও ভোজনের জন্য সতত স্তব্ধ অস্থান করিয়া থাকেন । রুশীয়ায় সময় মুদ্রাস্বরূপ বিবেচিত হয় না ; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে জারের (রুশসম্রাট) প্রায় সমস্ত প্রজাই সতত বহল নগদ মুদ্রা সঙ্গে রাখিতেন, এবং তাহা ব্যয় করিবার পক্ষে সততই

বিশেষ অনুবিধা পাইতেন। বাস্তবিক এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সেক্ষেপ দৃশ্য অর্থাৎ প্রচুর অর্থাৎ নগদ অর্থবিশিষ্ট কবীয়ান প্রকৃত জীবনে প্রায় দেখা যায় না।

আরোহীদিগকে খটায় সাড়েসাত হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ হারে লইয়া যাইবার সময় রেলওয়ে কোম্পানিগণ যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেন, অন্ততঃ সে সমস্তই পূরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহারা সকল সময়ে তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে পালন করেন না। ভ্রমণকারী কোন একটি নগরে গমন জন্য টিকিট ক্রয় করেন, এবং তিনি সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছেন, ইহা ভাবেন, কিন্তু তিনি শেষ দেখেন যে, চারিদিকে বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে কেবলমাত্র রেলওয়ে স্টেশনটি বিরাজ করিতেছে। তিনি যে নগরে যাইতে চাহেন, স্টেশনটির নাম সেই নগরের নামীয় হইলেও সেটি সেই নগরের মধ্যস্থ নহে, এবং চুক্তিপত্রের ধারামত তিনি যে স্থানে পৌঁছিবেন ভাবিয়া ছিলেন, রেলওয়ে সেই স্থানাভিমুখে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত যায় নাই, অহুসন্ধানের পর ইহা জ্ঞাত হইয়া তিনি নিরাশ হইয়েন।

বাস্তবিক ইহা সম্পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে যে, কবীয়ার রেলগুলি, সাধারণ নিয়মমত কতিপয় প্রাচ্য দেশের উত্তীর্ণকগণের ন্যায় যত্নের সহিত নগর হইতে দূর দিয়া গমন করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা একটি বিচিত্র তথ্য বলিয়া বোধ হয়। বেদোইনগণ যেরূপ তাঁবুতে বাস করিতে এবং মাঠে মাঠে পর্যটন করিতে অভিলাষী এবং অভ্যস্ত, তাহাতে তাহারা নগরকে মাল্লখধরা কল ভাবিয়া দূরে পরিহার করিতে পারে, ইহা অসম্ভবপর; কিন্তু স্থপতিবিদ্যাভিজ্ঞ এবং রেলওয়ে নির্মাণকারিগণের পক্ষে ইষ্টক এবং সুরকি অবশ্যই সেক্ষেপ ভয়াবহ নহে। আমার বোধ হয়, ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, মিউনিসিপালিটির মধ্যস্থ বা তৎসংলগ্ন ভূমির মূল্য কিছু অধিক, এবং রেলওয়ে গুলি, বিশেষ প্রতিযোগিতার উদ্দীপক প্রাবল্যের বাহিরে থাকায় অর্থাৎ কোনরূপ প্রতিযোগিতা না থাকায়, আরোহীদিগের সুবিধা স্বচ্ছন্দ গোঁণ বিবেচ্য বলিয়া জ্ঞান করা হয়।

কিন্তু ইহা অবশ্যই বলা ভাল যে, একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ের নির্মাণ সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ারগণ অথবা রেলওয়ে নির্মাণকারকগণ কোন প্রকারে নিন্দার ভাগী নহেন। সেন্ট পিটার্সবার্গ হইতে মস্কো পর্যন্ত রেলগাড়ী দুইশত ক্রোশ পর্যন্ত—কাক যেমন ঠিক সুমান উড়িয়া যায়, সেই মত দক্ষিণে বা বামে না হেলিয়া সমান যাইতেছে। পঞ্চদশঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত ক্লান্তভাবে বিশেষ ক্রতগামী ট্রেনে গমন কালে আরোহীগণ ছই ধারে কেবল বন এবং বিল দেখিতে পান, মনুষ্যের সবতিচিহ্ন প্রায়ই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কেবল একবার মাত্র অতি দূরে নগরের ন্যায় একটি দৃশ্য তিনি দেখিতে পান; এই স্থানের নাম ভার, তাহা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান বলিয়া নগর নামে গণ্য এমত নহে, কেবলমাত্র

যে সরল রেখা ধরিয়া রেলটী গিয়াছে, ইহা সেই রেখার নিকটস্থ বলিয়ার নগর নামে গণ্য। এই রেলওয়ে কি কারণে এই অতি বিচিত্র প্রণালীতে নির্মিত হইয়াছে? সকল কারণের শ্রেষ্ঠ কারণ এই যে, আর সেরূপে নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। যখন আনুষ্ঠানিক জরিপ কার্য শেষ হয়, তখন সম্রাট নিকোলাস জানিতে পারেন যে, বাহাদিগের উপর এই কার্যসাধন-ভার অর্পিত হয়, তাঁহার। এবং তদনুযায় পথ-ঘাটবিভাগের মন্ত্রী, নির্মাণ-সুবিধা সুযোগের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, ব্যক্তিগত সুবিধার প্রাবল্যের অধীন হইয়াছেন, সুতরাং তখন তিনি প্রকৃত সম্রাট-শক্তি পরিচালনার দ্বারা সেই বিষম বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন। কোন্ স্থান দিয়া রেল যাইবে, ইহা সম্রাটকে বুঝাইবার জন্য যখন মন্ত্রী তাঁহার সম্মুখে মানচিত্র স্থাপন করেন, তখন সম্রাট, সেই মানচিত্রের উপর একটি কাঠদণ্ড (কলার) রাখিয়া, মূল স্থান হইতে শেষ স্থান পর্যন্ত একটা সরল রেখা টানিয়া দেন, এবং বলেন যে, “আপনাকে এই মত রেলওয়ে নির্মাণ করিতে হইবে।” এবং তিনি যে ভাবে এই কথা বলেন, তাহাতে বাদানুবাদ একেবারে অসম্ভব হইয়া যায়। সেই আজ্ঞা মতই রেলওয়ে সেই ভাবে নির্মিত হয়—সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং পিরামিড গুলির ন্যায় ইহাও যথেষ্টাচার-শাসনের চিরস্থায়ী সমুজ্জ্বল স্মৃতিচিহ্নরূপ বিরাজমান।

সেচ্ছাচার প্রণালীর শাসনে করুণ কুফল ফলে, তাহার নিদর্শন দেখাইবার নিমিত্ত পূর্বে এই ঘটনাটী প্রায়ই কানায়ুযায় নিন্দাবাজকরূপে উদ্ধৃত হইত। গভীর আর্থিক বিষয় গুলির উপর সম্রাটের খেয়ালের জিদই প্রবল, এমত বলা হইত। কিন্তু আজ কাল সাধারণের সে মতবাদ পরিবর্তিত হইয়াছে এমত দেখা যায়, এবং কতক কতক লোকে ইহাও বলিতে অগ্রসর হইতেছেন যে, সম্রাটের এই খেয়ালটী দূরদর্শীতামূলক রাজনৈতিক কার্য। যখন অধিকাংশ মাল এবং আরোহী এই রেলরেখার এক প্রান্ত হইতে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কেবল প্রেরিত হয়, তখন এই রেলরেখা যত ক্ষুদ্র হইতে পারে, তত ক্ষুদ্র হওয়াই ভাল, এবং ইহার দক্ষিণে এবং বামে যে সকল নগর আছে, এই মূল রেলরেখা হইতে শাখা রেলরেখা সেই সেই নগর পর্যন্ত নির্মাণ করাই কর্তব্য। রাজনৈতিক সুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মন্তব্য সমর্থন পক্ষে আরও অনেক বক্তা যাইতে পারে।

রেলওয়ে প্রণালীর উৎকর্ষতা সাধন পক্ষে এখানে আর একটা এমত বাধামূলক কারণ ছিল, যাহা ইংরাজদিগের মনে ধারণা হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডে ব্যক্তিগণ এবং কোম্পানিগণ স্বভাবতই আপনাদিগের গোপনীয় স্বার্থ বুঝিয়া কাজ করেন, এবং রাজপক্ষ হইতে সে সম্বন্ধে যত দূর কম সম্ভব হস্তক্ষেপ করা হয়, এবং ভবিষ্যতে গুরুতর কুফল প্রসূত হইবে, রাজপক্ষ হইতে ইহা প্রমাণিত না হইলে, যে কোন নূতন প্রবর্তক বা অনুষ্ঠাতা আপন ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন। রুবীয়াতে অন্য পক্ষের উপর সেরূপ প্রমাণের ভার অর্পিত; ভবিষ্যতে সকল প্রকার সম্ভাব

কুফলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রদান না করিলে, কোন নূতন প্রবর্তক বা অহুষ্ঠাতাকে আপন ইচ্ছামত কাজ করিতে দেওয়া হয় না, অর্থাৎ যে কোন অহুষ্ঠাতাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি যে অহুষ্ঠান করিতেছেন, ভবিষ্যতে সে স্বত্রে কোন কুফল ফলিবে না, তিনি এমত ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন একটা উচ্চ অঙ্গের অহুষ্ঠানের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, প্রথমেই প্রশ্ন করা হয় যে,—“এই নূতন অহুষ্ঠানের দ্বারা রাজ্যের কত দূর স্বার্থ ক্ষতি হইবে ?” এমতে, কোন পথ দিয়া নূতন রেলওয়ে যাইবে, ইহা বিবেচনার সময় উপস্থিত হইলে, সামরিক কর্তৃপক্ষগণের সহিত সে সম্বন্ধে সতত পরামর্শ করিতে হয়, এবং তাঁহাদিগের মতের প্রাবল্যের উপরই শেষ মীমাংসা অনেকটা নির্ভর করে। এরূপ বিধির ফল এই যে, ঋষীয়ার রেলওয়ের মানচিত্র সমরনীতিজ্ঞদিগের চক্ষে এমন প্রতিভাত হয়, যাহা সাধারণ দর্শকদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ হ্রস্বোধ থাকিয়া যায়,—পাশ্চাত্য যুরোপে একটা যুদ্ধ বাধিয়া যাইলেই অতদ্বজ্জগৎ সহজেই এই তথ্যটি জানিতে পারিবেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ঋষীয়ার যে অবস্থা ছিল, এখন আর সেরূপ নাই,—তখন সৈন্যদল এবং রসদসমূহ শত শত ক্রোশ দূরে সেই আদিম কালের যানবাহন যোগে প্রেরণ করা হইত। সে সময়ে ঋষীয়ায় কেবল ৩৭৫ ক্রোশ মাত্র রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছিল; এক্ষণে সার্কপাঁচ সহস্র ক্রোশের অধিক স্থানে রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে, এবং প্রতিবর্ষে নব নব রেলওয়ে নির্মিত হইতেছে।

জলপথে গমন সুবিধারও এই মত আজ কাল সমধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে। সমস্ত প্রধান প্রধান নদীতেই এক্ষণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তম ষ্টিমার বা বাষ্পতরী রহিয়াছে। হ্রদগ্যবশতঃ এখানকার জলবায়ু, জলপথে যাতায়াত পক্ষে গুরুতর বিঘ্ন বাধা দিয়া থাকে। কারণ বর্ষের অর্দ্ধেক সময় নদী গুলি বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এবং গ্রীষ্মকালের অধিকাংশ সময়ে জলপথে গমন কঠিন হইয়া উঠে। যখন বরফ এবং তুষাররাশি বিগলিত হইয়া যায়, তখন নদী গুলি উদ্বেলিত হইয়া তীরভূমি অতিক্রম করিয়া চলে, এবং সে সময়ে নিম্নভূমি প্রদেশের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়া যায়, কাজেই সে সময়ে অনেক গ্রামে কেবল মাত্র নৌকাযোগে যাতায়াত করিতে হয়; কিন্তু শীঘ্রই বন্যার প্রকোপ হ্রাস হইয়া যাইলে, তখন জল এত শীঘ্র কমিয়া যায় যে, মধ্য-গ্রীষ্মকালে বড় বড় ষ্টিমার গুলি চোরা বাণুপূর্ণ চরের মধ্য দিয়া অতি সন্তপণে গমন করে। কেবল মাত্র উত্তরাঞ্চলের নদীকুলরাণী নেভা, সকল সময়েই প্রচুর জলপূর্ণ থাকে।

ভ্রমণকারীগণ নেভা ব্যতীত ভলগা এবং ডন নদীতেও সাধারণ্যে গমন করিয়া থাকেন। এই তিনটা নদীতে ভ্রমণ করিলেই ঋষীয়ায় উচ্চ অঙ্গের ভ্রমণ সমাপনের এক অংশ পূর্ণ হইল এমত বিবেচিত হয়। ইংরাজগণ সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং মস্কো ব্যতীত আরও কিছু দেখিতে অভিলাষী হইলে, সাধারণ্যে রেলযোগে নিবনি নভগরডে গমন করিয়া থাকেন, তথাকার মহামেলা দর্শনের পর ভলগায়

বাষ্পপোতে আরোহণ করেন। রুযীয়ায় কোন প্রকার উচ্চ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নয়ন-রঞ্জনকর প্রাকৃতিক দৃশ্য নাই, এই তথ্যটি যিনি অবগত আছেন, তাঁহার পক্ষে নদী-পথে গমন আমোদজনক। নদীর বামতীরটি কলোনের নিম্নবাহিনী রাইন নদীর তীর-ভূমির ন্যায় নিম্ন, কিন্তু দক্ষিণ তীরভূমি উচ্চ, মধ্যে মধ্যে পাদপরাজি-পরিশোভিত, এবং এক প্রকার মধুর দৃশ্যবিহীন নহে। দ্বিতীয় দিবসের প্রত্যুষেই বাষ্পপোত কাজান নামক স্থানে উপনীত হয়; পূর্বে এই স্থানটী স্বাধীন তাতারদিগের রাজ্য-ধানী ছিল, এবং এখনও এখানে বহুল তাতার অধিবাসী বাস করিতেছে। নগরের নিম্নভাগে ক্ষুদ্রচূড় যে কতিপয় মসজিদ বিরাজমান, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যদিও তিন শতাব্দী অতীত হইল, এই প্রদেশ রুশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আজিও মুসলমান ধর্ম এখানে সজীব অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু সাধারণ্যে নগরটির তাব আসিয়িক অপেক্ষা ইয়ুরোপীয়ই অধিক। যদি কেহ “প্রাচ্য জগ-তের ঐশ্ব দৃশ্য” দর্শনাভিলাষী হইয়া, এখানে আগমন করেন, তাহা হইলে তিনি শোচনীয়রূপে নিরাশ হইবেন, তবে কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট ভ্রমণকারীগণ যে সকল দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা করেন—বিশেষতঃ তৎসমস্ত তাঁহাদিগের “ভ্রমণ-বিবরণীর” একটি আকর্ষক প্রধান অধ্যায়রূপে বর্ণনীয় হইলে, তাঁহারা যেমন তৎসমস্ত দৃশ্যই আবি-ষ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ন্যায় পর্যটকদিগের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গন্তব্য পথের সমস্ত নগরের মধ্যে কাজান একটি অতীব মনোহর স্থান। যদিও ইহা প্রাচ্য নগরের ন্যায় নহে, কিন্তু ইহার নিজের একটি বিচিত্র স্বাতন্ত্র্য ভাব আছে, অন্য পক্ষে অপর সমস্ত নগর—সিমবিস্ক সামারা, এবং সারাটোফ, সাধারণ্যে রুযীয়ার প্রদেশীয় নগরগুলির ন্যায় অমনোহর। এই উক্তির যথার্থ্য সম্বন্ধীয় বিশদ ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সম্ভবতঃ তৃতীয় দিবসে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে দূরমণ্ডলে ভূধরশ্রেণীর ন্যায় একটি দৃশ্য দেখা যায়। নিরাশা নিবারণের জন্য এস্থলে ইহা একেবারে বলাই ভাল যে, বাস্তবিক দেশের এই অঞ্চলে পর্বত নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত কিছুই নাই। এই অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী ভূধরমালা—ককেশশ, তাহা কয়েকশত কোশ দূরস্থ, সুতরাং বাষ্পপোতোপরি হইতে তাহা দেখিতে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে উচ্চ দৃশ্য দেখা যায়, তাহা অল্পক্ষ ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী মাত্র এবং তাহার নাম ক্লিগ-লিন্স্কিয়া গোরি। পশ্চিম যুরোপে ইহা সাধারণের তত দৃষ্টি আকর্ষণই করেনা, কিন্তু ফরাসীভাষায় যেমন প্রবাদ আছে, “যে দেশের সকলেই অন্ধ, সে দেশের একচক্ষু-বিশিষ্ট মূল্য্যই রাজ্য” সেইমত সমতলক্ষেত্রময় পূর্বরুযীয়ায় এই ক্ষুদ্র গিরিই প্রধান দৃশ্যরূপে গণ্য। যদিও এই গিরিমালা আশ্চর্য্য পর্বতের ন্যায় মহান দৃশ্যযুক্ত নহে, কিন্তু শিখর হইতে ঢালুভাবে নদীর তীর পর্য্যন্ত সমাগত স্থানটী বৃক্ষরাজী দ্বারা সমাবৃত থাকায়, বিশেষতঃ যখন নব বসন্তে কমনীয় বর্ণে পাদপপুঞ্জ সুরশোভিত হয়, অথবা শরৎকালের হরিৎ এবং লোহিত বর্ণের পত্রাবলীর দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়, তখন-

কার সে দৃষ্টান্ত মনের মধ্যে এরূপভাব সম্বন্ধিত করিয়া দেয় যে, তাহা সহজে বিস্মৃত হইয়া না।

আমার ব্রহ্মদেশহিতৈষী রুবীয় বন্ধুর মন্তব্যের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াও আমি মোটামুটি অবশ্যই বলিব যে, নিকনি হইতে আরিটসিন পর্যন্ত পর্য্যটনে যে সময় নাশ, কষ্ট সন্তোষ এবং অর্থব্যয় হয়, ভলগার এই দৃষ্ট তাহা পূরণ করিতে পারে না। এখানে স্থানে স্থানে কতিপয় স্থলর দৃষ্ট আছে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যাও অতি অল্প এবং পরস্পরে বহু দূরবর্তী। দেড় মণ পরিমিত জলে একপাত্র উত্তম সুরা মিশাইলে তাহা নিতান্তই বিখাদ্য মদ্য হয়। নদীকূল অপেক্ষা বরং বাষ্পোপাত-বন্ধ সাধারণ্যে বিশেষ চিন্তাকরক বোধ হয়। তথ্য নানাবিধ বিচিত্র সহযাত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। আরোহীদিগের মধ্যে অধিকাংশই রুবীয় কৃষক, তাহারা নিয়মিত রূপে পরিচিত না হইয়াই অবাধে কথাবার্তা কহিতে এবং নবপরিচিত ব্যক্তির নিকট তাহাদিগের জীবনের সামান্য গুপ্ত কথা পর্য্যন্ত বলিতে সততই প্রস্তুত। আমি প্রায়ই সেই ক্রোধ সময়গুলি আনন্দ এবং অভিজ্ঞতা লাভ সহ অতিবাহিত করিয়াছি এবং কৃষকদিগের সরল সহজ জ্ঞান, সৎসভাবসুলভ সহায়তা, অর্দ্ধভাগ্যবাদিতামূলক উদাসভাব, এবং ভিন্ন দেশীয় যাহা কিছু শিক্ষা করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা দর্শনে আমি সতত আকৃষ্ট হইয়াছি। বিদেশের কথা জানিবার জন্য তাহারা বড়ই উৎসুক বলিয়া, তাহারা যেমন নানা প্রশ্ন করে, সেইমত আপনাদিগের অনেক কথা বলিয়াও থাকে, এবং যদিও তাহাদিগের প্রশ্নগুলি কোন কোন স্থলে বাস্তবতাবাহক হয়, কিন্তু সাধারণ্যে লক্ষ্যক্ৰষ্ট মনে। দেশের এই অঞ্চলে যে বিভিন্ন ফিনিস জাতীয় লোক বাস করে, আরোহীদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ তাহাদিগেরও কতক লোককে দেখিতে পাওয়া যায়; যে সকল জীবন্তবৃক্ষ, আকৃতিতত্ত্ববিদ্যার চর্চা করিতে ভাল বাসেন, তাহাদিগের নিকট ইহারা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহারা রুবীয়দিগের অপেক্ষা অনেক অল্প সামাজিকতাপ্রিয় এবং প্রকৃতি নিজে যেন তাহাদিগকে নীরবতাপ্রিয় এবং ক্রমশঃভাবরূপে নির্মাণ করিয়াছেন, অন্য পক্ষে তাহাদিগের জীবনের অবস্থা তাহাদিগকে ভীকু এবং সন্ধিহান করিয়া রাখিয়াছে। অপর পক্ষে তাতারগণ নিশ্চয়ই জীবন্তভাববিশিষ্ট এবং আনন্দপ্রদ সহযাত্রী। খুব সম্ভবতঃ সেই তাতার সহযাত্রী, হয় ফেরিওয়াল, না হয় কোন প্রকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হইবে। যে বস্তুর উপর সে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকে, তাহারই মধ্যে তাহার সমস্ত মূল বাণিজ্য দ্রব্য—তুলাজাত বিচিত্র দ্রব্য বা উজ্জ্বল বর্ণের কাপাস-বিনির্মিত ক্ষুদ্র রুমাল থাকে। সে ব্যক্তি নিজে একটা খালাৎ নামক সুদীর্ঘ তৈলাক্ত অঙ্গাবরণ পরিধান করিয়া থাকে এবং ছায়াস্থ তাপমান যন্ত্রে ৯০ ডিগ্রিতে পারদ থাকিলেও পশুতোমারূপে টুপি দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া রাখে। তাহার পার্শ্বপাশ্বে ফিনল্যাণ্ডীয় কৃষকের অঙ্গতাপ্রকাশক এবং নিরস দৃষ্টির সহিত তুলনায় তাহার ক্ষুদ্র অন্তর্ভেদী চক্ষুর প্রভাবব্যাঞ্জক চঞ্চল দৃষ্টির বিলক্ষণ অনৈক্য দেখা যায়। সেন্ট

পিটাস বর্গ, মক্কাউ—এমন কি অজ্ঞাকাণ সযত্নে অনেক বর্ণনা করিতে পারে; কিন্তু খাঁটি ব্যবসাদারের ন্যায় তাহার নিজের ব্যবসার গুণ্ড রহস্য সযত্নে নিতান্ত মৌনী থাকে। সূর্য্য অন্তগমনোন্মুখ হইলে স্রীয় সহযাত্রীগণের সহিত পোতবন্ধের একটী নির্জন স্থানে সন্ধ্যাকালীন উপাসনার্থে গমন করে। পোতস্থ সমস্ত মুসলমান এই স্থানে সমবেত হইয়া, আপনাদিগের দাড়ী কাড়িয়া স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসনে বসিয়া উপাসনা করে। সকলেই এক সময়ে একরূপ একভাবে থাকে, যেন একজন কঠোর-স্বভাব রণবিদ্যা-শিক্ষাদাতার অধীনে নূতন প্রকার রণবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

যদি সেন্টেম্বর মাসের শেষে ভ্রমণে গমন করা যায়, তাহা হইলে সেই সময়ে ব্যবসায়ীরা নিঝনি নবগরুড়ের মেলা হইতে প্রত্যাগমন করিতে থাকে, সুতরাং সেই সময়টী জীবন্তজগণ আপনাদিগের জাতব্যা যিয়স পরীক্ষা করিবার বিশেষ অ্যযোগ পাইতে পারিবেন। সে সময়ে তিনি যে কেবল ফিনল্যাণ্ডীয় এবং তাতার জাতী-কেই দেখিতে পাইবেন এমত নহে, আর্মেনিয়ান, সারকেনিয়ান, পারস্যীয়ান এবং বোখারী ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয়দিগকে—নানাবর্ণের বিচিত্র কিন্তু অচিন্ত্যকরক লোকদিগকে দেখিতে পাইবেন।

বাম্পপোত-বন্ধে যত কেন নানাবর্ণের নানা জাতীয় মনুষ্য থাকুক না, কিন্তু ভ্রমণ-কারী বুঝিতে পারিবেন যে, ভলগানদীতে চারিদিন মাত্র অবস্থান করিলেই কার্য্য-মূলক জীবন্তজগত এবং তৎসম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ যথেষ্ট হইয়া থাকে, এবং তিনি অজ্ঞাকাণে না যাইয়া, জারিটসিনে বাম্পপোত হইতে অবতরণ করিবেন। এই স্থানে তিনি দৈর্ঘ্যে প্রায় পঞ্চবিংশতি ক্রোশব্যাপী রেলওয়ে দেখিতে পাইবেন, ইহা ভলগার সহিত ডনের সংযোগ সাধন করিতেছে। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই ইহাকে রেলওয়ে অর্থাৎ লৌহবন্ধ বলিতেছি, ট্রেন অর্থাৎ বাম্পরথপ্রণী বলিতেছি না। কারণ এখানে সপ্তাহে কেবল দুইবার মাত্র বাম্পরথ যাতায়াত করে, সুতরাং যদি আপনি প্রথমগামী বাম্পরথারোহণে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলে আপনাকে দ্বিতীয় ট্রেন পাইবার জন্য প্রায় তিনদিন কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। সাবধানী এবং অসবল ব্যক্তির সাধারণ পথ দিয়া গমন করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন; এবং তাঁহারা ভালই করিয়া থাকেন, কারণ আমার বিশ্বাস যে, এই রেলওয়েটী সমস্ত যুরোপের মধ্যে নিতান্ত জঘন্য বলিয়া অবিবাদনীয় রূপে সম্মানিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল জিনিসই প্রথমে দেখিতে যেরূপ ভয়াবহ বোধ হয়, কার্য্যতঃ তত দূর নহে, এখানে আমরা এই নীতি প্রয়োগ করিতে পারি। এখানকার গাড়ীর বিচিত্র শব্দ এবং ঝাঁকানি, সহজভয়চঞ্চল ব্যক্তির পক্ষে স্বভাবতই ভয়প্রদ হইতে পারে। কিন্তু অপর সাধারণ মনুষ্য সহজেই স্রীয় চিন্তকে স্থস্থির রাখিতে পারেন, কারণ গাড়ী এত ধীরগামী যে, গাড়ী লৌহবন্ধের বাহিরে পড়িলে, একটা আমোদজনক ঘটনা বলিয়া গণ্য হয়, এবং যদি পরস্পর ছুইখানি গাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষণ হয়, তাহা হইলেও তাহার ফল তত গুরুতর শোচনীয় হয় না।

এই অর্জুনাপ্রাণিক ট্রেণ কালাক নামক স্থানে উপনীত হইবার কিছুক্ষণ পূর্বে এক খানি বাষ্পভরী নদীর মোহানায় সংস্থিত রষ্টক নামক স্থানান্তিমুখে গমন করে। ভলগা অপেক্ষা ডন নদীতে জলযাত্রা করা সমধিক বিপদজনক। নদীটা নিত্যন্তই অগভীর, বালুময় চর অবিশ্রান্ত স্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে, সুতরাং দিনের মধ্যে অনেক বারই বাষ্পপোত চড়ায় আটকাইয়া যায়। এক এক সময়ে কেবলমাত্র এঞ্জিন পশ্চাদিকে চালাইলেই উদ্ধার লাভ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এক্রূপে আটকাইয়া যায় যে, তখন এঞ্জিনের সাহায্য করিতে হয়। এক বিচিত্র উপায়ে এই কার্য সাধিত হয়। কাপ্তেন অর্থাৎ কর্ণধার, সর্বদাই কতিপয় দীর্ঘাকার কোসাককে বিনা ভাড়ায় পোত মধ্যে লইয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদিগের সহিত এই বন্দোবস্ত থাকে যে, তিনি যে সাহায্য চাহিবেন, তাহাদিগকে সেই সাহায্য করিতে হইবে; অতএব বাষ্পপোত চরে আটকাইবামাত্রই তাহাদিগকে মোটা কাচি লইয়া জলে ঝম্প দিয়া বাষ্পপোতকে টানিয়া আনিতে আজ্ঞা দেন। এ কাজটী বড় শ্রুতের নহে, বিশেষতঃ সেই দীনব্যক্তির পোতের উদ্ধার সাধনের পর আপনাদিগের পরিধেয় বেশ পরিবর্তন করিতে পায় না; কিন্তু তাহারা বিনা অঙ্ক-যোগে ঔৎসুক্যের সহিত সেই আজ্ঞা পালন করে। দেখা যায় যে, কোসাকেরা শীত এবং বাতরোগ কাহাকে বলে তাহা জানে না।

সবিশেষরূপে গ্রাহ্য ভূগোল গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এই ডন নদী, যুরোপের প্রধান প্রধান নদী সমূহের মধ্যে অন্যতর বলিয়া বিবৃত; এবং ইহার দীর্ঘতা এবং প্রস্থতা ইহাকে সেরূপে গণ্য করিবার উপযোগী করিতেছে বটে, কিন্তু ইহার অনেক স্থানের গভীরতা ইহার দীর্ঘ-প্রস্থতার সহিত তুলনায় হাস্যজনক। আমার স্মরণ হইতেছে, এক দিন আমি দেখিয়াছিলাম, এক খানি বিস্তৃততলবিশিষ্ট বৃহৎ বাষ্পপোতের কর্ণধার হঠাৎ পোতের গতি হ্রাস করিয়া দিলেন, কারণ দেখা গেল যে, এক জন অস্বারোহী পুরুষ নদীর সেই মধ্যস্থলে সেই পোতের গল্বের মধ্য দিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া পার হইয়া যাইতেছে, পাছে সেই মল্লযাটী মারা যায়, এই জন্তই গতি হ্রাস করা হয়। আর এক দিন আর একটী এইরূপ বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক জন কোসাক, নদীর যে স্থানে পোত হইতে অবতরণ করিবার জন্ত নির্মিত ঘাট ছিল না, সেই স্থানে সে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাহাকে জানান হইল যে, এখানে নামাইয়া দিবার কোন উপায় নাই, তখন সে অবলীলাক্রমে পোত হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক হাটিয়া ভীরে গিয়া উঠিল। নদীর কোন স্থানে গভীর জল এবং কোন স্থানে বালুময় চর আছে, ইহা যিনি বিশেষরূপে অবগত নহেন, তাঁহাকে এক্রূপে সহজে অবতরণ করিবার জন্য অস্বরোধ করা যাইতে পারে না।

যে সকল কোসাক, বাষ্পপোত সমূহকে বালুময় চর হইতে সরাইয়া আনে, তাহারা অবশ্যই বিশেষ কার্যোপযোগী লোক, এবং বিনা ভাড়ায় লইয়া যাইবার

তাহারা সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র । তাহারা এবং তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত বনী সহযাত্রীগণ—
যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই প্রিয় এবং আর্থ-
নীয় সহযাত্রী । তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের নিজের অভিজ্ঞতানুসারে
সহজ এবং অল্পজ্বলভাবে অনিয়মিত যুদ্ধকাণ্ডের উদ্ভেজক কাহিনী বিবৃত করিতে
পারে ; এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বুদ্ধ, তাহারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অনেক
অপ্রকাশিত কোতূহলজনক ঘটনাবলী বলিতে পারে । যদি সে সময়ে তাহাদিগের
বর্ণনা করিবার অভিলাষ প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাদিগের আদিম
কালের স্মার প্রচলিত সামান্য রসদাঁড়ির বিষয়ে দুই একটা গুপ্তকথা তাহাদিগের মুখ
হইতে বাহির হইতে পারে—এসমক্ষে আমি ভবিষ্যতে যথাস্থানে কিছু বলিব ।
তাহারা বিশ্বাসী হউক বা না হউক, যে ভ্রমণকারী তাহাদিগের ভাষা জানেন, তিনি
যে পথে যে প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতেছেন, সেই অচিন্তাকর্ষক প্রদেশের প্রতি
অনিমেয় নয়নে বৃথা দৃষ্টিদান অপেক্ষা তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে
আনন্দে যাইতে পারেন ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ডন নদীর বাষ্পপোত সন্থ আর এক প্রকার নিভান্ত আপত্তি-
জনক বহল যাত্রীকে বিনা ভাড়ায় লইয়া গিয়া থাকে, তাহারা যে কেবল পোতবক্ষে
অবস্থান করে, এমত নহে, পোত-কক্ষ মধ্যেও স্বেচ্ছাক্রমে প্রবিষ্ট হয় এবং সূক্ষ্মচর্য ভ্রমণ-
কারীদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত দান করে । ইংলণ্ডের যে জীবশ্রেণী অপরিষ্কার আবর্জ-
নারক্ষাকারীদিগকে দণ্ড দান করিয়া, তৎকার সেনিটারি কমিশনের অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষক-
দিগের সহায়তা করে, এখানকার এই চঞ্চল রক্তপিপাসুগণ সেই শ্রেণীর জীব কি
না, আমার প্রাকৃতিক ইতিহাস-জ্ঞান এমত নাই যে, তাহার মীমাংসা করি । কিন্তু
আমি ইহা বলিতে পারি যে, সৃষ্ট জীবের প্রতি ইহাদিগের কর্তব্যতা, মূলতঃ সেই
একবিধ এবং ইহারা প্রাণসার অত্যন্ত তেজস্বিতা এবং উদ্যমের সহিত সেই কর্তব্য
পালন করে । তাহাদিগের বিরক্তিকর ব্যবহার হইতে আমি স্তম্ভ যুক্তি প্রাপ্ত
হওয়ায়, এবং জীবতত্ত্বসম্বৃত কোতূহল সন্মুখে সম্পূর্ণ উদাস থাকায়, আমি যদি
একাকী থাকিতাম, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্যও রাখিতাম
না, কেবল অন্নভাগ্যবান মনুষ্যদিগের দ্বারা আমি ইহাদিগের অস্তিত্ব স্মরণ করিতে
বাধ্য হইতাম, এবং ইহাদিগের দ্বারা চেতনাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের আর্তনাদে যেন
সেই অস্তিত্ব দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইত । আমাদের গন্তব্য স্থানের শেষ স্থলে
আগিলে, আমি সেই রজনী পোতবক্ষে অতিবাহিত করিবার জন্য অহুমতি প্রার্থনা
করি এবং দেখি যে, কর্ণধার, আশ্রয়ের সহিত তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থনা পূরণ
করিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার স্বভাবের উপযোগী নহে । পরদিন প্রাতে
সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া যায় । আমাকে সচ্ছন্দতাজনক পোত-কক্ষ মধ্যে রজনী
অতিবাহিত করিতে দেওয়া হইল বলিয়া, আমি যখন ধন্যবাদ দান করিতে আরম্ভ
করিতাম, তখন আমার আতিথেয় (কর্ণধার) উচ্চহাস্ত সহকারে আমাকে বাধা দান

করিলেন, এবং বলিলেন যে, বরং তিনিই আমার নিকট বাধিত হইলেন। কৃত্রিম গভীর ভাব ধারণ করিয়া তিনি বলিলেন, “আপনি দেখিলেন, সর্বদাই আমার পোতে বহুল অশারোহী থাকে, এবং যখন আমি পোতকক্ষে একাকী নিদ্রা যাই, তখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আমাকে আক্রমণ করে, অতঃপক্ষে যদি অপর কেহ আমার সহিত সেই কক্ষে নিদ্রা যান, তাহা হইলে, তাহারা দুই দলে বিভক্ত হয়। অতএব দেখুন, আপনি অজ্ঞাতসারে একটি বীরের কার্য্য করিয়াছেন, এবং আমাকে আপনার নিকট দৃঢ়রূপে বাধ্য করিয়া দিয়াছেন।” যদি ইহা আতিথ্য সংগোপনের সরল উপায় হয়,—আমি ইহা কতক সন্দেহও করিয়াছিলাম, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা সহজ উপায়ই বটে, কিন্তু নির্খুঁত ভদ্রতা ডনের বাষ্পপোতের অধ্যক্ষের নিকট অপেক্ষা স্পেনের নিয়ন্ত্রণীর সম্ভ্রান্তলোক-দিগের নিকটই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

আজক সমুদ্রের কতকগুলি বাষ্পতরীর নিদ্রা-কক্ষে ইহাদিগের অপেক্ষা আরও বিরক্তিকর অনাহুতদিগের দ্বারা নির্জনতা ভঙ্গ হইয়া থাকে—তাহারা ইন্দুর। কারচ নামক বাষ্পতরীতে যে আমি অতি অল্প দিনের জন্ত যাত্রা করি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, এই বিরক্তিকর আগন্তকেরা তরীর নিম্নতলে এতদূর উত্থাপ্ত করিয়া তুলে যে, দ্বীপাদ্বীপ সে স্থান ত্যাগ করিয়া, পোতবক্ষস্থ কক্ষে নিদ্রাগমনের অসুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থার পর আমাদিগের—পুরুষগণের প্রতি আমাদিগের সেই যাতনাদায়কগণ দ্বিগুণ মনোযোগ দান করিতে থাকে। একদা অতি প্রত্যুষে শয্যায় শয়িতাবস্থায় জাগরিত হইয়া দেখি, আমার বক্ষের উপর দিয়া কি যেন দৌড়াইয়া যাইতেছে, আমি তখন প্রতিশোধ দানের উপায় স্থির করিতে লাগিলাম। আমি তখন ইহাই সম্ভব মনে করিলাম যে, যদি আর একবার আগমন করে, তাহা হইলে ঠিক উপযুক্ত সময়ে ইন্দুরটাকে ধরিয়া কক্ষের উর্দ্ধদিকে একরূপ সজোরে ফেলিয়া দিব যে, সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত পাইবে। শীঘ্রই আমার সেই কল্পনাটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর পাইলাম। শয্যার তলপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র মশারির উন্মোচিত অংশের দ্বারা কক্ষের স্তম্ভে জানা গেল যে, ইহাই ভিতরে প্রবেশের সোপান স্বরূপ। আমি সম্পূর্ণ ধীরভাবে চূপ করিয়া রহিলাম, বন্দুক হস্তে একটা পশু শিকার জন্য যেমন মনঃসংযোগ করিয়া প্রতীক্ষা করি, ঠিক সেই ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার মনের ভাবটা যেন সে জানিতে পারিয়াছে, এবং এই পরীক্ষায় বিশেষ প্রাণসার সহিত অভিনয় করিতে অভিলাষী হইয়া, ইন্দুরটা আমার শয্যার মধ্যে প্রবেশ পূর্বক আমার পায়ে উপর উপবিষ্ট হইল। পর মুহূর্ত্তেই উর্দ্ধপথে সেটা নিক্ষিপ্ত হইল। প্রথমতঃ কক্ষের উর্দ্ধতলে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হইল, এবং পরক্ষণে মেজের উপর একটা পতন শব্দ হইল। ইন্দুরটা কত দূর আঘাত পাইয়াছিল, আমি তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই, কারণ আঘাতপ্রাপ্ত ইন্দুরটার যথেষ্ট

ধৈর্য্য এবং বল থাকায় পলায়ন করে। কক্ষের অন্য দিকে যে ভব্রলোকটি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই পতন শব্দে তিনি আগ্রস্ত হইয়া, যাহাতে আমি আর এরূপ পরীক্ষা না করি, তজ্জন্য প্রত্ৰিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, এই বিরক্ত-কারীদিগের প্রত্ৰি হস্তক্ষেপ করিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন, এবং অন্য ব্যক্তির ইচ্ছুরক্ষে তাঁহার শয্যার উপর নিক্ষেপ সম্বন্ধে তিনি প্রবল আপত্তি করেন।

এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষদিগের নিকট অন্বেষণ করিলে কোন ফল দর্শে না। পোত-বন্ধে কর্ণধারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে, যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা পরিব্যক্ত করি এবং আরোহীদিগকে এরূপে বিরক্ত হইতে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রবলরূপে আপত্তি করি। ধীরভাবে আমার কথাগুলি শুনিয়া, আমার অন্বেষণের উপর কিছু মাত্র দৃষ্টি না দিয়া, অন্মানবদনে তিনি বলিলেন, “হা! ইহা অপেক্ষা আমি সকালে ভালই করিয়াছি,—আমি ইন্দ্ৰটাকে আমার কবলের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই, এবং তাহার পর চাপিয়া মারিয়া ফেলি!”

রেলওয়ে এবং বাসপতরী সম্বন্ধে অনেক প্রাথমীয় অভাব থাকিলেও হোটেল বা সরাইয়ের কুবন্দোবস্ত প্রায়ই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিপ্লব উপস্থিত করিয়া দেয়; কিন্তু এই বিপ্লব ক্রমশঃ আবশ্যক মত হইয়া থাকে। বিদেশীয় হোটেলরক্ষকদিগের পক্ষে অবশ্য এখানে আগমন করিয়া আদর্শ প্রদর্শন করা উচিত; উপযুক্ত বাটী সকল অবশ্য নিৰ্ম্মাণ করা কর্তব্য; ভূত্য়দিগকে অবশ্যই নিয়মিতরূপে স্বকার্যে শিক্ষিত করা বিহিত; এবং সর্বোপরি এ দেশীয় ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে সভ্যসমাজের আচার ব্যবহার শিক্ষা করা কর্তব্য। রুবীয়ায় এই বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, এবং এখনও ইহা কোন প্রকারে সর্বাঙ্গসম্পন্ন হয় নাই। নগর সমূহের মধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, এবং অডেসায় অধিকাংশ বিদেশীয় সমবেত হইয়েন, এবং তথাকার হোটেল সমূহ পশ্চিম যুরোপের হোটেলের সহিত তুলনায় সমতুল হইতে পারে, এবং কতকগুলি প্রদেশীয় প্রধান নগরেও উৎকৃষ্ট হোটেল পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু যাহাতে প্রধান প্রধান গন্তব্য পথে পশ্চিম-যুরোপীয়গণ স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পারেন, এরূপ উৎকর্ধমূলক ব্যবস্থা করিতে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যাহাকে আমরা স্বচ্ছন্দতা লাভের প্রথম এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় লক্ষণ জ্ঞান করি, তাহা আজিও তুল্ভ বাণিজ্য জীব্যের স্থায় রহিয়াছে, এবং যতই কেন ব্যয় করা যাউক না, তাহা প্রায়ই সংগ্রহ করা য্য় না।

এমন কি উত্তম হোটেল সমূহে—যে গুলি অকৃত্রিম রুবীয় প্রণালীতে চলিত, সেগুলিতেও এমন কতকগুলি বিচিত্রতা আছে, যাহা তাহাদিগের পক্ষে আপত্তি-জনক না হইলেও বিদেশীয়ের পক্ষে তাহা বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। আপনি সেরূপ কোন একটি হোটেল অবতরণ করিলে, প্রথমতঃ অনেকগুলি ঘর আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, এবং কোন ঘরের কত ভাড়া তাহা জিজ্ঞাসা করিতে

হইবে। আপনি কোন একটা উপযোগী ঘর নির্দেশ করিয়া দিলে, যদি আপনি পরমিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, হোটেলের অধ্যক্ষ সে ভাড়া চাহিবেন, আপনি তদপেক্ষা অনেক কম ভাড়া দিতে চাহিলে, ভালই করিবেন। দর দস্তুর বিষয়ে যদি আপনার যোগ্যতা থাকে, তাহা হইলে, সাধারণ্যে দেখিতে পাইবেন যে, প্রথমে যে ভাড়া চাহিয়াছিল, তাহাপেক্ষা অনেক কম ভাড়ায় সেই ঘর পাওয়া যাইতে পারে। কত ভাড়ায় স্থির হইল, তৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ বাহাতে না থাকে, এরূপ চুক্তি শেষ করিয়া লইতে আপনাকে অবশ্য সতর্ক থাকিতে হইবে। হয় ত আপনি মনে করিতে পারেন যে, এক খানা গাড়ী ভাড়া করিলে, যেমন আর কোন ভাড়া না দিয়া ঘোড়াও পাওয়া যায়, সেই মত একটা শয়ন-কক্ষ ভাড়া লইলে, শয্যা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেরূপ মনে করা সকল সময়ে ন্যায়সঙ্গত হইবে না। হোটেলের অধ্যক্ষ হয় ত আর কিছু অতিরিক্ত ভাড়া না লইয়া আপনাকে এক খানা পল্যক দিতে পারে, কিন্তু যদি সে বিদেশীয় প্রাণী হইতে অভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কখনই আপন ইচ্ছামত আপনাকে বিছানার চাদর, বালিশ, কশল, এবং তোয়ালে দিবে না। সে ভাবিবে যে, আপনি সেই সমস্ত জিনিস সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, এবং যদি তাহা না লইয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহার নিকট হইতে আপনি যে যে জিনিস ব্যবহার জন্য লইবেন, তাহার ভাড়া দিতে হইবে।

এই প্রাচীন প্রথাটি কতকগুলি ক্লবীয়কে এরূপ এক প্রকার বিচিত্র অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত করিয়াছে যে, সে অবজ্ঞা আমরা জানিই না। হোটেলের বিছানার চাদর, কশল এবং তোয়ালে,—যাহা একপক্ষে বলিতে গেলে সাধারণের সম্পত্তি, তৎসমস্ত ব্যবহার করিতে (আমরা যেমন অপরের পরিহীত বেশ পরিধান করিতে প্রবল আপত্তি করি সেই মত) ইহার অত্যন্ত আপত্তি করিয়া থাকে। এবং যে সকল ব্যক্তি ক্লবীয়রূপে জন্মগ্রহণ করে নাই, এই ভাবটী তাহাদিগের মধ্যেও পরিবর্তিত হইতে পারে। আমার নিজের পক্ষে স্বীকার করি যে, যুরোপের প্রাণী অবলম্বন করিতে গেলে একটা অকুচিকর ভাবের উদ্দীপনা হইবে, ইহা আমি পরিজ্ঞাত আছি। এই অবজ্ঞা জ্ঞাপন যে, বাস্তবিক স্বাভাবিক তাহা নহে, কিন্তু আমরা যেরূপ প্রথা অত্যন্ত, ইহা তাহার ফল, এবং ইহা সহজেই বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে।

শয়ন-কক্ষের এই বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া, পাওয়া প্রথমে যেরূপ অসুবিধাজনক বিবেচিত হয়, বাস্তবিক তত অসুবিধাজনক নহে। শীতকালে ক্লবীয়ায় শয়ন-কক্ষ সর্বদাই উষ্ণ রাখা হয়, সুতরাং একখানা পাতলা কশল (যাহা রেলগাড়ীতেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে) থাকিলেই যথেষ্ট, অতঃপক্ষে বিছানার চাদর, বালিশের উয়াড় এবং তোয়ালে ভ্রমণকারীর বাস্তব মध्ये সহজেই ধরিতে পারে। বালিশটাই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু বায়ু-বালিশে (বালিশের শূন্য

খোলের মধ্যে বায়ু পুরিলে তাহা ক্ষীত হইয়া বালিসের মত হয়) সর্বদাই এক প্রকার অকৃতিকর দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে । কিন্তু রুযীয়াগণ এই বৃহৎ বালিস ব্যবহার করিতে বিশেষ অভ্যস্ত । এক্ষণে এদেশের যে যে অংশে রেলওয়ে বিস্তৃত হয় নাই, বা পাকা রাস্তা নির্মিত হয় নাই, সেই সেই স্থানের লোকেরা শ্রিংশুভ শকট বা যানযোগে ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেই শকট বা যানের আন্দোলনহুত্রে বাহাতে শরীরে আঘাত না লাগে বা হাত পা ভাঙ্গিয়া না যায়, তজ্জন্য বড় বড় ডাকিয়া বা বালিস নিত্য প্রয়োজনীয় হয় । এখানকার রেলওয়ে সমুহের—ভলগার সহিত ডনের যে রেলওয়ে সংযোগ সাধন করিতেছে, অবশ্য সেই কলঙ্কিত রেলওয়ে ব্যতীত—গাড়ীগুলির আন্দোলন বা সংঘর্ষণ এতদূর মারাত্মক নহে; যাহার জন্য উক্ত প্রকার নিবারক ঔষধের প্রয়োজন; কিন্তু অরক্ষণশীল রুযীয়ায় যে অবস্থাহুত্রে যে প্রথা স্থাপিত হয়, সে অবস্থা বিদূরিত হইলেও সে প্রথা কিন্তু সহজে যায় না, সুতরাং আপনি প্রত্যেক রেলওয়ে স্টেশনেই দেখিতে পাইবেন যে, আমরা যেমন গাজা-চ্ছাদনী এবং উষ্ণাষ-বান্ধ লইয়া যাই, সেইমত কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই বালিস লইয়া যাইতেছে । একজন পাণ্ডী রুযীয়া বণিক যিনি, সচ্ছন্দতা লাভ এবং প্রাচীন প্রথা রক্ষা করিতে ভাল বাসেন, তিনি নিজের সঙ্গে একটা পোটমাটো (ভ্রমণকারী দিগের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাহার মধ্যে থাকে) না লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু একটা বালিস যে তাঁহার ভ্রমণের একটা অপরিহার্য্য দ্রব্য ইহা তিনি জ্ঞান করেন ।

এখন হোটেলে প্রত্যাবর্তন করা যাউক । হোটেলের অধাক্ষের সহিত আপনার চুক্তি শেষ হইয়া যাইলে, আপনি দেখিবেন যে, আপনার সঙ্গে যদি ভূতা না থাকে, তাহা হইলে হোটেলের ভূতা আপনার পরিচ্ছদাগারের ভূতোর কাজ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে । সেই ভূতাকে আপনার অতিরিক্ত সহায়তা করিতে দেখিয়া অশ্চর্য্যাবিষ্ট হইবেন না, কারণ সে ভাবে যে, আপনার দেহের চারি অংশের তিন অংশে বুদ্ধি পক্ষাঘাত হইয়াছে । পূর্বে প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন রুযীয়ার সহিত সর্বদাই একজন করিয়া ভূতা থাকিত এবং তিনি সঙ্গেশু নিজে কিছুমাত্র করিতেন না, ভূতের দ্বারা যাহা কোনমতে হইবার নহে, কেবল সেই কাজটী করিতেন । আপনি দেখিতে পাইবেন যে, কক্ষ মধ্যে একটা ঘণ্টা নাই, * নিম্নতলের শোকদিগের সহিত খবরা-খবর চালাইবার কোন প্রকার যান্ত্রিক উপায়ও দেখিতে পাইবেন না । ভূতা সর্বদাই নিকটবর্তী থাকে বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা, এবং উত্থান পূর্বক ঘণ্টা বাজান অপেক্ষা ভূতাকে আহ্বান করা সহজসাধ্য বিবেচিত হয় । অতি প্রাচীনকালে এই প্রথা অবশ্যই স্বাভাবিক ছিল । সঙ্গতিপন্ন রুযীয়াদিগের সচরাচর বহুসংখ্যক সাংসারিক কার্যে নিযুক্ত অধীন দাস থাকিত, সুতরাং প্রভু যখন ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন প্রভুর সহিত তাহাদিগের মধ্যে দুই একজনের না যাইবার কোন কারণ থাকিত না ।

* যুবোপে প্রভুদিগের কক্ষে ক্ষুদ্র ঘণ্টা থাকে, তাহা বাজাইলেই ভূতা, প্রভুর নিকটে উপস্থিত হয় ।

ট্রান্সিল নামক যানে একজন অতিরিক্ত আরোহী লইয়া বাইলে, ব্যরও কিছু বুদ্ধি হইত না, অথচ ভ্রমণকালে যে কিছু অনিবার্য অসুবিধা ঘটতে পারে, তাহা সন্মতিক্রমেই নিবারিত হইত। কিন্তু সে সময় এখন পরিবর্তিত হইয়াছে। পঞ্চদশবৎ অতীত হইল, কৃষ-সম্রাটের ঘোষণাপত্র মত রুবীয়ার সাংসারিক ক্রীতদাস গণ সম্পূর্ণরূপেই স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বাধীন ভূত্যাগণ বেতন চাহে; এবং অন্যপক্ষে রেলওয়ে বা বাষ্পপোতে একখানি টিকিট কিনিলে, তদ্বারা অল্পচরকেও সঙ্গে লইয়া যাওয়া যায় না। সেই কারণেই বর্তমান বংশধরগণ অবশ্যই অতি সামান্যসংখ্যক ভৃত্য লইয়া সংসার চালাইয়া থাকেন, এবং পূর্বে ক্রীতদাসগণ যে সকল কার্য সাধন করিত, ইহারা এক্ষণে নিজ হস্তে সেই সকল কার্য করিতে অবশ্যই অভিযান করেন। যে সকল ভদ্রলোক অন্য অবস্থায় অন্যরূপে অভ্যস্ত হইয়াছেন, আজিও তাঁহারা নিজে স্ব স্ব বেশ ভূত্বের সাহায্য ব্যতীত পরিধান করিতে বা উন্মোচন করিতে পারেন না ইহা ভাবিয়া, কক্ষমধ্যে একজন করিয়া পরিচারক, ভূত্যাগণে কার্য করিবার জন্য উপস্থিত থাকে। আরও আপনি অতি প্রত্যাশে এক প্রকার বিরক্তিকরক উপায়ে জানিতে পারিবেন যে, প্রাচীন রীতির আর এক অংশ এখনও সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। উদাহরণরূপ আপনি হয়ত শুনিতে পাইবেন,—“ক্ষুদে পিটার, ক্ষুদে পিটার, এক পাত্র জল !” শব্দটী এরূপ বজ্রনাদে করা হয় যে, তাহাতে কুন্তকর্ণেরও * নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

প্রভাতে আপনার প্রাতঃকৃত্য এবং পরিচ্ছদ পরিধান কার্য শেষ হইলে, আপনি চা আনিতে অনুমতি দান করিলে—রুবীয়ায় সকলেই চারজন্য অনুমতি দিয়া থাকেন—আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আপনার নিজের চা এবং চিনি আপনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন কি না? আপনি যদি অভিজ্ঞ বা ভুক্তভোগী পর্যটক হয়েন, তাহা হইলেই আপনি স্বীকারব্যঞ্জক উত্তর দিতে পারিবেন, কারণ এখানে কেবল মাত্র কয়েকটী খ্যাতনামা দোকানেই উত্তম চা কিনিতে পাওয়া যায়, কোন হোটেলেই পাওয়া যায় না। একটা বৃহৎ বাষ্পাঙ্গীর্ণকারী চা গরম করিবার উনান (যাহা এখানে “সামোভার” অর্থাৎ “স্বতঃ উষ্ণকারী” নামে বিদিত) গৃহমধ্যে

* ইংরাজিতে এই স্থলে Seven Sleepers অর্থাৎ সাত জন নিদ্রিতের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, এমত লেখা আছে, কিন্তু এদেশের উপযোগী বলিয়া, এখানে কুন্তকর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হইল। Seven Sleepers কথার অর্থ এই যে, ইফিসসের ৭ জন যুবক ডিসিয়ান উপদ্রব অত্যাচারের সময় শিলিয়ান পর্বতের গুহায় পলায়ন করেন। প্রবাদ যে, তাঁহারা ২০০ বর্ষ পরে সেই গুহামধ্যে জাগ্রতি হইয়া, অবিলম্বেই মরিয়া যান, এবং তাহাদিগের মৃতদেহ একটী বৃহৎ পাষাণ-নির্মিত শবাধারে মাসেলিস সহরে নীত হয়। তাহা ভিকারস্ চার্লস নামক ভজনালয়ে স্থাপিত দৃষ্ট হয়। সেই সাত জনের নাম—কনষ্টান্টাইন, ডাইওনিয়সিস, জন, মাক্সিমিয়ান, মালথাস, মার্টিনিয়ান, এবং সিবাগিয়ান। “তাঁহারা জগদীশ্বরে নিদ্রাবিভূত হয়” অর্থাৎ মরিয়া যান, প্রাচীন এই কথা হইতে এই শব্দটির বৃষ্টি।—অমুবাদক।

নীত হইবে, এবং আপনি খীয় ইচ্ছামত চা প্রস্তুত করিয়া লইবেন । আপনি অবশ্যই জানেন যে, টাঙ্কলার নামক পানপাত্রকে চা-পানপাত্ররূপে ব্যবহার করিতে হইবে, এবং সেই পাত্রে চা পূর্ণ করিলে, সহজেই আপনার অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ দখ করা যাইতে পারিবে । যদি আপনার সমভিব্যাহারী বাক্সের মধ্যে কোম প্রকার ভোজ্য বা পানীয় পদার্থ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহা বাহির করিতে আপনি দ্বিধা করিবেন না, কারণ আপনি হোটেল হইতে সে সময়ে খাওয়াদি ক্রয় না করায়, হোটেল-পরিচারক কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা আশ্চর্য্যাবিত হইবে না । * সেই “সামোভারের” জন্য আপনি পঞ্চবিংশতিটি কেপেক মুদ্রা দিলে, তৎসহ চাদান, টাঙ্কলার, ক্ষুদ্র পেয়ালা, চামচ, এবং পরিত্যজ্য অব্যবহার্য্য চা রাখিবার পাত্রও পাইবেন, ইহাকে বগীয় উক্তি মত “প্রিবর” কহে, আপনি এতৎ সম্বন্ধীয় অন্য যে কোন ব্যয়দান হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন ।

এই প্রকার এবং এই শ্রেণীর অন্তবিধ প্রাচীন প্রথার অবশিষ্ট অঙ্গগুলি এক্ষণে ক্ষুণ্ণগতি অদৃশ্য হইতেছে, এবং আর কয়েক বর্ষের মধ্যেই এগুলি অতীতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে—কেবল দূর দূরান্তরে কোন কোন স্থানে হয় ত তখনও এপ্রথা দৃষ্ট হইবে, এবং সমাজের বিলুপ্ত প্রাচীন রীতিনীতি-পুস্তকে এগুলি বিবৃত হইতে থাকিবে, কিন্তু পশ্চিম-মুরোপে বিদিত নগরগুলির উৎকৃষ্ট হোটেল এই প্রথা দৃষ্ট হইতেছে ।

এই প্রকার প্রাচীন রীতি নীতি এবং প্রথার অধিকাংশই এবং বিশেষতঃ পর্য্যটনের প্রাচীন প্রণালীর সেই আদিম নির্ম্মগতা পূর্ণরূপে এদেশের সমধিকাংশ স্থলেই প্রচলিত রহিয়াছে, ইহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায় । যদিও গত বিংশতি বর্ষের মধ্যে রেলওয়ে বা লৌহপথ নির্মাণ কার্য্য সমধিক উচ্চতর সহিত সমাধা করা হইতেছে, কিন্তু অনল-অশ্ব (রেলওয়ে) আজিও ইউরাল পার হইয়া নাই ; এবং যাহাকে সিস-ইউরেলিয়া প্রদেশ (ইয়ুরাল পর্ব্বতের পরবর্ত্তী অংশ) বলা যায়, সেখানে এখনও এত বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে, যাহার এক এক খণ্ড ইউনাইটেড কিংডম (গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ড) অপেক্ষা অত্যন্ত বড়—বাঙ্গীয় যন্ত্রের গভীর বংশীধ্বনির দ্বারা সেখানকার সেই প্রাচীন কালের নীরবতা আজিও ভঙ্গ হয় নাই, এবং পথ সমূহ আজিও সেই প্রাচীন কালের অবস্থায় বিরাজমান । এমন কি মধ্যপ্রদেশে এক ব্যক্তি শত শত ক্রোশ ভ্রমণ করিলে, এমন কোন পদার্থ দেখিতে পাইবেন না, যদ্বশ্চৈ ম্যাকাডামের নাম * স্মৃতিপথে উদয় হইবে ।

যদি সর্ব্বজন-বিদিত জনরব বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ড নামক উচ্চ প্রদেশের কোন এক স্থানে একটা টারনপাইকের +

* Macadam ম্যাকাডাম নামক এক ব্যক্তি খোয়ার দ্বারা পথ নির্মাণ-প্রথা প্রথমে প্রচলন করেন ।—অনুবাদক ।

+ ভিতরে বাহ্যতে পথাদি যাইতে না পারে, কেবল মনুষ্যে যাইতে পারে, এজন্য প্রবেশ পথে যে একটা ঘূর্ণ্য দণ্ডের উপর চক্রাকারে কাষ্ট বা লৌহদণ্ড শায়িতভাবে স্থাপন করা হয়, তাহাকেই টারনপাইক বলে ।—অনুবাদক ।

ধারে একটি বৃহৎ পাষাণ প্রোথিত এবং তাহার গাত্রে যে অমূল্য কবিতাটি খোদিত আছে, তাহার অর্থ এই যে, “এই পথ নির্মিত হইবার পূর্বে যদি আপনি এই পথ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে উর্ধ্বে হাত তুলিয়া, জেনেরল ওয়েডকে আশীর্বাদ করুন।” যে কোন শিক্ষিত চরাজ এই বিচিত্র অর্থবোধক কবিতা পড়িয়া, স্বভাবতই বলিবেন যে, “নির্মিত হইবার পূর্বের পথ” কথাটা যুক্তিসূচ—সম্ভবতঃ ইহা আয়াল্যাও হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ; রুবীয়ার আমার পর্দাটন কালে আমি প্রায়ই তাহা দেখিয়াছি যে, এই কথাটা যদিও যুক্তিসঙ্গত নহে, কিন্তু নিকট শ্রেণীর প্রয়োগ সুবিধার জন্ত অল্পমতিদায়ক বিধির দ্বারা আইনসঙ্গত করা যাইতে পারে। সত্য কথা এই যে, যেমন ফরাষীরা বলিবে, যে “এখানে পথ সকল এবং পথ সকল আছে”—নির্মিত পথ, এবং অনির্মিত পথ, কৃত্রিম পথ এবং স্বাভাবিক পথ আছে এখানেও সেই মত। এক্ষণে রুবীয়ার পথ সকলের মধ্যে প্রায় সমস্তই অনির্মিত, স্বাভাবিক, এবং সেগুলি স্বভাবতই এত রক্ষণশীল যে, বহু শতাব্দী পূর্বে সেগুলির মূর্ত্তি যেমন ছিল, বর্তমান কালেও ঠিক সেই মতই আছে। কাল্পনিকচিত্ত ব্যক্তি-দিগের চক্ষে সেগুলিতে “ঐতিহাসিক ঘটনাবলী-সংশ্রবযুক্ত মুগ্ধকর মোহময়” আছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। কয়েক পুরুষের মধ্যে সেই পথগুলিতে এই এক মাত্র দৃশ্যমান পরিবর্তন হয় যে, চাকার দাগগুলি স্থানান্তরিত হইয়া যায়। যখন সেই দাগগুলি এত গভীর হইয়া পড়ে যে, তন্মধ্যে গাড়ীর অপ্রভাণীয় চাকাগুলি পড়িলে, আর উঠিতে পারে না, তখন সেই চাকাগুলির প্রাচীন দাগের দক্ষিণে বা বামে পুনরায় নূতন এক জোড়া চাকার দাগ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা আবশ্যক হয়, এবং এই পথগুলি সাধারণে এত বিরাটকায় যে, উক্ত কার্ণের জন্ত স্থান সংগ্রহের কোন বিষয় ঘটে না। প্রাচীন গভীর চিহ্নগুলি কিরূপে ভরাট হইয়া যায়, আমি তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু আমি যখন এদেশের কোন স্থলেই একজন মাত্র মনুষ্যকেও পথ সংস্কার করিতে দেখি নাই, তখন আমি স্থির করিতেছি যে, মনুষ্যের সাহায্য না লইয়া হিতসাধিনী প্রকৃতি নিজে যে কোন উপায়ে হউক—বর্ষাকালে জল দ্বারা সঞ্চিত পদার্থ দ্বারাই হউক বা অথ কোন প্রকারে সূর্যের আকর্ষণজনিত প্রক্রিয়া দ্বারা (যে প্রণালী প্রাকৃতিক ভূবেত্তাগণের বিশেষ বিদিত) হউক, এই কার্য সাধন করে।

পথ সমূহের মধ্যে মধ্যে সেতু দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং এই খানেই—এই রুবীয়ার আমি পুনরায় আইরিসদিগের কথন-প্রণালীর রহস্যের অর্থ আবিষ্কার করিয়াছি। কয়েক বর্ষ অভীত হইল, মহাসভার হাউস অব কমন্সে আয়াল্যাওর একজন প্রতিনিধি সভা একদা বলেন যে, চার্চ অর্থ্যাৎ ভজনাগারই “সেতু স্বরূপে আইরিশ অধিবাসিগণের দুইটি প্রধান সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।” সেতুর দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হইয়া, বরং পরস্পরের সংযোগই হইয়া থাকে, সুতরাং এই উপমায়া মহা হাস্যজনক উক্তি হয়। কিন্তু যে সকল মাননীয় সভ্য সেই হাস্য

ভরসে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি পূর্বে রুবীয়ার কিছুদিন পর্যটন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই সেই হাসানন্দের তরঙ্গ অনেক পরিমাণেই কমাইতেন ; কারণ এই দেশে সেতুগুলি পরস্পর সংযোগের শৃঙ্খলরূপ না হইয়া, বরং অবরোধকের কার্য্য করে, এবং সেতুর উপর দিয়া নদী পার হওয়া সাধারণ প্রচলিত প্রবাদমত—জানিয়া শুনিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করা মাত্র। যদি নিকটে বা কিয়দূরে নদী পার হইবার উপযুক্ত অগভীর জল কোথাও থাকে, তাহা হইলে সাবধানী চালক সেতু তাগ করিয়া, সেই দিক দিয়াই নদী পার হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাহাতে পাদদ্বয় ভিজিয়া না যায়, তজ্জন্য তাহাকে এবং তাহার শকটের আরোহী দুহুয়াকে একপভাবে শরীর রক্ষা করিতে হয় যে, সে দৃশ্য উপহাসব্যঞ্জক চিত্র অঙ্কনের একটি প্রশংসনীয় আদর্শ স্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সেরূপে নদী পার হইবার সময় সমভিব্যাহারী দ্রবাগুলি ভিজিয়া যাইলে এবং সেরূপে কিয়ৎক্ষণের জন্য সামান্য কষ্ট হইলেও সেতুর উপর দিয়া গমন করিতে যে বিপদ সম্ভাবনা, তাহার সহিত তুলনায় তাহা কিছুই নহে। পাঠকবৃন্দের চিত্তকে অকারণ বিরক্ত করিতে আমার ইচ্ছা নাই, সেই জন্যই আমি সেতু পারকালীন দুর্ঘটনা—হাত পা ভাঙ্গা প্রভৃতির সবিস্তার বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত হইলাম, এবং কিরূপে একবার সেতু পার হওয়া গিয়াছিল, তাহাই দুই এক কথায় সহজভাবে বর্ণনা করিব।

যদি হাঁটু পর্যন্ত কদমাক্ত না হইয়া সেতুর নিকট উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সম্ভাব্য সমস্ত বিপদ নিবারণ জন্য পাদচারে সেতু পার হইয়া, শকটের জন্য তথায় প্রতীক্ষা করাই ভাল ; যদি তাহা অসম্ভব হয়, সর্বপ্রথমে সেতুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। সেতুটী নিরাপদজনক কি না ? আপনি এই প্রশ্ন করিলে, আপনার সমভিব্যাহারী ডাক-বালক নিশ্চয়ই উত্তর দিবে—“নিচেভো”—অভিধানমত ইহার অর্থ “কিছু না,” কিন্তু কোন কৃষকের মুখে এই শব্দের অনেক অর্থ প্রকাশ পায়, তাহা পরে আমি বিবৃত করিব। বর্তমান স্থলে এক কথায় সহজ অনুবাদ “এখানে কোন বিপদ নাই।” সেই ডাক-বালক বলিতে থাকে, “মহাশয় ! এখানে কোন বিপদের ভয় নাই, আমরা পার হইয়া যাইব।” আপনি সেতুর সেই সাধারণ্যে ভ্রমাবস্থা এবং বিশেষতঃ বড় বড় গর্ভগুলি—যাহার মধ্যে ডাকের ঘোড়ার অর্দ্ধাংশ ঢুকিয়া যাইতে পারে—আপনি তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু কফোগ্দীরগকারী শকটচালক অজ্ঞানবদনে উত্তর দিবে—“ভয় করিবেন না, জগদীশ্বর সাহায্য করিবেন।” এখনকার এই ধর্ম্মহীন দিনে কেবল মাত্র আপনার উপকারের জন্য জগদীশ্বর সহায়তা করিবেন, আপনার মনে এমত সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু আপনার শকটচালকের সে বিশ্বাস, হয় আপনার অপেক্ষা অধিক অথবা সে সমধিক অদৃষ্টবাদ মানিয়া থাকে, সুতরাং সে আপনার সেই সন্দেহাত্মক প্রশ্ন মীমাংসা করিবার কিছুমাত্র সময় দেয় না। সে ক্রতগতি অঙ্গুলির দ্বারা ক্রশ চিহ্ন করিয়া—তাহার বলগা একত্রিত করিয়া, উর্দ্ধপথে তাহার ক্ষুদ্র কণা ঘূর্ণিত

করিতে থাকে, এবং সজোরে চিৎকার করিয়া অশ্বকে সবলে গমন জন্য উত্তেজনা করিতে থাকে। এই কার্য্যটি উত্তেজক নহে; প্রথমে গাড়ী অতি অল্পমাত্র নামিয়া যায়; পরে ঘোড়াগুলি গভীর কর্দমরাশির মধ্যে একবারে গিয়া পড়ে; তৎপরে গাড়ীর চাকাগুলির সহিত সেতুবন্ধ প্রথম কাঠের সংঘর্ষণ হইবা মাত্র একটা মহা ধাক্কা আসিয়া পড়ে; পরে ভূক্তভোগী এবং চতুর অশ্বগুলি যেমন সতর্কতা এবং সাবধানতা সহকারে বিপদজনক গর্ভ এবং রন্ধু গুলির মধ্য দিয়া পথ দেখিয়া যাইতে থাকে, সেই সময়ে অমনি টেরচাভাবে স্থাপিত সেতুর তক্তাগুলি—যেগুলি শিথিলভাবে স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত—সেগুলি অমঙ্গলভাবজ্ঞাপক হড় হড় গড় গড় শব্দে বেগে নড়িয়া উঠে; অবশেষে আপনাকে একটা ভয়ানক ধাক্কার সহিত দ্বিতীয় কর্দমকূপে গিয়া পড়িতে হইবে, এবং সর্ব্বশেষে আপনি নদী পার হইয়া শুষ্ক ভূমিতে গিয়া পড়িবেন, এবং একজন যুবক সৈনিক পুরুষ সর্ব্ব প্রথম প্রকৃত রণক্ষেত্রে অশ্বারোহণে প্রথম আক্রমণ সহ্য করিলে, তাঁহার মনোমধ্যে যে রূপ আনন্দোদ্দীপক ভাবের উদয় হয়, এই সেতু পার হইলে, আপনার সম্মুখে সেইরূপ ভাবোদিত হইবে।

অবশ্য অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও অভ্যাসসূত্রে ভয় দূর হইয়া থাকে। যখন আপনি কোন প্রকার প্রবল চর্ঘটনায় না পড়িয়া, এই প্রকার কয়েক শত সেতু পার হইতে পারিবেন, তখন আপনি আপনার শকটচালকের ন্যায় নিভীক এবং অদৃষ্টবাদী হইবেন।

সম্প্রতি রুঘীয়ায় সমধিক পরিমাণে সংস্কারক অহুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, যে পাঠক ইহা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি পথগুলির অবস্থা এখনও পর্য্যাপ্ত রূপে কলঙ্ক-জনক রহিয়াছে শুনিয়া, প্রভাবতই আশ্চর্য্যাব্বিত হইতে পারেন। জগতের প্রত্যেক বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েরও উত্তম এবং যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। মোটামুটি বলিতে গেলে, এই দেশের বসতি আজিও অতি সামান্য, এবং অনেক স্থানেই পর্য্যাপ্ত পরিমিত প্রস্তর—বিশেষতঃ পথ নিৰ্ম্মাণোপযোগী কঠোর প্রস্তর সংগ্রহ করা কঠিন বা কার্য্যতঃ অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত যখন পথ সকল নিৰ্ম্মিত হয়, তখন প্রাকৃতিক জলবায়ুর কঠোরতার কারণ তৎসমূহ উত্তম সংস্কৃত অবস্থায় রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

এ প্রদেশের কোন এক অংশে যদি বহুদূর পর্য্যাপ্ত গমন করিতে হয়, এবং সেই অঞ্চলে যদি রেলওয়ে বিস্তৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পথে গমনের কয়েক প্রকার উপায় আছে। পূর্বকালে যে সময়ে এখানকার লোকেরা সময়ের মূল্য অক্ষণকার অপেক্ষা অনেক কম জ্ঞান করিত, তখন অনেক ভ্রাম্যী আপনাদিগের নিজের অশ্ব এবং একাধিক খানি বিস্তৃত শকটে—তৎকালে তাঁহারা যে পরিমিত সভ্য হইয়াছিলেন, সেই সভ্যতার উপযোগী দ্রব্য পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং তাঁহাদিগের সেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ প্রায়ই সমধিক হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—একজন গ্রাও সিনর অর্থাৎ মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যিনি রাজ-সহবাস-জাত

বিলাসিতার জীবনের অধিকাংশ সময় অভিবাহিত করিয়াছেন, তিনি যতাবতই ভ্রমণকালে সভ্যতার পরিচায়ক যে কোন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাওয়া সম্ভব, সেই সমস্ত দ্রব্যই লইয়া যাইতেন। বজ্রাবাস, পর্য্যটক, টেবেল-আচ্ছাদন, রৌপ্য ভোজনপাত্র, পাকশালার সমস্ত উপকরণ এবং একজন ফরাষী পাচক সঙ্গে লইয়া যাইতেন। একজন অলুচর এবং কতক রসদবাহীকে প্রায়ই অগ্রে প্রেরণ করা হইত, সুতরাং সেই মহামান্য ব্যক্তি যে যে স্থানে পর্য্যটন কালে বিশ্রাম জন্য অবতীর্ণ হইতেন, তথায় উপস্থিত হইয়াই সমস্ত দ্রব্যই প্রস্তুত দেখিতে পাইতেন। যে সকল দরিদ্র-ভূগমীর অতি অল্পসংখ্যক দাস থাকিত, তাঁহারা অবশ্যই রসদবিভাগের বাহ-লাতা হ্রাস করিয়া, একখানি মাত্র টারান্টাস যানের ভিতরে যে সামান্য পরিমিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ধরিত, তাহা লইয়া যাইতেন এবং তাহাতেই তুষ্ট থাকিতেন।

টারান্টাস যান কিরূপ আকৃতিবিশিষ্ট, এই স্থলে তাহা বিবৃত করা ভাল, কারণ আমাদের অতঃপর প্রায়ই এই শব্দটি প্রয়োগ করিতে হইবে। সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, ফিটান গাড়ীর স্থিতি না থাকিলে যেরূপ হয়, ইহা সেইমত। দুইটি সমান্তরাল কাষ্টদণ্ড দ্বারা সেই স্থিতির কার্য্য অসম্পূর্ণভাবে সাধিত হয়; সেই দুইটি কাষ্টদণ্ড লম্বাঘটিত হইয়া থাকে, এবং তদুপরি যানটি সংযোজিত হয়। সাধারণতঃ তিনটি ঘোটকে ইহা বাহিত হয়,—একটি বলশালী দ্রুতগামী অশ্বকে কম্পানের মধ্যে এবং অপর দুইটি অশ্বকে তাহার দুই পার্শ্বে রজ্জুর দ্বারা শিথিলভাবে বন্ধ করা হয়, এবং সেই দুইটি অশ্ব লাফাইতে লাফাইতে যায়। অস্বন্দররূপে গঠিত অশ্বক্ষুরাকৃতি বৃহৎকায় “ডুগা” নামক একটি পদার্থ দ্বারা কম্পানের মুখটি সংযোজিত থাকে, এবং তাহা দ্রুতগামী অশ্বের স্বদেশের অনেক উচ্চে উঠে। “ডুগা” উপর মূল বলগা সংবদ্ধ থাকে, এবং তাহার উপর দিকের নিম্নে একটি বৃহৎ ঘণ্টা বিলম্বিত থাকে—দক্ষিণাঞ্চলে আমি দুইটি এবং কখনও কখনও তিনটি করিয়া এইরূপে বিলম্বিত ঘণ্টা দেখিয়াছি—এমন কি অর্ধকোশ দূর হইতে প্রায়ই সেই ঘণ্টার ধ্বনি বেশ পরিষ্কার রূপে শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে কেন ঘণ্টা ব্যবহৃত হয়, তাহার অনেক প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, নেকড়েবাঘদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য এবং অন্য কেহ কেহ বলেন যে, বনমধ্যস্থ সংকীর্ণ পথে দুইখানি যানের আকস্মিক সংঘর্ষণ নিবারণ জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই দুইটি ব্যাখ্যাই সন্তোষপ্রদ নহে, প্রধানতঃ কেবল গ্রীষ্মকালেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং সে সময়ে নেকড়েবাঘের দ্বারা আক্রমণের কোন ভয় থাকে না; এবং দক্ষিণ প্রদেশেই ঘণ্টার সংখ্যা অধিক, কিন্তু সেখানে আদৌ বন নাই। এক শ্রেণীর প্রাচীন শিল্পবিজ্ঞান-তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের জন্ত আমি এই সন্দেহ করিতেছি যে, প্রথমতঃ ভূতযোনির ভয় নিবারণ জন্য এই প্রথা প্রচলিত হয়; এবং তদবধি কতকটা অকারণে রক্ষণশীলতার জন্য এবং কতকটা সংঘর্ষণ-সন্তাবনা হ্রাসের জন্য এই প্রথাটি আজিও চলিয়া আসিতেছে। এখানকার পথগুলি প্রায়ই

অশ্বোৎপাদনকারীরূপে কোমল এবং চালকেরা সর্বদা সতর্ক থাকে না, স্মৃতরাং অবিশ্রান্ত এই ঘণ্টাধ্বনি হুত্রে পরস্পর সংঘর্ষণ সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হইয়া থাকে। যে অবস্থার ইহা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে এই টারান্টাস যান সম্পূর্ণরূপেই উপযোগী। যেরূপ বিচিত্র প্রণালীতে অশ্ব সংযোজন করা হয়, তদ্বৎ প্রাচীন-কালের সামরিক রথ সমূহকে মনে পড়ে। কম্পাসের মধ্যে যে ঘোটকটি থাকে, সেটি মূল বলগার আকর্ষণে সর্বদাই মস্তকটি উদ্ধৃদিকে সমান উচ্চ করিয়া রাখিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্থের গতি দর্শনে স্পষ্টই জানা যায় যে, সে মস্তকটি ঘণ্টার ঠিক নিম্নে না রাখিয়া অন্য কোন স্থানে রাখিতে নিতান্ত অভিলাষী, কিন্তু দুই পার্শ্বের ঘোটকদ্বয় সুন্দরভাবে বহির্দিকে মস্তক বাহির করিয়া স্বাধীন-রূপে উল্লক্ষন করিতে করিতে যায়। আমার অনুমান যে, এই অশ্বেরা যে কেবল সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য এইরূপ করে, তাহা নহে, বরং চালকের প্রতি স্বভাবতই ভীতদৃষ্টি রাখিবার জন্য এই মত করিয়া থাকে। তাহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত চালকের দক্ষিণ হস্তের প্রত্যেক গতি লক্ষ্য করিয়া থাকে, এবং যখনই তাহারা চালকের কশাঘাত করিবার অভিলাষের কোন লক্ষণ দেখিতে পায়, তখনই তাহারা দ্রুতগমনেচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

টারান্টাস যান কিরূপ, পাঠকগণ এক্ষণে তাহার কতকটা কল্পনা করিতে সক্ষম হইবেন। যে যে প্রদেশ দিয়া বাস্পরথ গমন করে নাই, সেই সেই প্রদেশের ভ্রমণ-প্রণালীর বিবরণ এক্ষণে বিবৃত করা যাউক।

ঘোটক গুলি যতই কেন শ্রমশীল এবং প্রবল কষ্টসহিষ্ণু হউক না, তাহারা যখন দীর্ঘ পথ গমন করে, তখন মধ্যে মধ্যে অবশ্রুই তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে এবং আহার দেওয়া কর্তব্য। স্মৃতরাং নিজ নিজ ঘোটকে গমন করিতে হইলে অবশ্রুই পর্যটনে বিলম্ব হয়, এবং তাহা এক্ষণে অতীত প্রথারূপেই পরিণত হইয়াছে। যে সকল লোক আপনাদিগের সময়কে মূল্যবান জ্ঞান করেন, তাহারা রাজকীয় ডাকের গাড়ীতেই গমন করিতে চাহেন। সমস্ত প্রধান প্রধান গন্তব্য স্থলেই ডাকের আড্ডা আছে, পাঁচ বা দশ ক্রোশ দূরে দূরে পর্যটকদিগের সুবিধার জন্য কতকগুলি ঘোটক এবং গাড়ী রাখা হয়। বাহারা এই ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্যস্বথ সম্ভোগ করিতে অভিলাষী হয়েন, তাহাদিগকে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট এক খানি “পডো-রোস্কাইয়া” পাইবার জন্য আবেদন করিতে হয়—তাহা এক খানি বৃহৎ কাগজ, তাহাতে সম্রাটের রাজচিহ্ন ঈগলপক্ষীর মূর্তি সমন্বিত থাকে, এবং তাহাতে পর্যটকের নাম, যে স্থানে গমন করা হইবে, সেই স্থানের নাম, এবং যে সংখ্যক অশ্ব দেওয়া হইবে, তাহা লিখিত থাকে। সেই পত্রখানি পাইলে, পথ সংস্কারার্থ (এমত কল্পনায়) কিঞ্চিৎ সামান্য মুদ্রা দিতে হয়; বাকি সমস্ত দেয় আংশিক হারে এক একটা আড্ডায় দিয়া যাইতে হয়। সেই দলীল লইয়া, আপনাকে ডাকের আড্ডায় গিয়া, যে সংখ্যক অশ্বের কথা লেখা থাকে, সেই সংখ্যক অশ্ব চাহিতে

হইবে। তিনটি করিয়া অশ্বই সাধারণ্যে যানে নিযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যদি আপনি ধীরগতিতে যাইতে চাহেন, এবং বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি আপনার দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে আপনি দুইটি ঘোটক লইয়াই তুট থাকিতে পারেন। গাড়ী খানি টারান্টাসের মত, কিন্তু আমি পূর্বে বেরুপ টারান্টাসের বর্ণনা করিয়াছি, ইহা ঠিক সেই মত নহে। মূলতঃ উভয়ই সমান, কিন্তু রাজকীয় ডাকের গাড়ী গুলি ফিটনের মত নহে, এক খানা প্রকাণ্ড দোলনার মত। কাঠনির্মিত উপবেশনস্থানের উপর এক বোকা ঘাস বিছাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহাই গদীর কাজ করে। আপনাকে খিলানাকার আচ্ছাদনীর নিয়ে উপবিষ্ট হইতে হইবে, এবং আপনার পা দুখানি এক্রূপে ছড়াইয়া বসিতে হইবে যে, তাহা যেন চালকের উপবেশন স্থানের নিয়ে গিয়া পড়ে; কিন্তু যদি সে সময়ে প্রবল বেগে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে, আপনি সেই আচ্ছাদনী তুলিয়া রাখিয়া, অনাবৃতভাবে স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবেন। যখন এই আচ্ছাদনী ব্যবহার করা হয়, তখন যানের মধ্যে বসিয়া আপনার যে কিঞ্চিৎ মাত্র অঙ্গ সঞ্চালনের স্বাধীনতা ছিল, তাহা শোচনীয়রূপেই কর্তন করিয়া দিবে এবং যখন গমনকালে পথে নিম্ন হইতে কোন পদার্থের আঘাতে আপনাকে উদ্ধ দিকে তুলিয়া দিবে, তখন এই আচ্ছাদনীর দ্বারা আপনি নষ্টকোপরি ভয়ানক আঘাত পাইবেন।

আপনি দ্রুতগতি পর্যটনের জন্ত অভিলাষী নহেন, এমত আশা করি, কারণ তাহা হইলে আপনার ধৈর্য্য বড়ই বিরক্তের সহিত উত্থাপিত হইয়া উঠিবে। যখন ঘোড়া গুলি আপনার নিকট উপস্থিত করা হইবে, তখন আপনি তাহাদিগকে দেখিয়া ভাবিবেন যে, পূর্বে আপনার কখনও এমত দুর্ভাগ্য হয় নাই যে, আপনি এমন নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন বাহন দেখিয়াছেন; কিন্তু সে সময়ে আপনার মনোভাব প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ, কারণ যদি আপনি সে সময়ে ক্রোধজ্ঞাপক এবং নিন্দাজনক ভাষা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে, পরে এমত হইতে পারে যে, গুরুতর মিথ্যাপবাদকরণ অপরাধে আপনি অপরাধী হইয়াছেন। আমি এখানে অনেক স্থানে এমত অনেক অশ্ব সংযোজিত দেখিয়াছি, যে সমস্তকে লওনের তৃতীয় শ্রেণীর ফলমূলবিক্রেতাগণ অবজ্ঞার সহিত পরিভাগ করিয়া থাকে, এবং সে সমস্ত অশ্ব যে, বাস্তবিক অশ্ব, তাহাদিগকে দেখিয়া এমত অহুমান করা যায় না, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত প্রশংসার সহিত স্বকর্তব্য সাধন করে, এবং তাহারা কোনরূপ পীড়নে নহে, কেবল মাত্র চালকের বাক্যে ঘটায় ৬ হইতে ৭ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। যাহারা তাহাদিগকে চালাইতে জানে, সেই চালকদিগের অধীনে এই নিতান্ত ক্লশ, অবনতমস্তক, কদাকার পশুদিগের যোগ্যতা দর্শনে বিস্ময়াবিত হইতে হয়। যদিও সেরূপ চালক কেবল মাত্র একটী অবদনাধারক ক্ষুদ্র কশা সঙ্গে লইয়া থাকে, কিন্তু সে সেই কশা কেবল মাত্র উর্দ্ধ দিকে ঘূর্ণন ব্যতীত কখনও অন্য কোন প্রকারে ব্যবহার করে না। সে কেবল মাত্র মুখে উত্তেজনা করিয়া

চালার। সেই চালক যেমন স্বজাতীয় জীবদিগের সহিত কথোপকথন করে, এই ষোড়শলির সহিতও সেই ভাবে কথা কহে। একবার সাদরে মিষ্টবাক্যে উৎসাহিত করে, এবং পরক্ষণে ক্রোধোদ্দীপক স্থণাব্যঞ্জক বাক্যে ভৎসনা করে। একবার তাহা-দিগকে “নিরীহ প্রিয়” বলিয়া ডাকে, আবার এক সময়ে তাহারা “স্থণাহ” দুষ্ট শিকারী কুকুর” রূপে পরিণত হয়। সেই অশ্ব গুলি এই বিচিত্র সাদর সম্ভাষণ, তোষামোদ, এবং সম্বলন অবজ্ঞাসূচক সম্ভাষণ কতদূর বুদ্ধিতে পারে এবং ভাল বাসে, তাহা বলা বড়ই কঠিন, কিন্তু যে কোনরূপেই হউক, ইহার দ্বারা যে তাহাদিগের উপর বিচিত্র এবং বিশেষ প্রাবল্য চালিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

যে কোন ব্যক্তি এইরূপ উপায়ে পর্যটন করিতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহার দেহটী যেন একরূপ সবল, গঠন দৃঢ়, এবং মাংসপেশি বিশেষ শক্ত হয়, যদ্বারা তিনি পীড় অঙ্গের অপরিমিত আন্দোলন এবং সংবর্ষণ সহ্য করিতে সক্ষম হইতে পারেন, এবং তৎসহ এতদানুযায়িক সমস্ত কষ্ট এবং অসুবিধা ভোগ করিতে তিনি যেন অত্যন্ত হয়েন। যখন তিনি কোন ডাকের আড্ডায় নিজে যাইতে ইচ্ছা করিবেন, তখন তিনি কাঠের বেঞ্চ বা উপবেশনী ব্যতীত অন্য কোন কোমল শয্যা পাইবেন না, তবে যদি আড্ডারক্ষকের দ্বারা কোন রকমে তাঁহার জন্য মেজের উপর কতক গুলি ঘাস বিছাইয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে তাহা কোমল হইবে বটে, কিন্তু তাহা কাঠাসন অপেক্ষা সাধারণ্যে বড়ই অপ্রিয়জনক। এক এক সময়ে হয় ত তিনি নিজের জন্য কাঠাসনও পাইবেন না, কারণ সচরাচর সাধারণ ডাকের আড্ডায় পর্যটকদিগের জন্য কেবল একটী মাত্র ঘর এবং দুই খানি কাঠাসন থাকে (তদপেক্ষা আর অধিক প্রায় থাকে না,) তাহাও আবার প্রায় অধিকৃত হইয়া থাকে। যদি তিনি ভাগ্যক্রমে এক খানি বেঞ্চ বা কাঠাসন প্রাপ্ত হইয়া, তত্ক্ষণে নিদ্রা যাইতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে যে সকল লোক সেই ঘরকে প্রতীক্ষা-গৃহরূপে ব্যবহার করিয়া, ডাকের ঘোড়া বদলাইবার জন্য তথায় আসিয়া অপেক্ষা করে, তাহারা যদি রাত্রির মধ্যে দুই তিন বার তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি যেন আশ্চর্য-স্থিত না হয়েন। সেই পথিকেরা এমন কি সেই ঘরের মধ্যে “সামোভার” বা চা গরম করিবার উনান আনাইয়া, চা প্রস্তুত করিয়া, তাহা পান করে, গল্প করে, হাস্য করে, ধূম পান করে, এবং নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের শাস্তির প্রতীকিছুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া, অন্য প্রকারে তাহারা বিরক্তিকর হইয়া উঠে। ডন নদীর বাষ্পপোতের বর্ণনা কালে যে সকল অনাহুতের কথা বলিয়াছি, তাহারাও আবার আসিয়া দেখা দেয়। এই নিতান্ত অপ্রিয়কর কথার পুনরাবতারণা করায় আমি পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইহা চরিতচর্চণ বটে, কিন্তু আমি অন্য কোন উপায় দেখিভেছি না। রুবীয়ার পর্যটন-প্রণালীর বর্তমান কালের সমস্ত তথ্য বিবৃত করাই আমার উদ্দেশ্য, এবং এই শ্রেণীর অসুবিধার বিশেষ উল্লেখ না করিলে, সে বর্ণনা ভ্রমযুক্ত থাকিয়া যাইবে—আল্ল পর্বতগহ্বরস্থ বরফরাশির উল্লেখ না

করিয়া আর পর্ত্তারোহণ-বর্ণনা করা যেরূপ, ইহাও সেইমত হইবে । যাহা হউক, আমি কিন্তু সবিস্তার বর্ণনা না করিয়া, ভবিষ্য পর্যটকদিগের উপকারের জন্য সঙ্ক্ষেতে কয়েকটা কথা বলিব । আপনাকে আশ্বরক্ষা কার্যে নিয়ত লিপ্ত থাকিতে হইবে, স্তত্রাং কাহারো সংগ্রামকারী এবং কাহারো নিরপেক্ষ দর্শক, ইহার প্রভেদ শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন, এবং আন্তর্জাতিক নীতির মূল স্বত্রমত যাহারা নিরপেক্ষ, তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিবেন না । তাহারা দেখিতে কদাকার হইতে পারে, কিন্তু তাহারা কদাকার বলিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না । দৃষ্টান্ত সরূপ—যদি আপনি হঠাৎ জাগরিত হইয়া, কতিপয় কৃষ্ণবর্ণ বা কটাবর্ণের বিটল্ নামক পোকাকে আপনার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিতে পান, তখন আপনার হৃদনোদাত হস্তকে নিরস্ত করিবেন ! যদি আপনি তাহাদিগকে হত্যা করেন, তাহা হইলে আপনি অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত কার্যে অপরাধী হইবেন ; কারণ যদিও তাহারা সে সময়ে ক্রীড়া সূত্রে ধাবমান হইতে থাকে, কিন্তু তাহারা কিছুমাত্র আপনার শারীরিক ক্ষতি করিবে না ।

কতকগুলি ক্ষুদ্র প্রদেশীয় নগরে যে উৎকৃষ্ট বাসা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্ত সাধারণ ডাকের আড্ডা হইতেও অতি জঘন্য । যে কয়টা কক্ষে আমাকে রজনী যাপন করিতে হইয়াছে, তৎসমস্তের মলিনতা এবং অস্বচ্ছন্দতার বর্ণনা করিতে হইলে, আমার লেখনী অপেক্ষা প্রবল সক্ষম লেখনীর প্রয়োজন ; এবং কোন সক্ষম লেখক এই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে, অপেক্ষাক্রমে মুসো জোলাশ্রেণীর লেখকদিগের কাব্যাদিগ্রন্থাদেবীর সাহায্য কামনায় বিশেষ আরাধনায় স্তত্রাবতই প্রবৃত্ত হইবেন ।

যে যে প্রদেশে পূর্বে কখনও গতিবিধি নাই, সেই সেই প্রদেশে ভ্রমণে বহির্গত হইলে, তথাকার ভাষাজ্ঞান পর্যটনের পক্ষে আর একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী । ইহা সাধারণ্যে অনুমিত হইয়া থাকে যে, আপনি যদি ফরাসী বা জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়েন, তাহা হইলে আপনি রুযীয়ার যে কোন স্থানে যচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পারেন । প্রধান প্রধান নগর এবং গতিবিধির প্রধান প্রধান স্থানের পক্ষে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তাহার বাহিরে এ কথা কেবল ছলনা মাত্র । পশ্চিম যুরোপীয়দিগের অপেক্ষা রুযীয়গণ স্তত্রাবের দ্বারা অধিক দৈব কথন-শক্তি লাভ করে নাই । শিক্ষিত রুযীয়গণ প্রায় একটা বা দুইটা বিদেশীয় ভাষায় উত্তমরূপে কথা বার্তা কহিতে পারেন, কিন্তু কৃষকেরা আপনাদিগের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা জানেন না, এবং এই কৃষকদিগের সহিতই পর্যটকদিগের সংমিলন হইয়া থাকে । কৃষকদিগের সহিত উত্তমরূপে কথা কহিতে হইলে, রুযী় ভাষায় সমধিক পরিমাণে অধিকার থাকা চাই,—কেবল রুযী় পুস্তক পাঠ করিতে যে ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন, তদপেক্ষা অধিক ভাষাজ্ঞান চাই । যদিও এখানে কোন প্রকার গ্রাম্যভাষা নাই, এবং সকল শ্রেণীর অধিবাসীরাই একরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, (বিদেশজাত শব্দগুলি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ ব্যবহার করেন ।) কিন্তু

কুমকেরা শিক্ষিতদিগের অপেক্ষা সমধিক সংক্ষিপ্তরূপে এবং সমধিক আয়ের মধ্যে অধিক ভাবব্যঞ্জকরূপে কথা কহিয়া থাকে ।

গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালের কয় মাস পর্য্যটন কোন কোন বিষয়ে সুখজনক, কারণ বরফ এবং তুষাররাশি গন্তব্য পথ গুলিকে ভ্রমণের উপযোগী করিয়া দেয় । যদি বরফ সমভাবে পড়িতে থাকে, তাহা হইলে, কিছু দিনের জন্য পথ গুলি অসু-
মেয় রূপে অতি সুন্দর হয় । তখন স্নেজ নামক চক্রহীন শকট গুলি কোন প্রকারে আন্দোলিত বা সংযুক্ত হয় না, ধীর স্থির নদীবক্ষস্থ তরণীর ন্যায় সরলভাবে ধীরে ধীরে গমন করে এবং অশ্বগুলি তখন এক্রপ উল্লক্ষনভাবে গমন করিতে থাকে যে, তাহাদিগের পাশ্চাদিকে যে যান আছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া যায় । দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এক্রপ সুখকর অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না । পথগুলি শীঘ্র ছিদ্রবিশিষ্ট হইয়া যায়, এবং মধ্যে মধ্যে গভীর তেজ্জাভাবে খাতে পরিণত হয় । এই খাতগুলি কিরূপে সৃষ্ট হয়, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে কোনমতেই অনুধাবন করিতে পারি নাই । যাহারা ইহার মূল কারণ জানে বলিয়া মনে করে, তাহাদিগের মুখে ইহার লক্ষণের ব্যাখ্যা শুনিলেও আমি বুঝিতে পারি নাই । এক্রপে খাত সৃষ্টির যে কোন কারণ বা যে কোন প্রণালীই থাকুক না, নিশ্চিত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি এবং উপত্যকা সৃষ্ট হয়, চক্রহীন শকট তৎসমন্বয়ের উপর দিয়া গমনকালে বৃহৎ সমুদ্র-বক্ষস্থ তরীর ন্যায় একবার উপরে উঠে এবং পরক্ষণে নিম্নে পতিত হয় । তদুভয়ের বিশেষ বিভিন্নতা এই যে, তরীগুলি তরল জলের উপর পড়ে, অন্য পক্ষে স্নেজ অর্থাৎ চক্রশূন্য শকট গুলি অতরল অস্থিতিস্থাপক নিরাট পদার্থের উপর পতিত হয় । তাহার ফল স্বরূপ কিরূপ আন্দোলন এবং সংঘর্ষণের উৎপত্তি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয় ।

শীতকালে পর্য্যটনের অন্যান্য অসুবিধাও আছে । যতদিন পর্য্যন্ত বায়ু সম্পূর্ণ স্থির থাকে, ততদিন শীত অত্যন্ত প্রবল হইলেও কষ্টপ্রদ হয় না ; কিন্তু যদি প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং তাপমানের পারদ জিরোর অনেক ডিগ্রির নিম্নে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তৎকালে অনাবৃত চক্রহীন যানে গমন করা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে, এবং তখন আরোহীর নাসিকা তাঁহার অজ্ঞাতসারে বরফের দ্বারা একে-
বারে জমাট বাঁধিয়া যায় ; এমন কি যাহাতে সেরূপ না ঘটে, আরোহী পূর্বে তন্নিবারণের কোন উপায় অবলম্বনের সময় প্রাপ্ত হয় নী । এক্রপ সময়ে সেই চক্রহীন যানগুলিকে আবৃত করা হয় না কেন ? তাহার সামান্য কারণ এই যে, তখন আবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; এবং যদিও তাহা কোন উপায়ে সংগৃহীত করা যায়, তাহা হইলে, তাহা ব্যবহার না করাই ভাল বোধ হয় । কারণ তদ্বারা সমুদ্র-পীড়ার ন্যায় এক প্রকার পীড়ার উৎপত্তি করিয়া দেয় । এতদ্ব্যতীত যখন সেই চক্রহীন যান গমনকালে উলটাইয়া পড়ে, তখন সেই সূত্রে যান-মধ্যস্থ নানা প্রকার বহুল বোচকা বুচকি দ্বারা স্থগিতভাবে চাপা পড়া অপেক্ষা বিপর্য্যস্ত যানের মধ্য হইতে সহজে ক্রান্তগতি বাহির হইয়া আসাই সুখকর ।

এই বরফাচ্ছন্ন প্রদেশে শীতকালে ভ্রমণের পক্ষে অপূরণীয় পরিমাণে উৎকৃষ্ট প্ৰা-
লোমনির্মিত পরিচ্ছদ একটি প্রধান প্রয়োজনীয় পদার্থ। কিন্তু একজন ইংরাজ সহজেই
এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদর্শনে অভিলাষী হইবেন এবং শীত নিবারণ পক্ষে তাঁহার যে
স্বাভাবিক শক্তি আছে, তদুপরই অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিতে যাইবেন। এই
বিশ্বাসটী কতক পরিমাণে ন্যায়সঙ্গত বটে, কারণ একজন ইংরাজ একটী সাধারণ
বুহৎ অঙ্গরাখা পরিধান করিয়া, প্রায়ই সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু
অন্যপক্ষে তাঁহার রুখীয় বন্ধুগণ সে সময়ে সে অবস্থায় অভ্যস্ত উষ্ণতাসম্পাদনকারী
লোমাবৃত অঙ্গরাখার দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করা কর্তব্য জ্ঞান করেন; কিন্তু আমি
একবার পরীক্ষা দ্বারা যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে কেবল মাত্র একটা
বুহৎ সাধারণ অঙ্গরাখা ব্যবহার করিলে, সময় বিশেষে এরূপ অবস্থায় পড়িতে হয়
যে, তজ্জন্য কঠোর দণ্ড নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হয়। অপর সকলকে সতর্ক
করিবার জন্য আমি এই স্থলে সেই ঘটনাটির বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে একদা আমি নভগরড নগর হইতে পাঁচ
ক্রোশ দূরস্থ একটী অশ্বারোহী নৈনা-নিবাসে আমার কতিপয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ
করিবার অভিলাষে যাত্রা করি। সে সময়ে প্রভাকর উজ্জলরূপে কিরণ বর্ণন করিতে-
ছিলেন দেখিয়া এবং গন্তব্য স্থানের দূরতাও অতি কম জানিয়া, আমি বিবেচনা
করি যে, লঘু লোমাবৃত অঙ্গরাখা এবং বাসলিক অর্থাৎ বঙ্গনির্মিত কর্ণাচ্ছাদনী
শীত নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আমি যে সময়ে বহির্গত হই, সে সময়ে
আমার একজন রুখীয় বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আনিয়া পরিচ্ছদ সম্বন্ধে
আমাকে যে সতর্ক করিয়া দেন, আমি নির্দোষের ন্যায় তাহাতে কর্ণপাত করি না।
আমাদিগের গন্তব্য পথটী নদীর ধারে ঠিক উত্তরমুখীন ছিল, স্তত্রাং প্রবল উত্ত-
রীয় বায়ুর ঠিক সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। শীতকালীন উত্তরীয় বায়ু সর্বদা সর্বত্রই
যুগ্মের পক্ষে দৃষ্ট শত্রু স্বরূপ; তখন ফেব্রুয়ারি তাপমানের পারদ, জিরোর
৩০ অংশ নীচে পড়িয়া ছিল, স্তত্রাং তখন শীত বিরূপ প্রবল, পাঠক তাহা সহজেই
অনুমান করিতে পারেন—অথবা সেরূপ অনুমান করিয়া কাজ নাই, কারণ যাহারা
প্রত্যক্ষরূপে ফল ভোগ করেন নাই, তাঁহারা অনুমান দ্বারা তাহা স্বদয়ঙ্গম করিতে
পারেন না। যখন মূর্ছার পূর্বলক্ষণ দ্বারা সে সময়ে আমার শরীরের রক্তসঞ্চালন
ক্রিয়ার গুরুতররূপে ব্যাঘাত হইতেছে, ইহা আমি জানিতে পারিলাম, তখন
আমার পক্ষে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করা কর্তব্য ছিল, কিন্তু আমার সহিত যে বন্ধুটী
গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আমার নির্বুদ্ধিতা জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি
না। যখন আমরা গন্তব্য পথের চারি অংশের তিন অংশ পরিমিত পথ গমন
করি, তখন আমরা একটী কৃষক-কন্যাকে দেখিতে পাই, এবং আমরা যখন তাহার
নিকট দিয়া গমন করি, তখন সে প্রবলরূপে অঙ্গভঙ্গি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাদি-
গকে কি বলিতে থাকে। সেই কৃষক-রমণী কি বলিতে থাকে, আমি তাহা শুনিতে

পাই না, কিন্তু আমার সমুদ্রবিহারী বন্ধু আমার দিকে চাহিয়া সত্বর করে বলেন, (আমরা তখন জাৰ্মান ভাষায় কথা কহিতেছিলাম) “হা আমার ঈশ্বর! আপনার নাসিকা বরফে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।” ইহা শুনিবামাত্র আমি কতক ভয়ের সহিত নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিলাম যে, অসাবধানতার জন্য আমার সমস্ত নাসাটাই গিয়াছে, কি তাহার কতক অংশ গিয়াছে। নাসিকাটা একেবারে নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অথবা একেবারে ছোট হইয়া যাওয়া দূরে থাকুক, হাত দিয়া দেখিলাম, নাসিকাটা পুরীপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে এবং কাঠের ন্যায় শক্ত এবং অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

আমার বন্ধু বলিলেন, “আপনি যদি এই দণ্ডে অবতরণ করিয়া, বরফের দ্বারা আপনার নাসিকাটী সম্পূর্ণ বলের সহিত রগড়াইতে পারেন, তাহা হইলে এখনও আপনার নাসিকাটীকে রক্ষা করিতে পারেন।”

আমি সেই কথামত অবতরণ করিলাম, কিন্তু তখন এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কোনমতেই বল প্রয়োগ করিতে পারিলাম না। আমার ফার-মণ্ডিত পরিচ্ছদ খুলিয়া গেল, এবং দারুণ শৈত্য বায়ু যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আমাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিল, এবং আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যাইলাম।

আমি কতক্ষণ পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থায় ছিলাম, জানি না। যখন আমি প্রথম নেত্রোন্মীলন করিলাম, তখন দেখিলাম, আমি একটী অপরিচিত কক্ষমধ্যে রহিয়াছি, চারিদিকে ড্রাগুন নামক সেনাদলের কর্তৃপক্ষগণ সামরিকবেশে দণ্ডায়মান, এবং প্রথম এই কথা আমার কর্ণে যাইল যে, “এক্ষণে ইনি বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, কিন্তু ইহার জর হইবে।”

আমি পরে জানিতে পারি যে, এই জ্বরের কথা একজন দক্ষ চিকিৎসকের মুখ হইতেই বাহির হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সেই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয় নাই। সেই অল্পমিত জ্বর আদৌ আইসে নাই। এই একমাত্র কুফল দেখা যায় যে, তদবধি কিছু দিন ধরিয়া আমার দক্ষিণ হস্তটী অনম্য ভাবে থাকে, এবং প্রায় একপক্ষ কাল আমি সাধারণ-সমক্ষে আমার নাসিকাটী বাহির করি নাই।

এই ক্ষুদ্র ঘটনাটী যদি আমাকে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার যোগ্যতা দিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বলি যে, দারুণ শীতে শরীরকে অল্পপযুক্ত বেশে রক্ষা করা প্রায়ই স্ফূর্ত্ত কষ্টহীন মূর্ত্তি তুল্য, কিন্তু তদবস্থা হইতে পুনর্জীবিতকারির চিকিৎসা প্রণালীটী বাস্তবিক আরও কষ্টপ্রদ—এতদূর কষ্টপ্রদ যে, “অনন্ত নিদ্রায়” অভিভূত হইতে না দিয়া, চিকিৎসকগণ যে, ক্ষণকালের জন্য অচৈতন্য নিবারণ করেন, তজ্জন্য রোগী যে, তৎকালীন দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করা বাইতে পারে।

শীতের গমন এবং গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব সময়টীতে কবীয়ার শকটারোহণে পথে গমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শীতের বরফরাশি বিগলিত হইবার অনতি-

পরেই শকটায়োহণে যে হতভাগ্য, মানব পথ দিয়া বহু দূর গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অন্তে বড়ই কষ্ট ঘটে, এবং শীতের প্রারম্ভে যে সময়ে হেমন্তের কদম-রাশি তুব্বার দ্বারা জমাট বাধিয়া যায়, এবং বরফাভাবে সমসরল হইয়া যায় না, সে সময়ের পর্যটনকারীদের ভাগ্য আরও মন্দ !

সকল ঋতুতেই পর্যটনকালীন সেই একঘেয়ে ভাব, নানাবিধ অপ্রিয়জনক—অনুষ্টুপূর্ব ঘটনার দ্বারা নিশ্চয়ই ভঙ্গ হইয়া যায়। হয় ত চাকার আল ভাঙিয়া যায়, নয় ত চাকা খুলিয়া যায়, অথবা হয় ত ঘোটক সংগৃহীত করিতে পারা যায় না। একটা গুরুতর ঘটনার নিদর্শনস্বরূপ আমার স্মারক-পুস্তক হইতে এক অংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ককেশশ পর্বতের প্রধান শিখরশ্রেণী অভিমুখে যে সকল উপত্যকা গিয়াছে, তন্মধ্যস্থ একটা উপত্যকার প্রবেশ-পথোপরিস্থ মাইকপ নামক স্থানে অতি প্রত্যুষে আমরা উপস্থিত হই। আমরা ডাকের আড্ডায় অবতরণ করিয়াই, পরিবর্তী ডাকের আড্ডায় যাইবার জন্য অশ্ব আনিতে বলিলে, এই সংক্ষিপ্ত উত্তর পাই যে, “এখানে আর ঘোটক নাই।”

“কখন অশ্ব পাওয়া যাইতে পারিবে?”

“আগামী কল্য।”

এই শেষ উত্তর শ্রবণে আমরা মনে করি যে, ইহা অতিরিক্ত মন্তরামি, এবং যে পুস্তক মধ্যে আইন অল্পসারে কোন্ সময়ে ঘোটক যায়, তাহা রীতিমত লেখা থাকে, সেই পুস্তক আনিতে বলি, কারণ তৎপাঠে সহজেই জানা যায় যে, কোন্ সময়ে আবার প্রথমে শকটে অশ্ব সকল গমন জন্য সংযোজিত হইবে। সামান্য গণনার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, অপরাহ্ন চারিটার সময় আমাদের অশ্ব পাওয়া উচিত। পরে রুবীয়ার আভ্যন্তরীণ প্রধান মহী এবং অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তির স্বাক্ষরিত অনেক নিদর্শনপত্র এবং দলীল, আড্ডারক্ষককে দেখাইলাম, এবং বলিলাম যে, তিনি যেন ডাকের নির্দিষ্ট নিয়ম ভঙ্গ না করেন।

এই সকল নিদর্শনপত্র এবং দলীলপত্র—যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরা রাজপুরুষদিগের দ্বারা বিশেষরূপে পরিরক্ষিত, সেই সকল পত্র দ্বারা আমরা নিম্ন শ্রেণীর আড্ডারক্ষকদিগের সহিত ব্যবহার কালে সাধারণে বিশেষ উপকার পাই-
য়াছি; কিন্তু এই আড্ডারক্ষকটী সেরূপ সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। সে এক জন কেশাক, দোঁখিতে বিরাটকায়, বৃহৎগুলির ন্যায় গোলাকার বৃহৎ মস্তক, শূকরের লোমের ন্যায় ছোট ছোট চুল, লোমশ জুগুগল; দোলায়মান স্বদীর্ঘ দাড়ী, গর্বিত ভাব, এবং মূর্ত্তিটী এরূপ এক রকম বিচিত্র যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন এক জন স্তম্ভাস্পদ ব্যক্তি। যদিও তখনও বেলা অধিক হয় নাই, কিন্তু তখনই সে প্রচুর পরিমাণে স্মরাসার সেৱন করিয়াছিল, এমত প্রকাশ পায়, এবং তাহার ভঙ্গির দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, যে শ্রেণীর লোকদিগের মদ্যপান সূত্রে আনন্দ জন্মে

এ সে জেবীর লোক নহে। সেই নিদর্শন এবং দলীল পত্রগুলির মধ্যে সে সম্মি-
কৃতভাবে ঈর্ষা দৃষ্টি দানে (সে যেন পড়িতে পারে, এমনত ভাব জানাইয়া) তৎসমস্ত
টেবলের উপর নিক্ষেপ করিয়া, তাহার বিরটি হস্তদ্বয় তাহার পাজামার বিস্তৃত
জেবের মধ্যে পুরিয়া, ধীরে ধীরে নিশ্চিতরূপে গভীর স্বরে বলিল, “আপনি আগামী
কল্য সকালে ঘোটক পাইবেন।”

পর দিনের পরিবর্তে সেই দিনই বেলা ৪টার সময় যেন অশ্ব প্রস্তুত থাকে,
এমত আদেশ দান করিয়া, আমরা যে তথ্যাস্থান জন্য আগমন করি, তাহা সংগ্রহ
করিতে বহির্গত হই। যাহা হউক, আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, আমাদিগের
আজ্ঞা কার্যে পরিণত হইবে না, সুতরাং আমরা যে রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ
জন্য গমন করি, আমাদিগের জন্য অন্য ঘোটক সংগ্রহের নিমিত্ত তাঁহাকে অহুরোধ
করি। সেই ভীমকায় কোশাকের সহিত যাহাতে আর কোন গোলযোগ না ঘটে,
তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা নিফল হইয়া যায়। সে স্থানে আর অন্য ঘোটক
ভাড়া পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা ডাকের আড্ডায় অপরাহ্ন চারিটার সময়
প্রত্যাবর্তন করি, এবং আমরা যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা সত্যোপরিণত হইয়াছে
দেখিয়া, আমরা পুনরায় পূর্বোক্ত রাজপুরুষের নিকট আবেদন করিলে, তিনি সদয়
ভাবে আড্ডায় আগমন করিয়া, সেই একগুঁয়ে আড্ডারক্ষকের উপর আপনার সমস্ত
প্রাবল্যশক্তি বিস্তার করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। সেই বিরটি-
কায় ব্যক্তি, সাধারণ সামান্য মনুষ্যের কথা যে ভাবে শুনিয়া থাকে, সেই রাজ-
পুরুষের কথাও সেই ভাবেই শুনিগ, এবং সেই রাজপুরুষের উপদেশ এবং আদেশ
গুলির সে একরূপ ভাবে উত্তর দান করিতে লাগিল যে, তাহাতে বিশেষ প্রকাশ
পাইল যে, সে আইনানুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজপুরুষের প্রতি অতি সামান্য
সম্মান প্রদর্শন করে। সর্বশেষে আমাদিগের সেই রাজপুরুষ বজুটী, নিজে বহুল
কষ্ট সহ্য করিয়া, আমাদিগের জন্য অন্য কয়টি ঘোটক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলে,
সেই আড্ডার অহুযোগ-পুস্তকের মধ্যে আমাদিগের এই ঘটনাটী বর্ণবদ্ধ করিয়া
আমরা তুষ্ট হই।

যখন আমরা সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিলাম ভাবিয়া, গমন জন্য প্রস্তুত
হই, তখন আমরা আর একটি নূতন অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন মধ্যে পতিত হই। সেই বিরটি-
কায় পুরুষ যখন দেখিল যে, আমরা তাহার সাহায্য ব্যতীত অন্যত্র হইতে অশ্ব কয়টি
সংগ্রহ করিয়াছি এবং সে ব্যক্তি আমাদিগের নিকট হইতে অন্যায়রূপে যে অর্থ
আদায় করিয়া লইবার আশা করিয়াছিল, এই সূত্রে যখন সে দেখিল যে, তাহার
সে আশাও একেবারে দূর হইয়া যাইল, তখন সে আমাদিগকে তাহার নিজের কয়টি
ঘোটক দিতে চাহিল, এবং আমরা অহুযোগ পুস্তক মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে যে
অহুযোগ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা একেবারে কাটিয়া না দিলে, আমাদিগকে
চলিয়া যাইতে দিতে অসম্মত হইল। আমরা তাহার প্রস্তাবমত কাজ করিভে অসম্মত

হইলাম, এবং তখন তাহার সহিত আমাদের পুনরায় যেরূপ সন্ধি দাঁড়াইল, রাজনৈতিক দোতা-ভাষার তাহাকে টেণ্ডিয়াস কহে, বাস্তবিক সে অবস্থাটী বড়ই অসুখকর । আমাদের সেই নিগ্রহকারীর সেই প্রতিবন্ধক বধেও বহি আমরা সে সময়ে আমাদের দ্রব্যাবলী লইয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমরা একটা হাতাহাতি ব্যাপার উপস্থিত করিয়া দিতাম, এবং তাহাতে নিশ্চয়ই আমরা কুফল লাভ করিতাম । গোলিয়াথের * সমক্ষে অল্পবয়স্ক ডেভিট যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমার সহচর বা আমি সেইমত দৃষ্ট হইতাম । বর্তমান গোলিয়াথ যুযুক্ষে একজন বিশেষ নিপুণ, এমত অনুমান করিবার যদিও কোন কারণ ছিল না, কিন্তু সে সহজেই সেই ক্ষুদ্র-কক্ষ মধ্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়কে আবদ্ধ করিতে পারিত এবং তৎপরে এমত একটা ব্যাপার ঘটত, যে হুত্রে বিচারপতির তাহারক করিয়া এরূপ রায় দিতেন যে, “ভয়ঙ্কর রূপে চাপন দ্বারা অবিলম্বে মৃত্যু ঘটয়াছে ।” এতদ্ব্যতীত আমাদের শত্রুর অধীনে একদল ডাকবালক এবং বহুল চন্দ্রনির্মিত কশা ছিল, স্মরণ্য তাহাদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ আমাদের একেবারে পরাস্ত করিয়া দিতে পারিত । এমন কি যদিও আমরা আমাদের দ্রব্যাবলী বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া জয়ী হইতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমাদের অবস্থা পূর্বমতই থাকিয়া যাইত, কারণ পডরোজনাইয়া অর্থাৎ ডাক-সনন্দ পত্রখানি তখনও পর্য্যাপ্ত সেই নিগ্রহকারীর হস্তে ছিল, স্মরণ্য সেখানি ছাড়িয়া আমাদের গমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল । এই কারণেই সে সময়ে বলপূর্বক আমাদের সহাদিকার লাভ চেষ্টা করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতাজনক হইত, এবং সেই কারণে আমরা পুলিশে গিয়া অহুযোগ করাই কর্তব্য জ্ঞান করি ।

আমার বন্ধুটী আড্ডার মধ্যে আমাদের দ্রব্যাবলীর উপর দৃষ্টি রাখার জন্য অবস্থান করেন, এবং যে পুলিশ কর্মচারী ইতিপূর্বে আমাদের সাহায্যার্থ সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি তাহার অহুসন্ধানে গমন করি । আমার প্রত্যাবর্তন করিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু কিরিয়া আসিয়াই দেখি যে, ইতিমধ্যেই একটা প্রবল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে । দেখি যে, ডাকের আড্ডার চারিদিকে অনেক লোকজন জমা হইয়াছে, এবং সিঁড়ির উপর সেই আড্ডারক্ষক এবং তাহার সহচরগণ বলিতেছে যে, গৃহমধ্যস্থ পর্য্যটক তাহাদিগকে গুলি করিয়া খুন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । আমি দ্রুতগতি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং তন্মধ্যে বান্ধবদের গুলি পাইয়া শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু কোন অনিষ্টপাতের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না । আমার বন্ধুটী বাহাদুর্য্যে অনাঘাতপ্রাপ্তভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, এবং সে সময়ে যেন কিছুক্ষণের জন্য উভয় পক্ষে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছিলেন ।

* গোলিয়াথ এক জন ফিলিষ্টাইন দেশীয় অতি বিরাটাকায় শাসকাকার পুরুষ ছিল । অল্পবয়স্ক ডেভিট একটা ফিল্ম সহযোগে এক খণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া, গোলিয়াথকে বধ করিয়াছিল ।—অনুবাদক ।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই স্থানের শান্তিরক্ষকেরা সমবেত হইলেন, একটা বাতি প্রজ্জ্বলিত করা হইল, ঘারে দুই অস্ত্রধারী কোশাক প্রহরীরূপে দণ্ডারমান হইল, এবং পূর্বাভ্যুতানিক তত্ত্বাসন্ধান আরম্ভ হইল। পুলিশবিভাগের প্রধান কর্ম-কর্তা উপবিষ্ট হইয়া, দ্রুতগতি ফুলকেপ কাগজের এক পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিলেন। অল্পসন্ধান প্রকাশ পাইল যে, একটা রিভলভার বন্দুকের দ্বারা দুইটা গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল এবং দুইটা গুলি প্রাকার-গাত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যে সকল লোক সেই সময়ে উপস্থিত ছিল, এবং তাহারা এ ঘটনার কথা কেবল শুনি-য়াছিল মাত্র, নিজে কিছুই দেখে নাই, তাহাদিগেরও সাক্ষ্য রীতিমত গৃহীত হইল। আমাদিগের প্রতাপক্ষগণ ক্রমাগত বলিতে লাগিল যে, আমার বন্ধুই সর্বপ্রথমে আক্রমণ করেন, কিন্তু আমার বন্ধু বারম্বার সে কথার দৃঢ় প্রতিবাদ করিলেও তাহারা তাহা বলিতে লাগিল, এবং একাধিকবার “হত্যা করণের চেষ্টা” এই অমঙ্গলহৃচক কথা সমুচ্চারিত হইয়াছিল। বাস্তবিক কাণ্ডটা তখন বড়ই ভীতিপ্রদ বোধ হইতে লাগিল। রাজকীয় নিয়মিত অল্পসন্ধানরূপ চিরক্ষুধিত রাক্ষস যত দিন না সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত এমন কি কয়েক সপ্তাহকাল জঘন্য স্থানে আবদ্ধ থাকি-বার পূর্বসূচনাই হইয়াছিল। কিন্তু শেষ ফল?—আমি সে প্রশ্নটা তখন বিবেচনা করিতে চেষ্টা করি নাই।

যখন এই তত্ত্বাসন্ধানের ফলটা এইমত ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইতেছিল, সেই সময়ে হটাৎ কাণ্ডটা অপ্রত্যাশিত মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং ঠিক উপযুক্ত নময়েই—যে সময়ে আমরা সকলেই যেন এক খানি উত্তেজক নবন্যাসের মধ্যে পুত্তলিকা পরূপ অবস্থান করিতেছিলাম, সেই সময়ে যেন মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই সময়ে সচরাচর যেমন মুহূর্ত্তের জন্য নীরবতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইমত নীর-বতার পর রব উঠিল—“এই যে তিনি! তিনি আসিতেছেন!” এই “তিনি” শব্দটা অনিশ্চিত এবং রহস্যজনকরূপে উচ্চারিত হইতেছিল। শেষে জানা গেল যে, “তিনি” বিচারবিভাগের একজন কর্ম্মকর্তা, এবং তিনি যে, সেই অবস্থার বিচারপক্ষে একজন সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহা প্রকাশিত করিয়া দিলেন। রুঘীয়া রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেরই ন্যায় তিনিও দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচার করিতে ভাল বাসেন না, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি বিচারের পথটি পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তিনি বৃষ্টিতে পারিলেন যে, হত্যার চেষ্টা বা সেই শ্রেণীর অন্য কোন চেষ্টাপ্ররূপ হয় নাই। পর্য্যটকদিগের বিশ্রামকক্ষ-মধ্যে আড্ডারক্ষকের প্রবেশ করিবার কোন অধিকার নাই, কিন্তু এই আড্ডারক্ষক তাহার দুইজন সহকারীর সহিত ভয়প্রদর্শক মূর্ত্তিতে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এবং যখন তাহারা সেই গৃহ হইতে সহজে বহির্গত হইতে অস্বীকার করে, তখন আমার বন্ধু তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য এবং অপরের সাহায্য প্রত্যাশায় রিভলভার বন্দুক ছুঁড়িয়াছিলেন। তাহারা যে মিথ্যা করিয়া বলে যে, তাহারা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র আমার বন্ধু তাহা-

দিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালনা করিয়াছিলেন, সেই মিথ্যাকথা সহজেই সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়া যায়, কারণ গুলিধ্বংস প্রবেশদ্বারের অনেক উচ্চে প্রায় কড়ি কাঠের নিকট আবদ্ধ হইয়াছিল।

আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, এই ব্যাপারের শেষ পরিণতি এইরূপ অপ্রত্যাশিতজনক হওয়ায়, আমি অতীব আশ্চর্যান্বিত হই। যে ঘটনাটি ঘটে, বারের মধ্যে সহজভাবে কেবল তাহাই বিবৃত করা হয়। কিন্তু আমি ইহা দেখিয়া চমুৎকৃত হই যে, যে মহাশয় ব্যবহারাজীব অথচ রুমীয়া রাজপুত্র, তিনি এই মোকদ্দমার এরূপ মরল এবং সহজবুদ্ধিজাত মন্তব্য সংগঠন করিতে সক্ষম হইলেন।

মহারজনীর পূর্বে আমরা পুনরায় স্বাধীন মহাশয় হইলাম; সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞধারী সারকেশীয়ান কোশাক শরীররক্ষীদিগের সহিত সেই চক্র-করোজ্জল রজনীতে শকটারোহণে দ্বিতীয় ডাকের আড্ডায় উপনীত হইলাম; কিন্তু হয় ত আমাদের কয়েক সপ্তাহ বাবৎ জঘন্য স্থানে বিচার প্রত্যাশায় আবদ্ধ হইয়া অতিবাহিত করিতে হইত, এই কল্পনাটি অনেক দিন পর্যন্ত যেন অপস্মার রোগের ন্যায় আমাদের আক্রমণ করিয়া ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

উত্তরীয় বন্য প্রদেশ ।

পক্ষী-চক্ষে রূষীয়ার দৃশ্য—উত্তরীয় বন্য প্রদেশ—আমার গমনের

উদ্দেশ্য—ব্যবস্থা করণ—রাজপথ—একখানি গ্রাম—

কৃষকের বাটী—বাশ্পশক্তি—বিচিত্র

প্রথা—উপস্থিতি ।

কোন একটি দেশ ভ্রমণ করিলে, তৎসম্বন্ধে বর্ণনা করিবার অনেক প্রকার উপায় আছে। ভ্রমণের বিবরণগুলি ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করাই সর্বাপেক্ষা সহজ এবং সাধারণ উপায় ; বিশেষতঃ যখন পর্য্যটন সময়টী কয়েক সপ্তাহের অধিক হয় না, তখন এই উপায়টীই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু যেখানে কোন প্রদেশে কয়েক বর্ষ কাল পর্য্যটন করা যায়, সেখানে এই উপায়টী সহজে অবলম্বন করা যাইতে পারে না। আমি যদি সেই উপায় অবলম্বন করি, তাহা হইলে আমি শীঘ্রই পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া ফেলিব। তাহা হইলে পাঠককে আমার সঙ্গে লইয়া একটি নিভৃত গ্রামে যাইতে হইত, এবং আমি যত দিন না সেখানকার ভাষায় কথোপকথন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা পাই, তত দিন পাঠককে আমার জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। তাহার পর তাঁহাকে আমার সহিত একটি প্রাদেশিক নগরে গমন করিতে হইত, এবং তথাকার একটি সাধারণ রাজ-কার্যালয়ে কয়েক মাস অতিবাহিত করিতে হইত, সেই সময়ের মধ্যে আমি এখানকার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মূল ইন্ত্রগুলি অবগত হইতে চেষ্টা করিতাম। তৎপরে তাঁহাকে আমার সহিত একটি প্রকাণ্ড পুস্তকালয়ে প্রায় দুইবর্ষকাল অতিবাহিত করিতে হইত, আমি তথায় দেশের ইতিহাস এবং সাহিত্য আলোচনা করিতাম, এবং আরও এই মত কত কি করিতে হইত। এমন কি আমার পর্য্যটন কার্য্যও তাঁহার পক্ষে বড়ই দীর্ঘস্থায়ী এবং কষ্টপ্রদ বোধ হইত, (আমার পক্ষেও এই মত বোধ হইয়াছিল), কারণ তাঁহাকে আমার সহিত বহু ক্রোশ পরিমিত একরূপ পথ যানারোহণ কষ্টের সহিত যাইতে হইত যে, এক জন বিশেষ আশ্রয়স্থিত আরব-লিপিলেখকও সেই গন্তব্য পথের বিবরণ লিপিবদ্ধ কালে কেবল মাত্র ডাকের আড্ডাগুলির নাম লিপিবদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই লিখিবার যোগ্য জিনিস পাইতেন না।

এই কারণেই কেবল মাত্র ধারাবাহিক পর্য্যটন-বিবরণ বিবৃত না করিয়া, যে সকল বিশেষ আকর্ষক পদার্থনিচয় এবং ঘটনা আমার জ্ঞাতনারে আসিয়াছিল, তৎসমস্তের বর্ণনায় আবদ্ধ থাকাই আমার পক্ষে ভাল। পুস্তকসমূহ হইতে আমি

যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তৎসমূহের ভাষা করিবার পক্ষে আমি বাহ্য চক্ষে দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তদ্বারা আমার বিশেষ সাহায্য হইবে ।

সচরাচর নিয়মমত রুঘীয় রাজধানী সেট পিটাসবর্গ হইতে আরম্ভ না করিয়া, আমি একেবারে বিস্তৃত উত্তরীয় বন্য প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করাই অনেক গুলি কারণে ভাল বোধ করি । রাজধানীর বিষয় অতঃপর বিবৃত করিব ।

পক্ষী-চক্ষের দৃষ্টির স্তায় যুরোপীয় রুঘীয় সমস্ত দৃশ্য যদি দেখিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে দর্শক দেখিতে পাইতেন যে, দেশটা ছুই খণ্ডে বিভক্ত, এবং ছুইটীর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন । উত্তরের অর্ধাংশটা জলাভূমিময়, এবং সেই জলা ভূমি, নদী হ্রদ, এবং বিলের আকারে প্রচুর জলে পরিপূর্ণ এবং তাহার মধ্যে মধ্যে বহুল কৃষিকেন্দ্র বিরাজমান । দক্ষিণ অংশটা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত—প্রকাণ্ড বিস্তৃত উৎকৃষ্ট কৃষিকেন্দ্র, মধ্যে মধ্যে কেবল বালুময় ভূমিখণ্ড বা বন দ্বারা বিভক্ত । যে কাল্পনিক তরঙ্গাকার শিখরমালা এই দুই প্রদেশকে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, তাহা অক্ষাংশের পঞ্চাশৎ রেখার পশ্চিম সীমান্তে আরম্ভ হইয়া, উত্তর পূর্ব দিকে গিয়া, উত্তর অক্ষাংশের ৫৬ রেখায় ইউরাল পর্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে ।

উত্তরাংশে পৰ্যটনকালে আমি যে প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করি, এবং কয়েক সপ্তাহ কাল স্বেচ্ছাক্রমে নির্ধারিত হওয়াই যে পৰ্যটনের মূল উদ্দেশ্য হয় সেটি আমার বেশ মনে পড়িতেছে । কেন আমি এই পৰ্যটনে প্রবৃত্ত হই, তাহার কারণ এই যে, কয়েক মাস কাল সেট পিটাসবর্গে অবস্থান হুত্রে আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি যে, রুঘীয় ভাষাটী এরূপ যে, তাহা কেবল প্রত্যক্ষ অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা করিতে পারা যায়, এবং প্রলয়াতীতকালযাবৎ পরমায়ুবিশিষ্ট কোন লোক যদি উক্ত রাজধানীতে সমস্ত অতিদীর্ঘ জীবনটী অতিবাহিত করেন, এবং বিশেষতঃ জুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যদি জাৰ্ম্মাণ এবং ফরাসী ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলেও তিনি রুঘীয় ভাষায় অনর্গলরূপে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিবার শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন না । তাহার বন্ধু এবং সহচরদিগের সহিত তিনি ফরাসী এবং ইংরাজি ভাষায় কথা বার্তা কহিয়া থাকেন । পরিচারক এবং সেই শ্রেণীর লোকদিগের সহিত কথোপকথন কালে জাৰ্ম্মাণ ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ড্রাকি নামক যে সকল অনাবৃত ক্ষুদ্র শকট গুলি বগী গাড়ীর কাজ করে, সেই সকল শকটচালক, যাহারা ইনভোসচিকি নামে অভিহিত হয়, কেবল তাহাদিগের সহিত কথোপকথন কালে তিনি রুঘীয় ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন, এবং তাহাদিগের সহিত কথোপকথন কালে সংখ্যাবদ্ধ কয়েকটী কথাই যথেষ্ট হয় । মুদ্রার সংখ্যা এবং চারিটী ক্ষুদ্র সহজ কথা, যাহা অনায়াসে শিক্ষা করা যায়, যথা—চল (পোষল), দক্ষিণ দিকে (না প্রাভো), বাম দিকে (মা লিয়েভো), এবং থাম (টোই), কেবল এই কয়টি কথার প্রয়োজন হয় ।

কিন্তু পশ্চিম যুরোপের ভাষাপ্রাবিত দেশের বাহিরে যাইতে পারি, যখন আমি ইহা চিন্তা করিতেছিলাম, তখন এক বন্ধু আমার সাহায্যার্থ আইসেন, এবং নভগরদ প্রদেশে তাঁহার যে জমীদারী আছে, আমায় তথায় যাইবার প্রস্তাব করেন, কারণ সেখানে এরূপ এক জন বুদ্ধিমান সৰ্বজনপ্রিয় গ্রাম্য পাদরী আছেন যে, তাঁহার কোন প্রকার ভাষাতত্ত্ববিদ্যাজ্ঞাত গৰ্ব্ব নাই। এই প্রস্তাবটী আমি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিলাম, এবং এতদনুসারে একদা প্রাতঃকালে মস্কাউ রেলওয়ের একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে উপনীত হইয়া, মেম-লোম-নির্মিত পরিচ্ছদযুক্ত একটী কৃষককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম যে, ইভানোফ্কা গ্রামে (যে গ্রামে আমার ভবিষ্য শিক্ষক বাস করেন) আমি শকটারোহণে যাইতে ইচ্ছা করি। স্পেনের গাভী সকল ফরাষী ভাষায় কথা কহিতে পারে, সাধারণের যেমন এই একটা অনুমান আছে, আমিও সেই সময়ে সেইমত এলোমেলো ভাবে যৎকিঞ্চিৎ রুযীয়া ভাষায় কথা কহিতাম। আমি রুযীয়া ভাষায় প্রথমে যে প্রশ্ন করি, তাহার অবিকল অনুবাদ যথা—“ইভানোফকা। ঘোটক। তুমি পার?” প্রশ্নাত্মক ভাবটী ক্রমে ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে এবং ভ্রুভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করি।

প্রশ্নাত্মক পরে কৃষক বলিল—“ইভানোফকা?” অত্যাশ্চর্য দেশের লায় রুযীয়া-তেও কৃষকেরা যখন বিদেশীয়দিগের সহিত কথা কহে, তখন তাহারা প্রধানতঃ সময় লইবার জন্যই এক প্রশ্ন বারম্বার করিতে ইচ্ছা করে।

আমি উত্তর দিলাম—“ইভানোফকা।”

“তার পর?”

“তার পর!”

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর কৃষক মন্তক নাড়িল এবং এরূপ কথা বলিল, যাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু আমি আশ্চর্য্যে ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, সে আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার চুক্তি করিতে প্রস্তুত।

“কবল। কত?”

সে যেভাবে ক্র কুণ্ঠিত করিয়া কপাল রগড়াইতে লাগিল, তাহাতে আমার বোধ হইল যে, আমার প্রশ্নটী তাহার পক্ষে যেন একটা কঠিন অঙ্ক গণনার তুল্য হইল। শিশুরা পিতা মাতার নিকট তোষামোদ দ্বারা কোন একটা আবদার পূরণ করিয়া লইতে না পারিলে, যেরূপ মুখভাব প্রকাশ করে, সেই কৃষকের একাগ্র-চিন্ততার স্থানে সেইমত ভাব ক্রমে দেখা দিল। একটী ক্ষীণ শব্দশ্রোত-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, কিন্তু আমি তাহার অর্থ একেবারে বুঝিতে পারিলাম না।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—“কত?”

“দশটী!” দ্বিধা করিতে করিতে ক্ষমা প্রার্থনা-ভাবে কৃষক এই কথা বলিল।

সে যে কথা বলিল, তজ্জন্ত সে যেন অর্দ্ধাধিক লজ্জিত এমত জানাইল।

“দশটী!” আমি ক্রুদ্ধভাবে ইহা বলিয়া উঠিলাম। পরে “দুইটী, যথেষ্ট!” ইহা

বলিয়া, আমার নিকট হইতে সে তত অধিক আদায় করিয়া লইতে পারিবে না, ইহা সঙ্কেতে বুঝাইবার জন্য হাত নাড়িয়া, আমি ষ্টেশনের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিলাম। আমি ঘরের নিকট গমন করিবা মাত্র তাহাকে বলিতে শুনিলাম,— “প্রভু!—প্রভু!—আটটি!” কিন্তু আমি সে কথায় কর্ণপাত করিলাম না।

এই চুক্তি সম্বন্ধে শেষে কি কি ঘটে, তাহার সবিস্তার বিবরণ বিবৃত করিয়া, আমি পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না, কিন্তু সেই চুক্তিকার্য্য উভয় পক্ষ হইতেই একরূপ রাজনৈতিক বিশেষ সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিল, যেন রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে অথবা যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া দিতে হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমরা যেন ভর্ক বিতর্ক করিতেছি। সে প্রত্যেক ব্যয় যেমন টাকার পরিমাণ কমাইতে লাগিল, আমিও সেইমত প্রতিবার কিছু কিছু বাড়াইতে লাগিলাম। অবশেষে যখন আমি ভাবিলাম যে, সে আমার চুক্তিতে অসম্মত হইয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তখন দেখি যে, সে পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, আমার দ্রব্যাদি তুলিয়া লইল, এবং তদ্বারা জানাইল যে, আমি সর্ব্বশেষে তাহাকে যে ভাড়া দিতে চাহিয়াছিলাম, সে তাহাতেই সম্মত হইয়াছে।

কেবল চারিটি রুবল মুদ্রা মাত্র ভাড়া ধার্য্য হয়; প্রায় দশ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে, স্ত্রতরাং সচরাচর অবস্থায় ইহা দূরত্বা অল্পস্বারে যথেষ্ট; কিন্তু কিছুদূর না যাইতে যাইতে আমি দেখিতে পাই যে, গন্তব্য পথের অবস্থা বড় সহজ নহে। এবং তখন ইহাও বুঝিতে পারিলাম যে, চুক্তির সময় কেন সেই কৃষক সংয়ের মত অন্ধভঙ্গি করিয়া আমাকে বিরক্ত করিয়াছিল। ক্রমাগত কয়েকদিন যাবৎ অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টি হইয়াছিল, স্ত্রতরাং যে পথ দিয়া আমরা যাইতেছিলাম, কাব্য-স্বাধীনতার সাহায্য ব্যতীত তাহাকে বাস্তবিক পথ বলা যাইতে পারে না। তাহার কোন অংশ পয়ঃ-প্রণালীর মত হইয়া গিয়াছিল, কতক অংশ দলদলে ভূমির স্বরূপ হইয়া গিয়াছিল, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অর্ধেক পথ গমন করিয়াছিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বসৃষ্টির যে সময়ে স্থল হইতে জলের পার্থক্য সাধিত হয় নাই, সেই সময়টী বারম্বার আমার স্মরণ হইতে থাকে। শকটের উপর হইতে বাহাতে আমি পড়িয়া না যাই, এমত ভাবে যে সময়ে উপবিষ্ট হইতে এবং আমার দ্রব্যাবলী বাহাতে পড়িয়া নষ্ট না হয়, এমত ভাবে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলাম, সে সময়ে অন্যদিকে আমার দৃষ্টি ছিল না, স্ত্রতরাং তখন আমি মনে মনে এমত কল্পনা করিতে থাকি যে, নৌকাকৃতি শকট প্রস্তুত করিয়া, দ্রুতগামী দিক্‌ঘোটক বা অন্য কোন জন্তু, যাহারা জলের ন্যায় স্থলেও সমভাবে বিচরণ করিতে পারে, তাহাদিগের দ্বারা এই পথে সেই নৌ-শকট চালন করা সম্ভবপর। এক কথায় ফৌরিয়ার যেমন তিমিমৎসাদিগকে জাহাজ-টানা বাস্পতরী অর্থাৎ ষ্টিমারের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমার এই প্রস্তাবটীও সেইমত উপকারী এবং সম্ভাব্য বিবেচিত হইয়াছিল।

আমাদিগের দৌভাগ্যবশতঃ আমাদিগের কৃশ অথচ মজবুত ক্ষুদ্র ঘোটকদ্বয়

কিন্তু জলজন্তুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতে কোন আপত্তি করে না । তাহার সাহসের সহিত জল ভাঙ্গিয়া বীরের ন্যায় কর্দমের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল । আমরা যে শকটের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, তাহার নাম টিলেগা, এবং তাহা চারিচাকাবিশিষ্ট স্ফটিকাকার শকট—সেখানি কিন্তু অশ্বদ্বয়ের ন্যায় নীরবে সেই উৎপীড়ন সহ্য করিল না । সংবর্ষণ শব্দে যেন শকটখানি অল্পনয় বিনয়ে অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে লাগিল, এবং নিতান্ত সঙ্কটযুক্ত স্থলে ধঙ বিধঙ হইয়া যাইবার ভয় দেখাইতেও লাগিল ; কিন্তু শকটাদ্যক্ষ সেই শকটের যোগ্যতা এবং অদৃষ্টা বিলক্ষণ জানিত, সুতরাং সে শকটের সেই অমঙ্গলজনক ভয়প্রদর্শনের প্রতি কণপাতও করিল না । বাস্তবিক একবার একখানা চাকা একেবারে খুলিয়া যায়, কিন্তু তাহা শীঘ্রই কর্দমের মধ্য হইতে উদ্ধার পূর্বক পুনরায় সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অনিষ্ট হয় নাই ।

ঘোটকদ্বয় তাহাদিগের কর্তব্য এমত উত্তমরূপে পালন করে যে, তাহার মধ্য পথে আমাদিগকে একটী গ্রামের মধ্যে আনিয়া দেয় । আমি তখন তাহাদিগকে বিশ্রাম ও কিঞ্চিৎ আহার করিতে দিতে অসম্মত হইতে পারি নাই, বিশেষতঃ আমার নিজের চিন্তাও তখন সেই দিকে আকৃষ্ট ছিল ।

এদেশের এই অঞ্চলে সাধারণে গ্রামগুলি যে প্রকার হইয়া থাকে, সেই গ্রাম খানিও সেইমত এবং ইহার মধ্যে কেবল দুইটী নমসারিবিশিষ্ট কাঠনির্মিত বাটী-শ্রেণী বিরাজমান । পথ—যদি এক ঘুটের অধিক গভীর কর্দমস্তবককে পথ বলা যায়, তাহা হইলে সেইরূপ পথ সেই বাটীশ্রেণীর মধ্য দিয়া গিয়াছে । সকল বাটীরই ত্রিকোণাকৃতি চালু ছাদগুলি পথের দিকে চালু হইয়া আসিয়াছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোনটী নির্মাণসৌন্দর্য্য প্রদর্শনার্থ বিবিধ ছিদ্রযুক্ত কাঠের কারুকার্য্যবিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । বাটীগুলি এবং তাহাদিগের সম্মুখস্থ শ্রেণীবদ্ধভাবে বড় বড় কাঠনির্মিত তোরণ এবং অভূচ্চ কাঠ-প্রাকারগুলি, প্রাঙ্গনভূমিগুলিকে রাজপথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে । গ্রামের আরও অনেক দূরাংশে সেইরূপ একটী প্রাঙ্গন ভূমির মধ্যে আমাদিগের ঘোটকদ্বয় আপন ইচ্ছামত প্রবিষ্ট হইল ।

আমি প্রস্নাতক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইহা কি সরাই ?” চালক মস্তক নাড়িল, এবং যাহা কিছু বলিল, তন্মধ্যে “বন্ধু” এই শব্দটী কেবল বুকিতে পারিলাম । বাস্তবিক সে গ্রামে মল্লয বা পশুর জন্য কোন আশ্রয়স্থান ছিল না, চালক কেবল বিশ্রাম জন্য তাহার এক বন্ধুর বাটীতে প্রবিষ্ট হয় ।

প্রাঙ্গনের একদিকে একটী খোলা চালা এবং তন্মধ্যে এরূপ কতকগুলি কৃষিযন্ত্র ছিল, যদ্দ্বিষ্টে আদিম আখ্যাদিগের কৃষি কার্য্যোপকরণের কতকটা ভাব জানিতে পারা যায় ; এবং অন্যদিকে বসতিবাটী এবং আস্তাবল । বাটী এবং আস্তাবল দুইটী গুঁড়ি কাঠের দ্বারা নির্মিত, এবং সেই কাঠের আকার প্রায় স্তম্ভের মত এবং সেগুলি অল্পপ্রস্থভাবে উপর্যুপরি সংস্থাপিত ।

মহুঘোর হুইটি প্রবল ইচ্ছা—ক্ষুধা এবং কৌতূহল, আমাকে তৎক্ষণাৎ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উত্তেজিত করিয়া দিল । আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া আমি দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিলাম—একটি ছোট অনাবৃত্ত বারেন্দা দ্বারা শৈত্য বরফ পতন হইতে সেই দ্বারটি রক্ষিত । আমি কোনরূপ অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়া, গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম । প্রথম ঘরটি সম্পূর্ণ শূন্য দেখিলাম, কিন্তু আমি বামের প্রাকার-গাত্রে একটি ক্ষুদ্র দ্বার দেখিতে পাইয়া, তন্মধ্য দিয়া প্রধান কক্ষে প্রবিষ্ট হইলাম । দৃশ্যটি আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং আমি গৃহস্থ প্রধান প্রধান জিনিসগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলাম । ঘরের যে দেয়ালটি আমার সম্মুখে ছিল, সেই দেয়ালের গাত্রে হুইটি ছোট ছোট চতুষ্কোণাকৃতি গবাক্ষ দেখিলাম, সেই গবাক্ষ দিয়া রাজপথ পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, এবং ঘরের দক্ষিণ কোণে উচ্চ কড়িকাঠের দিকে একটি ত্রিকোণাকৃতি কুলুঙ্গি এবং তন্মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একখানি চিত্রপট দেখিতে পাইলাম । সেই চিত্রপটের নিকট এক প্রকার বিচিত্র তৈলদীপাধার লক্ষ্যমান দেখিলাম । দ্বারের বামদিকের কোণে ইষ্টকনির্ম্মিত এবং শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত একটি বিরাটকায় উনান বা উষ্ণাগার বিরাজমান । সেই উষ্ণাগারের উপর হইতে দক্ষিণদিকের দেওয়াল পর্য্যন্ত ছয় হইতে আটফীট প্রসস্ত একটি প্রকাণ্ড কুলুঙ্গি । আমি পরে জানিতে পারি যে, ইহারই নাম “পালাটি” এবং ইহা পরিবারের এক অংশের শয্যার কাজ করে । আসবাবের মধ্যে দক্ষিণদিকের দেওয়াল-গাত্রে সংবদ্ধ একখানি লম্বা কাঠের বেঞ্চ, একটি স্থূলাকার দেবদারুকাঠনির্ম্মিত টেবেল, এবং কয়েকখানি কাঠাসন ।

আমি যে সময়ে এই জিনিসগুলি ধীরভাবে দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে সেই উষ্ণাগারের উপর হইতে একট শব্দ শুনিতে পাইলাম, এবং উপরদিকে চাহিবা মাত্র একটী মহুঘোর মুখ দেখিতে পাইলাম, তাহার মস্তকে লম্বা লম্বা চুল, মধ্যখানে সিঁতিকাটা এবং হরিৎ বর্ণের দীর্ঘ দাড়ী । আমি সেই ভূতের মত মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম, কারণ সেই কুলুঙ্গির মধ্যে শ্বাসক্ষেপ মহাকষ্টকর, এবং একজন সালামাণ্ডার বা একজন নিগ্রো ব্যতীত সেরূপ অবস্থায় অন্য কেহ সেখানে অবস্থান করিতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতেই পারি নাই, বাস্তবিক আমি স্বপ্ন দেখিতেছি কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য বিশেষ রূপে দৃষ্টিদান করিলাম । আমি চমকিত হইবা মাত্র সেই মাথাটা ঈষৎ নড়িল, এবং পরক্ষণে প্রচলিত প্রথামত অভিস্ফাদনরব করিল !

পরে না জানি কি ঘটে, এরূপ আশ্চর্য্যাস্থিতভাবে ধীরে প্রত্যভিবাদন করিলাম ।

“পীড়িত, অত্যন্ত পীড়িত !” সেই মুখটা ইহা বলিল ।

আমি মনে মনে বলিলাম, ‘এ কথায় আমি আশ্চর্য্যাস্থিত হই নাই । তুমি যেখানে রহিয়াছ, আমাকে ঐখানে থাকিতে হইলে, নিশ্চয়ই আমিও পীড়িত হইতাম ?’

আমি প্রশ্নাত্মকভাবে বলিলাম, “গরম, বড় গরম ?”

উত্তর হইল, “নিচেভো” অর্থাৎ বিশেষ গরম নহে । এই কথার আমি আরও আশ্চর্য্যাবিত হইলাম, এবং আমি সেই সময়ে ইহাও দেখিতে পাইলাম যে, তাহার শরীরটা মেঘচর্মে সমাচ্ছাদিত !

কিছু দিন কুবীয়ায় অবস্থানের পর আমি সেরূপ ঘটনায় আর আশ্চর্য্যাবিত হই-
তাম না, কারণ আমি অচিরেই জানিতে পারি যে, কুবীয় কুবকেরা যেমন দারুণ
উত্তাপ সহ্য করিতে পারে, সেইমত দারুণ শীতসহিষ্ণু । যখন কোন শকটচালক
দ্বীয় প্রভু বা প্রভু-পত্নীকে কোন নাট্যশালায় বা কোন আমজ্ঞগস্থলে লইয়া যায়,
তখন সে কখনই ভাবে না যে, বাটী প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় নির্দিষ্ট সময়ে
আসিয়া প্রভুক লইয়া যাইবে । অনেক ঘণ্টা ধরিয়া সে সেই শকটে দ্বীয় আসনে
ধীরভাবে বসিয়া থাকে, এবং সে সময়ে শীত অত্যন্ত প্রবল হইলেও—যেদ্রুপ প্রবল
শীত আমাদিগের দেশে কখনও দেখা যায় না, সেরূপ শীতেও—নেপলসে লাজা-
রোগগণ যেদ্রুপ দ্বিপ্রহর বেলা ধীরভাবে নিদ্রা যায়, তাহারও সেইমত গাড়ীর
উপর বসিয়া ধীরভাবে বেশ নিদ্রা যায় । এসম্বন্ধে কুবীয়ার নিয়ন্ত্রণেরী শ্রমজীবী
লোকেরা যেন কেন্দ্র প্রদেশের ভল্লুকদিগের প্রথম জাতি ভ্রাতা, কিন্তু ভূগো-
লোক্তর প্রদেশের পশুদিগের ন্যায় ইহারা দারুণ গ্রীষ্মে অস্থখ বোধ করে না,
বরং ইহারা উত্তাপ পাইলে বড় স্থখ বোধ করে, এবং সুবিধা পাইলেই অগ্নির
উত্তাপে একবার শয়ন করিয়া লইতে কখনও ভুলে না । দারুণ শীতলতার পর
একবারে দারুণ উত্তাপে তাহারা যে আনন্দিত হয়, তাহা যে একটি প্রচলিত বিচার
প্রথা দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত করিয়া দিতেছে, সেটি এস্থলে বিবৃত করি-
বার যোগ্য ।

পাঠক অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, কুবীয়ায় নিয়ন্ত্রণেরী গ্রাম্য লোকদিগের জীব-
নের মধ্যে প্রভিসংগ্ৰাহে একবার করিয়া, উষ্ণ বাষ্প দ্বারা দেহশুদ্ধি করা একটি
প্রধান কাজ । ইহাতে একটা ধর্ম্মেরও সংশ্রব আছে, কারণ এক শ্রেণীর অপবি-
দ্রতার দ্বারা দেহ বিদূষিত হইলে, বাষ্পশুদ্ধি দ্বারা শারীরিক এবং নৈতিক নির্ম্মলতা
সাধন না করিয়া, কোন ধর্ম্মভীরু গোঁড়া গ্রাম্য নিয়ন্ত্রণেরী লোকই কোন ভজনা-
গারে প্রবেশ করিতে সাহস করে না । সাপ্তাহিক বন্দোবস্তমত শনিবার অপরাহ্নে
এই বাষ্পশুদ্ধি করা হয়, এবং সেই শুদ্ধির পর হইতে পরদিন রবিবার প্রাতঃকালীন
উপাসনা যতক্ষণ না শেষ হয়, ততক্ষণ যাহাতে আর কোনরূপে অশুদ্ধি না হয়,
তজন্ম বিশেষ সতর্ক থাকে । অনেক গ্রামের মধ্যেই এক একটী সাধারণ বা
জনসমষ্টির জন্য অতি আদিম কালের প্রথামত গঠিত স্নানাগার আছে, কিন্তু
দেশের কোন কোন অংশে গ্রাম্য নিয়ন্ত্রণেরী লোকেরা বাটীর মধ্যে যে উনানে
কুটী প্রস্তুত হয়, সেই উনানের উষ্ণ বাষ্পে শুদ্ধিকার্য্য সমাধা করে ! কিন্তু এই-
রূপ শুদ্ধিকার্য্য দেশের কতদূর বিস্তৃত, তাহা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না ।
সকল স্থানেই এই শুদ্ধি একরূপে করা হয় যে, তাহা মনুষ্যের শরীরে নিতান্ত অসহ্য

হইয়া উঠে—যাহারা শৈশব হইতে এই বাষ্পভুক্তিতে অভ্যস্ত না হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসহ্যজনক । আমার পক্ষে আমি একদিন মাত্র ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলাম ; এবং যখন আমি আমার পরিচারককে জ্ঞাত করি যে, আমার মস্তিষ্ক জমাট বাঁধিয়া আসিতেছে, স্মরণঃ সেই হুত্রে আমার জীবনের পক্ষে মহা বিপদ সম্ভাবনা, তখন সে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিল, এবং বলিল যে, শুদ্ধিকার্য্য এইত সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ! অভ্যস্ত বিশ্বয়ের বিষয় যে, কুবকেরা শীতকালে প্রায়ই এইরূপ উষ্ণবাষ্পভুক্তি বা বাষ্পস্নানের পরই বাহিরে আসিয়া বরফের উপর গড়াগড়ি দেয় ! আমি যে মূল বক্তব্য ছাড়িয়া, এই কথার অবতারণা করিয়াছিলাম, ইহা দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইল । রুশীয়ার মধ্যে যে সাধারণ জনপ্রবাদ আছে যে, রুশীয়ানদিগের পক্ষে যাহা স্বাস্থ্যকর, জার্মানদিগের পক্ষে তাহা মৃত্যুজনক, এই প্রথা বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিয়া দিতেছে ।

উষ্ণ জলের তায় শীতল জলও কোন কোন সময়ে পবিত্রতা সাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হয় । রোমান ক্যাথলিক দেশের লোকেরা পাদরীদিগের মতানুসারে অথবা পাদরীরা দেখিয়াও দেখেন না বলিয়া, কারনিভাল নামক পর্ব্বের সময় যেমন অন্ধ্যায় ছদ্মবেশ ধারণ করে, এখানকার গ্রাম সমূহেও কোন কোন নির্দ্ধারিত সময়ে প্রাচীন পৌত্তলিক প্রথামত লোকেরা সেইরূপ ছদ্মবেশ এখনও ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু সেই ছদ্মবেশ ধারণ যে, সম্পূর্ণ পাপশূন্য এমত বিবেচিত হয় না । যে ব্যক্তি সেরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করে, সে কতক পরিমাণে ভূতের প্রাবল্যের মধ্যে গিয়া পড়ে, স্মরণঃ সেই হুত্রে তাহার আত্মা উৎপাৎগ্রস্ত হয়, এবং সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহাকে নিম্নলিখিত উপায়ে পবিত্র হইতে হয় । সে সময়ে জমাটলক বরফের মধ্যে একটা গর্ত কাটিয়া, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অল্পটান দ্বারা তন্মধ্যস্থ জলের ভিতর ক্রুশ ডুবাইয়া, জল পবিত্র করণ কার্য্য সমাধা করা হয়, সেই সময়ে অর্থাৎ জল পূত করণ কার্য্য সমাধার অব্যবহিত পরেই যথাসম্ভব শীঘ্র সেই গর্তের মধ্যে ঝম্প দিয়া পড়িতে হয় । ভলগা নদীর তীরে ইয়ারোসলাফ নামক স্থানে দুই জন সুবক কুবক সফলতার সহিত এই কার্য্য সাধন করিয়াছিল, আমার এমত স্মরণ হইতেছে । যদিও পুলিশ তন্নিবারণের আজ্ঞা পাইয়াছিল, এবং ফেরণহাইট তাপমানের পারদ জিরোর নীচে ছিল, কিন্তু তাহারা নিরাপদে উথিত হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল । এই বিচিত্র প্রথার বাস্তবিক কতদূর পবিত্রতা সাধন শক্তি আছে, সে প্রশ্নের মীমাংসার তার অন্তঃস্থই ধর্ম্মতত্ত্ববিদদিগের উপর থাকিল ; কিন্তু সাধারণ মরলোকে অবশ্যই তায়সঙ্গতরূপে অনুমান করিতে পারেন যে, যদি ইহা প্রায়শ্চিত্তদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই লোকদিগকে সেরূপে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে অপ্রবৃত্ত করে । যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক এই গুরুতর প্রায়শ্চিত্তদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এমত জানিতে পারে, সে অবশ্যই ছদ্মবেশ ধারণ করিবার পূর্বে দুইবার চিন্তা করিয়া দেখিবে । অতি প্রাচীন কালেই এই রূপ ঘটিত ।

বেশন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । কিন্তু যত্নপাত্রে আমাকে যে হুখ জানিয়া দেয়, তাহা অত্যন্ত সুস্বাদু ।

উত্তর রুশীয়ার যে যে স্থানে আমি পর্যটন করিয়াছি, ডিম্ব, কৃষ্ণবর্ণের কুটী, হুখ এবং চা এই কয়টা জিনিস আমার সাধারণ খাদ্য ছিল । মধ্যে মধ্যে আলু পাওয়া যাইতে পারে, এবং সেই হুখে খাদ্য দ্রব্যের সংখ্যাও পরিবর্তিত করিবার সম্ভাবনাও ঘটে । এ দেশের লোকদিগের রন্ধন কার্যে সে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে কপী, শশা, এবং কৃষ্ণকুটী ইহাতে প্রস্তুতীকৃত ভাল নামক সামান্য বিয়ার মদ্য অত্যন্ত প্রিয় । যে সকল পর্যটক এই সকল জিনিস আহার করেন নাই, তাঁহাদিগকে এ সকল আহার জন্ত অল্পরোধ করা যাইতে পারে না ।

পূর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে অবশিষ্ট গমন কার্য সমাধা হয়, কারণ অবশিষ্ট পথের উপর বহুল অর্দ্ধভূবন্ধ বৃক্ষনূল থাকায়, শকট ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হইলেও পথটী প্রথমমাংশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ভাল । চালকের সহিত কথোপকথন দ্বারা আমি জানিতে পারি যে, যে বনের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি, সেই বনে নেকড়ে বাঘ, ভরুক এবং হরিণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

আমরা যে সময়ে গন্তব্য স্থানে উপনীত হই, তাহার অনেক পূর্বেই প্রভাকর অন্তাচলচূড়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সে রাজির জন্য পাদরীর বাটীর দ্বার একেবারে বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া ভীত হই । সে সময়ে পূজনীয় পাদরীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, আমি যে অতি সামান্য কয়টা রুশীয় শব্দ জানি, তদ্বাচ্য আমার আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহাকে জ্ঞাত করা, সে সময়ে আদৌ বাঞ্ছনীয় বোধ হয় নাই । অন্য পক্ষে নিকটে কোন প্রকার সরাইও ছিল না । যখন আমি চালককে কি করা কর্তব্য, জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন সে অল্পক্ষণ মাত্র চিন্তা করিয়া, কিঞ্চিদূরে একটা বড় বাটী দেখাইয়া দিল, সে বাটীতে তখনও আলোক জ্বলিতে-ছিল । যে ভদ্রলোকটী আমাকে এই পর্যটন করিবার পরামর্শ দেন, প্রকাশ পাইল যে, ইহা তাঁহারই গ্রাম্য বাটী, এবং অল্প মাত্র পরিচয়দানের পর আমি সেই বাটীতে সাদরে গৃহীত হইলাম ।

আমি সেই পাদরীর বাটীতেই বাস করিব, এমত মনন করিয়াছিলাম, কিন্তু পরদিন তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ মাত্র সাক্ষাতের পর আমি জানিতে পারি যে, আমার সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার নহে । তাঁহার সেই ধনহীন সংসারে থাকিলে, সামান্য প্রকার আহার্য্য পাইব, প্রথমেই এই যে, আপত্তি করা হয়, আমি সে আপত্তি এই বলিয়া খণ্ডন করিলাম যে, আমি এক জন ভুক্তভোগী পর্যটক, সামান্য প্রকার আহারেই আমি তুষ্ট থাকি, এবং যে সকল লোকের মধ্যে অবস্থান জন্য আমার ভাগ্য নিশ্চিষ্ট হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিব । কিন্তু আর একটা অতি গুরুতর গোলযোগ ছিল । সাধারণ্যে পাদরীদিগের পরিবার সংখ্যা যেমন ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া থাকে, গত কয় বর্ষ ধরিয়া, ইহারও পরিবার-সংখ্যা

সেই মত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, অথচ তাঁহার বাটীটা সেই পরিমাণে সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতেছে না। ইহার স্বাভাবিক ফল এই যে, তাঁহার বাটীতে এমনত একটা ঘর নাই এবং শয্যা নাই, যাঁহা তিনি আমাকে দিতে পারেন। যে ক্ষুদ্র কক্ষটা তিনি পূর্বে মধ্যে মধ্যে আগন্তুকদিগের জন্য রাখিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, যিনি “পাদরীদিগের কন্যাগণের জন্য বিদ্যালয়ে” দুই বর্ষ কাল ছিলেন, তিনি তথা হইতে আসিয়া, সেই কক্ষটা অধিকার করিয়াছেন, এইরূপ অবস্থাতে পতিত হওয়াতেই আমার অসুপস্থিত বন্ধুর প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, জমীদারের বাটীতে যে বহুল শূন্য গৃহ রহিয়াছে, তন্মধ্যে আমি একটীতে অবস্থান করি, আমি অগত্যাই সেই প্রস্তাবে সন্মত হইতে বাধ্য হই। পাদরীর বাটী অতি নিকটেই, স্নাতকরা যত্নক্ষণ ইচ্ছা আমি তাঁহার নিকট থাকিতে পারিব বলিয়া, আমি যে শিক্ষা লাভের জন্ত এখানে আগমন করিয়াছি, উক্ত বাটীতে থাকিলে, তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না, তিনি আমাকে এমনত স্মরণ করিয়া দেন।

আমার পূজনীয় শিক্ষক এবং সেই স্বেচ্ছানির্বাসনকালীন যে দুই এক জন লোকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়, এক্ষণে পাঠকগণের নিকট তাঁহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতেছি।

তৃতীয় অধ্যায় ।

স্বৈচ্ছানির্কাসন ।

ইভানোফকা—তথাকার ইতিহাস—জমিদারীর নামেব—রাভোনীয় এবং টিউটনীয় স্বভাব—

দাসদিগের স্বাধীনতা দান সম্বন্ধে একজন জার্মানের মন্তব্য—বিচারকগণ—নব

নীতিবিশ্লেষণী—কৃষীয় ভাষা—কৃষীয়দিগের ব্যাকরণ-জ্ঞান—আমার

শিক্ষক—চলিত ইতিহাসের একটি প্রবল মাত্রা ।

যে গ্রামে আমি কয়েক মাস অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি, তাহার নাম ইভানোফকা, কিন্তু এই উত্তরীয় বন্য প্রদেশের গ্রামগুলির অপেক্ষা এ গ্রামটি অধিক সুদৃশ্যবৃত্ত । একটি সরল সুদীর্ঘ পথের দুই ধারে চাষাদিগের বাটীশ্রেণী স্থাপিত এবং সেগুলি চাকচিক্যশূন্য । ভজনাগারটী বৃহৎ বাটে, কিন্তু কোনমতেই সুন্দর নহে । তাহার ছাদ উজ্জ্বল সবুজবর্ণে রঞ্জিত, এবং তত্পরি হইতে পিয়ার ফলের ন্যায় গুল্মগুলি উল্লে উঠিয়াছে, ঘণ্টাধার স্থানটী প্রাচীন রিনেইসেন্সের ধরণে গঠিত এবং দেখিতে কদাকার ; কিন্তু কিছু দূর হইতে দেখিলে—বিশেষতঃ প্রদোষের দ্বিৎ আলোকে দেখিলে, গ্রামের সমগ্র দৃশ্যটী অতিরমণীয় চিত্রের ন্যায় বোধ হয় । যে সকল চিত্রকর গ্রামাদির চিত্র সমাধ্বিত করে, তাহারাই গ্রামের যে নিম্নস্থানটীকে স্বভাবতই চিত্রারম্ভ-স্থান বলিয়া নির্দেশ করে, এই গ্রামের সেই নিম্নস্থানটী ক্ষুদ্রাকার তৃণময়, এবং তাহার মধ্য দিয়া একটী প্রবাহিনী মুহূ মন্দ বেগে বক্রভাবে চলিয়া গিয়াছে । দক্ষিণে এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর মধ্যে মধ্যে প্রাচীন উজ্জল বর্ণের পাইন বৃক্ষসার্বি দ্বারা অর্দ্ধাবৃতরূপে জমিদারের বাটী দণ্ডায়মান—সেটী যেমন প্রকাণ্ড সেইরূপ তাহার আকৃতি বাকুগের মত, সমস্ত শরীর শ্বেতবর্ণ-বিধৌত, এবং সম্মুখে বারান্দা । সেই বারান্দার উপর হইতে এক খণ্ড ক্ষুদ্র ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে কোন সময়ে সেই জমিখণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইতে পারে । ইহার বামেই গ্রাম, প্রকাণ্ড ভজনালয়ের সহিত বাটীগুলি সুন্দর-রূপে দলবদ্ধভাবে স্থাপিত এবং এই দিকের আরও কিছু দূরে বার্ক নামক রমণীয় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া সুন্দর পথ গিয়াছে । বামদিকের সপ্তশেষে কৃষিক্ষেত্র সমূহ, এবং তাহার চতুঃসীমায় কৃষকায় কার্যবৃক্ষরাজি বিরাজমান । দর্শক যদি ভূমি হইতে কয়েক শত ফাট উপরে উঠিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে, তিনি গ্রামের বাহিরেও কৃষিক্ষেত্র দেখিতে পাইবেন । এই সমস্ত উর্বরা কৃষিভূমির চারি দিকের প্রত্যেক প্রান্তে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্যন্ত বনরাজি বিরাজিত ।

এই স্থানের ইতিহাস দুই এক কথাতেই বলা যাইতে পারে । অতি পূর্বকালে এই গ্রাম এবং ইহার সমস্ত অধিবাসী সহ এই সম্পত্তি, এক ধর্ম-মঠের অধিকার-

ভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়া ক্যাথারাইন, ভজনাগার সমূহের অধিকৃত সমস্ত জমি ভজনাগারের সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন, তখন এই গ্রামটী রাজসম্পত্তি স্বরূপ হয়। কয়েক বর্ষ পরে এক জন সেনাপতি, যিনি তুরস্কের যুদ্ধে বিশেষরূপে প্রাণসিদ্ধ হইয়াছেন, সাম্রাজ্য, এই গ্রাম এবং এই গ্রামের সমস্ত দাস ও যে কিছু ছিল, সমস্তই তাঁহাকে দান করেন। সেই সময় হইতে ইহা কে (K) পরিবারের অধিকার ভুক্ত ছিল। ১৮২০ এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এক সময়ে প্রকৃত অধিকারীর পিতা, যিনি পল্লীজীবন বড়ই ভাল বাসিতেন, তিনিই উক্ত প্রকাণ্ড ভজনাগার এবং উক্ত বৃহৎ বাটী নির্মাণ করেন, এবং তাঁহার এই সম্পত্তির উন্নতিসাধন জন্য তিনি সমধিক সময় ব্যয় এবং পরিশ্রম করেন। অন্যপক্ষে তাঁহার পুত্র এই গ্রাম অপেক্ষা সেন্ট পিটার্সবার্গ রাজধানীতে বাস করিতে ভাল বাসিতেন, একটী রাজ-কার্যালয়ে কর্ম করিতেন, ফরাষী ক্রীড়া এবং নাগরিক সভ্যতাজাত অন্যান্য জিনিস তিনি বিশেষরূপে ভাল বাসিতেন, এবং এক জন জার্মান কর্মচারী, যিনি সাধারণ্যে কারল কারলিচ নামে বিদিত, তাঁহার উপর এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিত ছিলেন। সেই কর্মচারীর কথা শীঘ্রই পাঠককে জ্ঞাত করিতেছি।

স্মরণাতীত কাল হইতে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এখানে শস্য জন্মে না, পশুমারী উপস্থিত হয় এবং বিধ্বংসকারী অগ্নিকাণ্ড ঘটয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত এই গ্রামের কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ঘটনার ইতিহাস নাই। যদি কোনকালে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়া থাকে, তাহা কিন্তু সাধারণ-স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর এখানকার কতকগুলি অতি প্রাচীন প্রবাদাবলী আছে, সেগুলি কিন্তু ঐতিহাসিক সমালোচনায় বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইলে, পরিমাণে অনেক কমিতে পারে এবং গুরুত্বও বাড়িতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—গ্রামের নিকটেই একাধিকবার লেসাই অর্থাৎ বুনো ভূত দৃষ্ট হইয়াছিল; এবং কতকগুলি বাটীতে ডোমোভই অর্থাৎ প্রেতাত্মা বিচিত্র উৎপাত করিয়াছিল, শেষে তাহাকে নিয়মিতরূপে প্রসন্ন করিলে, সে ক্ষান্ত হয়। ভূতের এই সকল উপদ্রব নিবারণ জন্যই একটী বৃক্ষগাথায় এক থানি আন্যোক্তিকশক্তিসম্পন্ন প্রতিমূর্তির আশ্চর্যরূপে আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং পবিত্র তীর্থস্থলে তীর্থযাত্রার দ্বারা বহুল আশ্চর্যজনক আরোগ্য লাভ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক বিশেষ বিবৃতি এবং প্রামাণিক গল্প সকল প্রচলিত আছে।

কিন্তু এখন এই ক্ষুদ্র জনসমষ্টির প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে পরিচিত করিবার সময় উপস্থিত। ইহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্যক্তি (লাটিনভাষাপ্রিয়গণ যাহাকে সর্বপ্রধান মান্য নেতা বলেন) ষ্টুয়ার্ড অর্থাৎ জমিদারের নায়েব—কারল কারলিচ।

প্রসিয়ার স্কোনহসেন নামক গ্রামের একজন সঙ্গতিপন্ন কৃষকের পুত্র কারল

স্মিডট্ ক্রীড়ে রুযীয়ার ইভানোফকা গ্রামের সর্বপ্রধান ব্যক্তি এবং কারল কারলিচ নাম প্রাপ্ত হইলেন, আমার পক্ষে সর্বপ্রথমে তাহা প্রকাশ করা কর্তব্য ।

প্রায় বিংশতিবর্ষ অতীত হইল, রুযীয়ার ভূস্বামীদিগের মধ্যে অনেকেই অতি প্রাচীনকালের চিরপ্রচলিত প্রথাগত কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করা আবশ্যিক, এমত বুদ্ধিতে পারেন, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য স্বীয় স্বীয় জমিদারিতে জার্মান জাতীয় ষ্টুয়ার্ড অর্থাৎ ন্যায়ের নিয়োগ করিতে থাকেন । সেই ভূস্বামীদিগের মধ্যে ইভানোফকার অধিবাসীও একজন । তিনি বালিনহু একজন বন্ধুর সহায়তায় অনধিক বেতনে একটি যুবককে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন । সেই যুবকটী সেই সময়েই জার্মানির কৃষি-বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে (যদি আমার স্মৃতি ভ্রান্ত না হইয়া থাকে) হোহেনহেইম বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছিলেন । সেই যুবকটী কারল স্মিডট্ নামে রুযীয়ার আগমন করেন, কিন্তু তাঁহার নিজের ইচ্ছা ক্রমে নহে, রুযীয়ার একটি বিচিত্র প্রথামত তাঁহার নামটী কারল কারলিচ নামে পরিণত হইয়া যায় । রুযীয়ার কাহাকেও বংশের নাম (উপাধি) ধরিয়া ডাকা হয় না, তথায় খ্রীষ্টান নাম এবং নিজের নাম হইতেই নাম সৃষ্টি করিয়া ডাকা হয়, অর্থাৎ যদি কাহারও নাম নিকোলাশ হয়, এবং তাহার পিতার নাম ইভান হয়, তাহা হইলে আপনি তাহাকে নিকোলাই-ইভানোভিচ (ইভানিচ উচ্চারিত হয়) বলিয়া ডাকিবেন ; এবং যদি সেই লোকটির মেরি নামে একটি ভগ্নি থাকে, এবং সে যদি বিবাহিতা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে আপনি মেরিয়া ইভানোভনা (উচ্চারণ—ইভান্না) বলিয়া ডাকিবেন ।

যুবক স্মিডট্ আগমন করিবার অব্যবহিত পরেই সেই সম্পত্তির পুনর্বিন্যাস করিতে এবং কৃষিবিভাগের উন্নতি সাধন করিতে প্রবল উত্তমের সহিত প্রবৃত্ত হইলেন । কিছুকাল পূর্বে যে কয়টী লাঙ্গল, মহি এবং কর্ণ সশস্ত্রীয় অন্যান্য যন্ত্র আনীত এবং কয়েকবর্ষ ধরিয়া এক গুপ্তস্থানে পতিত ছিল, সেগুলিকে বাহির করিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালাতে কৃষিকার্য করিবার চেষ্টা করা হইল । সে চেষ্টা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সফল হইল না, কারণ দাসেরা নিয়মিতরূপে শিক্ষিত জার্মান শ্রমজীবীদিগের মত কার্য করিতে পারিল না । মিষ্টবাক্যে, সৎপরামর্শে, ভয় প্রদর্শনে, এবং দণ্ডদান করিলেও তাহারা ধীরগতিতে অমনোযোগসহকারে এবং অশিক্ষিতভাবে কাজ করিতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে অসাবধানতাসূত্রেই হউক বা স্বেচ্ছাসম্মত কোন উদ্দেশ্যেই হউক, নূতন যন্ত্রগুলি ভাঙিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে । কারল কারলিচ যে স্বভাবতই একজন কঠিনহৃদয় লোক তাহা নহে, কিন্তু নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম সাধন করিয়া লইতে তিনি বড়ই কঠিন ছিলেন, এবং সেই জন্যই যখন তাঁহার আজ্ঞাটী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবিকল বিশুদ্ধভাবে সাধিত না হইত, তখন তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন, কিন্তু রুযীয়ার গ্রাম্য কৃষকগণ ভাবে যে, সেই ঠিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কাজ করা বৃথা গর্বপ্রকাশ মাত্র । দাসগণ তাঁহার বিরুদ্ধে

প্রকাশ্যরূপে কোন প্রতিবাদ করিত না, বরং সর্বদাই তাঁহার প্রতি বিনীত এবং সদয় ব্যবহার করিত, কিন্তু তাহারা প্রায়ই অসাবধানতাহুত্রে এবং অজ্ঞতাজনিত বাধা উপস্থিত করিয়া, তাঁহার সমস্ত মতলব ব্যর্থ করিয়া দিত। টিউটনীয় স্বভাবের সহিত স্নাতনীয় স্বভাবের সংমিলন হইলে, তাহার ফলস্বরূপ যেমন নিশ্চিত পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা পরিবর্তিত হইয়া থাকে এবং নীরবে মনোবাদ উপস্থিত হয়, এস্থলে সেই মত হইতে লাগিল। দাসগণ স্ত্রীত স্মৃৎসর কাল স্মরণ করিয়া স্বভাবানুসারেই দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকে; সেই স্ত্রীত কালে তাহারা তাহাদিগের সাংসারিক কর্তব্যরূপ প্রভুর উপযুক্ত শাসনে বাস করিত, এবং বারমিষ্টার নামীয় একজন পরিদর্শক সেই প্রভুর সহায়তা করিত। সেই পরিদর্শক তাহাদিগের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইত। সেই পরিদর্শক সকল সময়ে কিন্তু তাহাদিগের সহিত সরল ব্যবহার করিত না, এবং প্রভু যখন রাগত হইতেন, তখন প্রায়ই তাহাদিগের প্রতি কঠিন দণ্ডদানের আজ্ঞা দিতেন; কিন্তু পরিদর্শক তাহাদিগের অভ্যাস পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিত না, এবং অনেক সামান্য সামান্য অপরাধ অকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিও দিত না। অন্যপক্ষে প্রভু স্বয়ং অনেক সময়ে তাহাদিগের বিপদে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিতেন, এবং তাহাদিগের প্রতি সচরাচর সদয় এবং প্রিয় ব্যবহার করিতেন। কুবীয়ায় এইরূপ প্রবাদ কথা যে, “যেখানে ক্রোধ, সেইখানেই সদয় ক্ষমাও থাকে।” কিন্তু কারল কারলিচ ইহার বিপরীত—মূর্খমান নিদয়তা এবং অলঙ্ঘনীয় বিধিধরূপ। তাহার শাসন-প্রণালীতে যেমন সদয় প্রিয় ব্যবহার ছিল না, সেইমত কঠোর ক্রোধও ছিল না। দাসদিগের প্রতি তাঁহার কেবল মাত্র হৃদয়গত অবজ্ঞা ছিল। তাঁহার মুখে সর্বদাই ডুরাক অর্থাৎ নীরাত বোকা এই কথাটি লাগিয়া থাকিত, এবং যখন কোন একটা কাজ উত্তমরূপে সাধিত হইত, তখন তিনি উৎসাহসূচক বা প্রশংসাবিজ্ঞাপক কোন কথা কখনও ব্যবহার করিতেন না, এই রূপে কাজ করা উচিত বলিয়া, নীরবে থাকিতেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন দাসপ্রণীকে শীঘ্রই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হইবে, এমনত প্রকাশ পায়, তখন কারল কারলিচ মনে মনে নিশ্চিতরূপে স্থির করেন যে, এই বার দেশটা নিশ্চয়ই উৎসন্ন যাইবে। অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি জানিয়াছিলেন যে, কুবকেরা প্রভুদিগের শিক্ষাধীনে থাকিলেও এবং তাহাদিগের চক্ষের সমক্ষে বেত্রাঘাত-দণ্ডভীতি দৃশ্যমান হইলেও যখন তাহারা অলস এবং অপরিণামদর্শী, তখন সেই শিক্ষা, উপদেশ এবং ভয় দূর করিয়া দিলে, তাহারা কি মূর্ত্তি ধরিবে? সেই যোগ্য কর্মচারীর হৃদয়ে স্রীষ্য প্রভুর স্বার্থসাধনেক্ষা বাস্তবিকই আবদ্ধ ছিল, স্মৃৎসর তাঁহার মনে ভবিষ্যৎ ফল ভয়ানক বলিয়া অহুমিত হইতে লাগিল; এবং যখন তিনি শুনিলেন যে, দাসেরা দাস-অবস্থায় যে যে ভূমিতে বাস করিতেছে, তাহারা দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেও আইনমত সেই সেই ভূমিতে তাহাদিগের অধিকার জন্মিবে (সেই ভূপরিমাণ সমস্ত কৃষিক্ষেত্রের প্রায় অর্দ্ধাংশ হইবে), তখন তাঁহার

সেই আশঙ্কা সম্বন্ধে পরিমাণে বর্ধিত এবং ঘনীভূত হইতে থাকে । তিনি প্রকাশ করেন যে, সম্পত্তির উপর যে পবিত্র স্বত্ব আছে, এই ব্যবস্থার দ্বারা বিপজ্জনক এবং অন্যায়েরূপে সেই স্বত্ব ভঙ্গ করা হইবে ; সম্পত্তি সাধারণের হইয়া যাইবে, এবং একটাও সফল দর্শিবে না ; স্বাধীনতা প্রাপ্ত কৃষকেরা আপনাদিগের নিজের জমিতে চাষ করিয়া জীবন ধারণ করিবে, এবং কোন প্রকার বন্দোবস্তেই তাহাদিগের পূর্বতন প্রভুর কার্য্য করিতে সম্মত হইবে না । দাসদিগের স্বাধীনতা দানের ঘোষণাপত্র প্রচারের পরবর্ত্তী কয়মাস তিনি যে, ভয়ানক ভবিষ্যৎল অসুস্থমান করিয়াছিলেন, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হইতে দেখেন । কৃষকদিগের উপর যে অল্পগ্রহ প্রদর্শিত এবং সত্ব দান করা হয়, তাহাতে তাহারা অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে, এবং নূতন আইন দ্বারা তাহাদিগের যে নূতন কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট হয়, তাহা যাহাতে পালন করিতে না হয়, সেই চেষ্টা করিতে থাকে । উৎপীড়ন করিয়া, পুরস্কার দানে প্রোত্শ্রিত হইয়া বা ভয় প্রদর্শন করিয়া, কিছুতেই তিনি কৃষিকার্ষ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় অংশ সমাধা করিয়া লইতে পারেন না । এবং যতদিন না কোন নূতন বিধিব্যবস্থা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা পূর্ব প্রথমত কাজ করিতে আইন অনুসারে বাধ্য বলিয়া, আইনের দ্বারা তাহাদিগকে দেখাইতে থাকেন । তাহার সেই সমস্ত কথা উক্তরে তাহারা বলে যে, তাহারা আর পূর্ব প্রভুর জন্য কোনমতেই কাজ করিতে বাধ্য নহে, সুতরাং অবশেষে তিনি রাজপুত্ৰদিগের নিকট এই অবস্থা জ্ঞাত করিতে বাধ্য হয়েন, তাহার ফল ফলে বটে, কিন্তু অন্যান্য বর্ষাপেক্ষা সে বর্ষের কৃষিকার্য্য অতি জঘন্যভাবে সমাধা হয়, এবং সেই স্বত্রে বহুল পরিমাণে শস্য বিনষ্ট হয় ।

সেই সময় হইতে সেই অবস্থা ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া আসিয়াছে । কৃষকেরা জানিতে পারে যে, তাহারা যে ভূমি পাইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই কর্ষণ করিলে, তদ্বারা পরিবার প্রতিপালন এবং নিয়মিত করদান করিয়া উঠিতে পারিবে না । এবং সেই কারণে তাহারা মধ্যবিৎ হারে ভূমির ভূমিতে কৃষিকার্য্য নিযুক্ত হইতে সম্মত হয় । সরল এবং আত্মতুষ্টিভাবে কারল কারলিচ আমাকে বলেন, “এই দুই বর্ষে আমি সমস্ত ব্যয় বাদে কিঞ্চিৎ অর্থ সেট পুটাসবর্ণে আমার যুবক প্রভুর নিকট পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছি । সে টাকার পরিমাণ নিশ্চয়ই কিছু অধিক নহে, কিন্তু তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, পূর্বকার অপেক্ষা এখনকার অবস্থা অনেক ভাল । কিন্তু এখনও ইহা বড়ই কষ্টসাধ্য এবং কঠিন ব্যাপার । কৃষকেরা স্বাধীনতার দ্বারা আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষতা সাধন করিতে পারে নাই । তাহারা যখন দাসস্বরূপে ছিল, তখনকার অপেক্ষা এক্ষণে ইহারা কম শ্রম করে, এবং অধিক পরিমাণে মদ্যপান করে, এবং যদি আপনি তাহাদিগকে সামান্যরূপে উৎসন্ন করেন, তাহা হইলেই তাহারা একেবারে চলিয়া যাইবে এবং আর আপনার কোন কাজ করিবে না ।” কারল কারলিচ বর্ত্তমান কালে যে, পূর্বের ন্যায় কৃষকদিগের

উপর যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন না বলিয়া, আত্মশাসন শিক্ষা করিয়াছেন, শুদ্ধন্য এইস্থলে তিনি মাতৃভাষায় এবং যে দেশে তিনি অবস্থিত সেই দেশের ভাষায় যত প্রকার অঘন্য অভিধা আছে, তাঁহার শ্রমজীবীদিগের সমক্ষেই তৎসমস্ত ব্যবহার করিয়া আপনাকে কলুষিত করেন। “কিন্তু কেবল অলসতা এবং মদ্যপান-সজ্জিই তাহাদিগের দোষ নহে। তাহারা আমাদের ক্ষেত্রে তাহাদিগের পশুদিগকে ছড়িয়া দেয়, এবং বন হইতে জ্বালানি কাঠ অপহরণ করিবার কোন সুযোগই পরিত্যাগ করে না।”

আমি বলিতে সাহস করিলাম যে, “কেন, এই সকল ব্যাপারের কারণ ত আপনারা গ্রাম্য শান্তিরক্ষক বিচারপতি পাইয়াছেন?”

“শান্তিরক্ষক !” * * * * এই স্থলে কারল কারলিচ এরূপ একটি কদর্য শব্দ প্রয়োগ করিলেন, যাহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইল যে, তিনি নব-নিয়োজিত বিচারবিভাগের একজন সম্পূর্ণ প্রশংসাকারী নহেন। “বিচারপতিদিগের নিকট আবেদন করিয়া কি ফল! যে বিচারপতি খুব কাছে আছেন, তিনিও তিন ক্রোশ দূরে থাকেন, এবং যখন আমি তাঁহার নিকট গমন করি, তখন তিনি যতদূর সম্ভব আমার সময় নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমার সমস্ত দিনটাই তাহাতে নষ্ট হইবে, এবং সর্বশেষে আমি দেখিতে পাইব যে, আমার কষ্টের ফলস্বরূপ আমি কিছুই উপকার পাইলাম না। এই বিচারপতিরা প্রায়ই কৃষকগণ যাহাতে নির্দোষী প্রমাণিত হয়, ঐমত চেষ্টা করেন, এবং যদি দৈবাৎ কখনও কোন দণ্ড দেন, তাহা হইলে সেই খানে সমস্ত শেষ হইয়া যায় না। সেখানে সর্বদাই একদল সামান্য উকিল ঘুরিতে থাকে। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই নীচ এবং পূর্বে কোন না কোন রাজকার্যালয়ে লেখক-পদে নিযুক্ত থাকিয়া প্রকাশ্যরূপে চুরি করায় বা উৎপীড়ন পূর্বক অর্থ লওয়ায় বিতাড়িত হইয়াছে,—এবং তাহারা কৃষকদিগের কাণে কাণে আপীল করিবার কথা বলিয়া দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কৃষক বিলক্ষণ জানে যে, বিচার যথার্থ হইয়াছে, কিন্তু তাহারা সহজেই তাহাদিগের অদয়ঙ্গম করিয়া দেয় যে, মাসিক সেসনে পুনর্বিচার প্রার্থনা করিলে, সেই বিচাররূপসৃষ্টিখেলার আবার তাহাদিগের নাম উঠিলে, হয় ত তাহারা পুরস্কার পাইতে পারিবে, অর্থাৎ পুনর্বিচারে তাহারা জয়ী হইতে পারিবে। সেই সূত্রেই কৃষক তখন সেই নীচ লোককে তাহার জন্য এক খানা পুনর্বিচারের প্রার্থনা পত্র লিখিয়া দিতে বলে, এবং সেই সূত্রে আমি প্রদেশীয় নগরে সেসনের বিচারপতিগণের সমক্ষে একটি নির্দারিত দিবসে হাজির হইবার জন্য এক আহ্বান পত্র প্রাপ্ত হই। আপনি জানেন, প্রদেশীয় নগরটি এস্থান হইতে সম্পূর্ণ সার্কিসপুদশ ক্রোশ দূরে, সুতরাং প্রত্যুষে উঠিয়া, রাজকীয় আহ্বান পত্রে নির্দিষ্ট একাদশ ঘটিকার সময় সেখানে উপস্থিত হইতে হয়। সে সময়ে আদালতের প্রবেশদ্বারে বহুল কৃষক সমবেত হয়, এবং রাজপুরুষদিগের মধ্যে কেবল স্বারক্ষক

থাকে। আমি যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমার মোকদ্দমাটা কখন উঠিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সংক্ষিপ্ত উত্তর পাই যে, 'আমি তাহা কেমন করিয়া জানিব ?' অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সম্পাদক বা সেক্রেটারি উপস্থিত হইলে, তাহাকে সেই মত প্রস্তাব করিলে, উক্তবিধ উত্তর পাই। পুনরায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে, এক জন বিচারপতি ট্যুরাটাস যানারোহণে উপনীত হইলেন। সম্ভবতঃ তাহার মুখে কোন কথা আটকার না, তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে, শীঘ্র বিচার আরম্ভ হইবে—'সেই চাস ! সেই চাস !' (Sei tchas ! Sei tchas !) এই কথার অর্থ আপনি পাদরীর মুখে 'যাহা শুনিবেন বা অভিধানে যাহা জানিতে পারিবেন, তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না। অভিধানে আপনি ইহার অর্থ 'শীঘ্র' দেখিতে পাইবেন, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এক জন রুশীয়ানের মুখে ইহার অর্থ 'এক ঘণ্টায়,' 'আগামী সপ্তাহে,' 'তুই এক বর্ষের মধ্যে,' 'কখনও না' বুঝায়,—যচরাচর 'কখনও না' এই অর্থ হয়। অনেক রুশীয় শব্দের ছায় 'সেই চাস' শব্দের অর্থ বহুল অভিধাতার পর জানিতে পারা যায়। দ্বিতীয় বিচারপতি আগমন করিলে পর তৃতীয় বিচারপতি আসিয়া দেখা দেন। আইনে ব্যবস্থা না থাকিলেও এই ভদ্রলোকেরা সর্বপ্রথমে কতিপয় চুফট খাইতে থাকেন এবং স্থানীয় সংবাদ সম্বন্ধে কথোপকথনের পর তাহাদিগের কার্যারম্ভ করেন। অবশেষে তাহারা কক্ষের এক পার্শ্বে দ্বয়দ্বয়মধ্যেপরি বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন, সম্মুখে একটা মোটা কার্পাসবস্ত্রাচ্ছাদিত টেবেল থাকে। আমার মোকদ্দমাটা নিশ্চয়ই অনেক মোকদ্দমার নীচে। আমার বিশ্বাস যে, আমার অধীরতা দর্শন করিয়া, সেক্রেটারি মনে মনে দ্বেষসম্পন্ন অনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন, এবং আমার মোকদ্দমার ডাক হইবার পূর্বে বিচারপতিগণ অন্ততঃ একবার ধূম পান এবং জলযোগ জন্মা উঠিয়া যান। অন্যান্য মোকদ্দমাগুলির বিচার শুনিয়া আমি আমোদিত হইতে থাকি, এবং আমি আপনাকে নিশ্চিত বলিতে পারি যে, কতকগুলি মোকদ্দমা বাস্তবিকই যথেষ্ট আমোদজনক। এত দিনে সেই বিচারকক্ষের দেওয়ালগুলি অবশ্যই মিথ্যাকথায় উত্তমরূপে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবে, এবং অনেক সাক্ষাদাতা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তদ্বারা আক্রান্ত হয়। আমি দেখায়ে যে সকল আমোদজনক কাণ্ড দেখিয়াছি, অন্য এক সময়ে তাহা আপনাকে জানাইব। অবশেষে আমার মোকদ্দমার ডাক হইল। মোকদ্দমাটা দিনের আলো-কের মত পরিষ্কার, কিন্তু নীচ উকীল এক শ্রদ্ধা বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত। তাহার হস্তে এক খানি আইন-সংহিতার ক্ষুদ্র পুস্তক, এবং তন্মধ্য হইতে এমনত সকল ধারা উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতে থাকে যে, এমন কোন উপস্থিতবুদ্ধি মনুষ্যই নাই, যিনি বুঝিতে পারেন যে, মূল মোকদ্দমার সহিত সেই ধারার কি সম্বন্ধ আছে। হয় ত পূর্ব রায় বাহাল থাকে, হয় ত বদলাইয়াও যায়, যেরূপই হউক আমার আর একটা দিন বুধা নষ্ট হয়, এবং আমি যে পরিমাণে স্মৃতিধামত ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি, তদপেক্ষা সমধিক ধৈর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। এবং অভিজ্ঞ-

তার দ্বারা জানিয়াছি যে, এক এক সময়ে বড়ই কুফলও ফলিয়া থাকে। একবার সেখানে আমার একটি মোকদ্দমার একটা সামান্য নিয়ম ভঙ্গ হয়—বিচারপতিগণ যে ঘরে বসিয়া পরামর্শ করেন, সেই ঘরে তাঁহারা যে সময়ে রায় লিখিতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি অনবধানতাবশতঃ সেই ঘরের দ্বার খুলিয়াছিল অথবা এই জেগীর কোন প্রকার নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছিল, এই স্ত্রেই সেই নীচ উকীল, সেনেটের এক অংশ স্বরূপ সুপ্রীমকোর্ট অব রিভাইসন অর্থাৎ পুনর্বিচারের সর্বপ্রধান আদালতে অনুযোগ উপস্থিত করে। অতি সামান্য কয়টি টাকার জন্য সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ সেট পিটাস বর্গে সে সম্বন্ধে আলোচনার পর আর একটি বিচারলয়ে তাহার পুনর্বিচার হয়। আমি আক্কেল সেলামী দিয়াছি, সুতরাং আর আমি আদালতে গমন করি না।”

“তবে এখন আপনি সকল প্রকার উৎপাত উপদ্রব নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন?”

“আপনি যতদূর মনে করিতেছেন, ততদূর নহে। যখন আমি আমাদের জমিতে কোন কৃষকের ঘোটক বা গাভী চরিতে দেখি, তখনই তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখি, এবং কৃষক ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার নিজের হস্তে এক্ষেপে বিচার-ভার গ্রহণ করা কি বরং বিপজ্জনক নহে? আমি শুনিয়াছি যে, জাম্মাণ ব্যবস্থাপকগণ যাহাকে সলভ্‌স্‌থুল্‌ফ্‌ বলেন, সেইমত যে ব্যক্তি স্বহস্তে বিচারভার গ্রহণ করে, কুবীয়া বিচারপতিগণ তাহাদিগকে অভ্যস্ত কঠিন দণ্ড দিয়া থাকেন।”

“কথাটা ঠিক! আপনি যত দিন রুবীয়ায় থাকিবেন, ততদিন চোরে আপনার সর্বস্ব চুরি করিলে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বল প্রয়োগ না করিয়া, যদি আপনি নীরবে আপনার দ্রব্য অপহৃত হইতে দেন, তাহা সর্বাপেক্ষা ভাল। ইহাতে কষ্টও কম এবং মোট কথায় ইহা সহজ উপায়। আপনি যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে এক দিন প্রাতঃকালে অপ্রত্যাশিতরূপে আপনাকে কারাগারের মধ্যে যাইতে হইবে! আপনার অবস্থা জানা উচিত যে, আধুনিক বিচারপতিগণের মধ্যে অনেকেই নবাবিকৃত নৈতিকমতবাদী।”

“সে আবার কি? আজ কাল যে, নৈতিক চিন্তাবিভাগের একটা নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা ত শুনি নাই।”

“আপনাকে সত্য কথা বলিতে কি, আমি কিন্তু সে মতবাদীদের মধ্যে এক জন নহি, সুতরাং আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিতে পারি। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি যে, এই নবীন মতবাদের প্রতিনিধিগণ প্রধানতঃ গুমানষ্ট এবং চেলোভেচেকোই ডষ্টইনষ্টভোর কথা লইয়াই মতবাদ প্রকাশ করেন। এই কথাগুলির অর্থ কি তাহা কি আপনি জানেন?”

আমি বলিলাম, “দয়া, অথবা পরোপকারিতা ধর্ম এবং মনুষ্যের পদ-শ্রেষ্ঠতা।”

আমার রুবীয় ভাষা শিক্ষার যে, উন্নতি হইতেছে, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইল বলিয়া, আমি হুঃখিত হইলাম না ।

“এখানে আবার আপনার অভিধান এবং আপনার পাদরী আপনাকে ভুল বুকাইতেছে । আমরা এই কথাগুলির যে অর্থ বুঝিয়া থাকি, এক জন রুবীয়ান এই কথাগুলি ব্যবহার করিলে, তাহার অর্থের ব্যাপ্তি আরও অধিক হইয়া থাকে, এবং ষাঁহার সর্ব্বদাই এই কথাগুলি ব্যবহার করেন, তাঁহার প্রায়ই সকল প্রকার অপরাধীর প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন । অস্ত্রত্যাগ যুগে—যে যুগ এই সবে মাত্র অতীত হইতে চলিল, সেই যুগে অপরাধীরা সাধারণে মন্দ এবং ভয়ঙ্কর লোক বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু সম্প্রতি এরূপ মত আবিস্কৃত হইয়াছে যে, প্রাচীন মতটা ভ্রান্ত । এক জন যুবক ভূমামী, যিনি অন্যতদূরে বাস করেন, তিনি আমাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারাই প্রকৃত প্রোটেষ্ট্যান্ট এবং প্রবল ক্ষমতাসালী সমাজসংস্কারক ! সামাজিক বিধির যে সকল অসম্পূর্ণতার জন্য তাঁহার অনিচ্ছায় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রত্যেকরূপে তৎসমস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন । দুর্বল অসার লোকেই নীরবে শৃঙ্খলের অধীন হয়, ষাঁহার সাহসিক, উদার, এবং প্রবলহৃদয় লোক, তাঁহার সেই শৃঙ্খল উন্মোচন করেন, এবং অপর সকলেও যাহাতে সেই মত করিতে পারেন, তজ্জন্য সহায়তা করেন । ইহা কি সকল প্রকার অন্ত্যজতার কৌশলযুক্ত পক্ষদমর্শন নহে ?”

“এই নীতিসূত্রটি এক এক সময়ে অবশ্যই স্বীয় নির্দিষ্ট সীমার অত্যন্ত বাহিরে গিয়া পড়িতে পারে, এবং সহজেই ইহার শেষ ফল নিতান্ত অনিষ্টোৎপাদক হইতে পারে, কিন্তু আমি কখনই এমত নিশ্চিত বলিতে পারি না যে, এই সূত্রের মধ্যে কিছু মাত্র সত্যের লক্ষণ নাই । আমরা সকল মনুষ্যের প্রতিই যে দয়া প্রদর্শন করিতে আদিষ্ট, এই নীতিসূত্র অন্ততঃ তাহা পরিবর্তিত করিতে পারে । কিন্তু তাহা বলিয়া সেই ‘সকল মনুষ্যের’ মধ্যে পাপী এবং মদ্যবিক্রেতাদিকে ধরিতে হইবে, এমত নহে ?”

এই কয়টা কথা শুনিয়া, কারল কারলিচ, আমার দিকে চাহিলেন । এবং তাঁহার সেই সরল, জাম্বাণ মুখের দৃষ্টিট প্রকাশ করিল যে, তিনি স্পষ্টই আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছেন । “তবে আপনিও কি এক জন নিহিলিষ্ট ?” তিনি আপনার শ্বাস গ্রহণে কতকটা সমর্থ হইয়াই এই কথা বলিলেন ।

“বাস্তবিক নিহিলিষ্ট কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি আপনাকে অশ্বস্ত করিতেছি যে, আমি সেরূপ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি । নিহিলিষ্ট কাহাকে বলে ?”

“আপনি যদি দীর্ঘকাল রুবীয়ার বাস করেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে না বলিলেও আপনি তাহা পরে জানিতে পারিবেন । হাঁ, আমি বলিতেছিলাম যে, চাষারা যদি আমাকে বিচারার্থ ধরিয়া লইয়া যায়, তজ্জন্ত আমি ভীত নহি । তাহার মূল কথাটা বেশ জানে । যদি তাহার আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, তাহা

হইলে, আমি তাহাদিগের পশুদিগকে অনাহারে রাখিয়া ক্ষতি করিতে পারি।”

আমাদিগের মূল চলিত কথাবার্তার একপে হঠাৎ বাধা দেওয়ায়, আমি কোন কথা না বলিয়া, উত্তর করিলাম, “হাঁ, যখন আপনি পশুদিগকে আপনার ক্ষেত্র-মধ্যে ধরেন—”

“ক্ষেত্রমধ্যে না আসিলেও পারি। আপনি জানেন যে, দাসদিগের মুক্তিবিধান অল্পস্বারে কৃষকেরা কেবল কর্ণভূমি পাইয়াছে, পশুচারণভূমি পায় নাই। এই খানেই আমার হাতের ভিতর তাহারা পড়িয়াছে!”

কারল কারলিচ এক জন তীক্ষ্ণদৃষ্টিযুক্ত লোক এবং তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আমোদজনক নিরপ রহস্যমূলক কথা বলিতেন, সুতরাং তিনি মনুষ্য এবং দ্রব্য সকল সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তৎসমস্ত সততই আমার পক্ষে আকর্ষক বোধ হইত। কিন্তু আমি শীঘ্রই জানিতে পারি যে, তাঁহার সকল মন্তব্যই অবোধে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় নহে। তাঁহার সেই প্রবল অনম্যা টিউটনীয় স্বভাবের জন্ত তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিতেন না। তিনি যে সকল মনুষ্যের মধ্যে—যে সকল অল্পজ্ঞিত বিধির মধ্যে থাকিতেন, তৎসমূহের প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না, এবং সেই জন্যই তিনি সকল বিষয়ের ভিতরে ঢুকিয়া প্রকৃত মুক্তি দেখিতে পাইতেন না। তিনি উপরিভাগের কলঙ্ক এবং কদাকার চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন, কিন্তু কেন সেই কলঙ্করেখা এবং কদাকার চিহ্নের উৎপত্তি হইল, তাহার গুপ্ত এবং দৃঢ়মূলবদ্ধ কারণগুলি দেখিতে পাইতেন না। সহজ তথ্য এই যে, যে কোন মনুষ্য রুবীয় হইলেই, সে, সকল প্রকার নৈতিকগুণশূন্য, ইহাই তাঁহার মত, এবং আমি প্রথমে যেরূপ মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান বাস্তবিক তত অধিক নহে, শেষ এমত জানা যায়। যদিও তিনি পঞ্চদশবর্ষ হইল রুবীয়ায় বাস করিতেছিলেন, কিন্তু রুবীয় চাষাদিগের জীবনের যে অংশটুকুর গহিত তাঁহার এবং তাঁহার নিয়োগকর্তা প্রভুর স্বার্থের সংশ্লিষ্ট ছিল, তিনি কেবল সেইটুকু ব্যতীত চাষাদিগের জীবনের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। অধিবাসীদিগের নির্দিষ্ট সামাজিক প্রণালী, সাংসারিক জীবন, ধর্মবিশ্বাস, এবং কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া পদ্ধতি এবং যাহারা শ্রমসাধ্য কার্যের জন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া অল্পদূর গমন করে, তাহারা কি কি করে, এই সমস্ত এবং অন্যান্য সামান্য সামান্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না, এবং যে যৎকিঞ্চিৎ জানিতেন, তাহার অধিকাংশ আবার ভ্রান্তিপূর্ণ। আমি বুঝিতে পারি যে, এই সকল বিষয়ের তথ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, পাদরীর নিকট হইতে—সম্পূর্ণরূপে চাষাদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা করা কর্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, যাহাতে সহজে চাষাদিগের সেই গ্রাম্য ভাষা বুঝিতে পারা যায়, এবং সেই ভাষায় উত্তমরূপে কথাবার্তা কহিতে পারা যায়, তাহা করা প্রয়োজন, এবং সে সময়ে আমার সেই প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ততদূর ছিল না।

এমন কি যে ব্যক্তির বিদেশীয় ভাষায় অধিকার লাভের দাড়াবিক শক্তি আছে, তাহার পক্ষেও রুবীয় ভাষা শিখা করা সহজ ব্যাপার নহে । যদিও রুবীয় ভাষা মূলতঃ আমাদিগের ভাষার ন্যায় অর্থ্যভাষা, এবং তাহার মধ্যে বাশলিক (মন্তকাবরণ), কালপাক (রজনী-উষ্ণীষ), অরবুজ (তরমুজ) প্রভৃতির ন্যায় কতকগুলি ভাষার ভাষার শব্দ অল্প পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে এমনতর কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা পশ্চিম যুরোপে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং পশ্চিম যুরোপীয়দিগের জিহ্বায় তৎসমস্ত উচ্চারিত হওয়া কঠিন ব্যাপার, এবং গ্রীক, লাতীন এবং টিউটনীয় ভাষা সমূহ যে আদিম মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন, উক্ত শব্দগুলিরও সেই মূল হইতে উৎপত্তি হইলেও সেগুলিকে সাধারণো সহজে চিনিতে পারা যায় না । ইহার প্রমাণ স্বরূপ রুবীয় 'ওটেটন্' (otéts) শব্দের প্রতি দৃষ্টি দান করুন । প্রথম দৃশ্যে ইহা বিচিত্র বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা আমাদিগের ফাদার (পাতা), জাৰ্মানদিগের ভাটার, এবং ফরাসীদিগের পেরে শব্দের রূপান্তর মাত্র । ইংরাজি এবং জাৰ্মান ভাষার কোন শব্দের শেষে er আর শব্দটী যোগ করিলে যে অর্থ অর্থ্যৎ কন্মকর্তা বুঝায়, এটন্ (ets) শব্দটী রুবীয় ভাষার কোন শব্দের শেষে যোগ করিলে সেইমত অর্থবোধক হয়, যথা কাপ-এটন্ (Kup-ets) অর্থ্যৎ ক্রেতা, প্লভ-এটন্ (Plov-ets) অর্থ্যৎ সম্ভরণকারী এইমত বুঝায় । অট (ot) শব্দটী ভট (vot) শব্দের অপভ্রংশ মাত্র, যথা অটচিনা (otchina) শব্দের অর্থ পৈত্রিক স্বত্বাধিকারিত্ব বুঝায়, কিন্তু তাহা প্রায় ভটচিনা (votchina) রূপে লিখিত হয় । জাৰ্মান ভাষার ভাট (Vat) এবং ইংরাজি ভাষার ফাদ (Fath) শব্দ যে মূল হইতে উৎপন্ন, ভট (vot) শব্দের মূলও তাহা, ইহা বেশ জানা যাইতেছে । অতএব আমাদিগের উক্ত প্রমাণিত হইল । এ সমস্তই বেশ সহজ, এবং জ্ঞাননীয় এবং টিউটনীয় ভাষা সমূহ মূলতঃ এক অথবা একমূলোৎপন্ন ইহা প্রমাণিত হইতেছে ; কিন্তু ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শব্দগুলির মূলগত সৌন্দর্য্য এক্রূপে সত্ত্বে প্রচ্ছন্ন থাকায়, বিদেশীয় ভাষা শিক্ষাপক্ষে কোন কাঙ্ক্ষারী সহায়তা পাওয়া যায় না । এতদ্ব্যতীত রুবীয় ব্যাকরণ-প্রণালী এবং শব্দবিন্যাস স্বতন্ত্রবিধ এবং অনেক অদ্ভুত ব্যাভিচার দেখা যায় । ইহার দৃষ্টান্তস্বলে আমরা দাতুর ভবিষ্যৎ কালের প্রতি দৃষ্টি দিলেই জানিতে পারিব । রুবীয় ব্যাকরণের ক্রিয়া সাধারণ ভবিষ্যৎ এবং পৌনঃপৌনিক ভবিষ্যৎ কাল এই দুই প্রকারেই ব্যবহৃত হয় । শেযোক্ত রূপটী সৰ্ব্বস্থলেই ইংরাজি ব্যাকরণের ন্যায় অসমাপিকার সহিত পূৰ্ণগামী সাহায্যকারী ক্রিয়াপদের সংযোগে সিদ্ধ হয়, কিন্তু প্রথমোক্তটী বিভিন্ন প্রকারে সাধিত হয়, তাহার অন্য কোন স্বত্র নির্দিষ্ট নাই, সুতরাং প্রত্যেক ক্রিয়ার সাধারণ ভবিষ্যৎটী কেবল মাত্র স্মরণশক্তির সাহায্যে শিখিতে হয় । অনেকগুলি ক্রিয়াপদে একটী অব্যয় উপসর্গরূপে যোগ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কোন অব্যয় প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার নিয়ম নির্ধারণ করা অসম্ভব । যথা ইডু (idú) আমি যাই শব্দটী পইডু (poidú) হয় । পিশু (pishu) আমি লিখি

শব্দটী নাপিশু (napishú) এবং পিয়ু (pyú) আমি পান করি শব্দটী ভুইপিয়ু (vuipyu) এই মত হইতে থাকে ।

উচ্চারণ-কাঠিন্যের ন্যায় স্বর-মাত্রার কাঠিন্যও আছে। এ সম্বন্ধে রুযীয় ভাষা গ্রীক ভাষার ন্যায়; কোন্ স্থলে পতন হইবে, তাহা কখনই স্মরণে সিদ্ধান্ত করিয়া বলা যায় না। কিন্তু দুইটী কারণে ইহা গ্রীক অপেক্ষা আরও জটিল; প্রথমতঃ মাত্রা-চিহ্ন দিয়া রুযীয় শব্দ মুদ্রিত হয় না, এবং দ্বিতীয়তঃ একটী শব্দ নানানি-রূপান্তরিত হইলে, সেই শব্দের কোন্ স্থলের স্বর-মাত্রা কিরূপ পরিবর্তন হইবে, কেহই এ পর্য্যন্ত তাহার নিদিষ্ট সূত্র ধার্য্য করিতে পারেন নাই। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ই শেযোক্ত বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রুকা (ruká—হস্ত) শব্দের শেষ স্বরের উপর মাত্রা আছে, কিন্তু রুকু (rúku) এই কল্পপদে উপাস্ত্য স্বরে মাত্রা পড়িতেছে। যাহা হউক, ইহা কখনই স্থির করা উচিত নহে যে, এই শ্রেণীর সকল শব্দেরই এতদ্বিধ স্বর-মাত্রা পরিবর্তন হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেডা (bedá—হুভাগ্য) এবং এই প্রকার অনেক শব্দের উচ্চারণ কালে অন্ত্য স্বরের উপর মাত্রা বরাবরই থাকে।

রুযীয় ভাষার সহিত বহুকাল ধরিয়া পরিচয় হইলে, ইহা এবং এই প্রকার অন্যান্য বিয় বাধা (এস্থলে তৎসমস্ত বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই) অতিক্রম করিতে পারা যায়। বাহার বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার অভ্যাস আছে, এগুলি কঠিন হইলেও তাঁহার পক্ষে ভয়ের কোন কারণ নাই। কর্ণ এবং জিহ্বা, শব্দ-রূপান্তর এবং স্বর-মাত্রার বিচিত্রতার সহিত ক্রমশঃ পরিচিত হয়, এবং ব্যাকরণের সংজ্ঞাসমূহ যে কার্য্য সাধন করে, অভ্যাসেও তাহা সাধিত হয়। ইহা সত্য যে, একজন বিদেশীয় যতই কেন রুযীয় ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে সক্ষম হউন না, তিনি কিন্তু প্রকৃত রুযীয়ান বলিয়া ভাড়াইতে পারেন না। যদি তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া কথা কহেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ধরা পড়িবেন। কিন্তু এখানে বিচিত্র কিছুই নাই। যে সকল রুযীয়ান ইংরাজি ভাষায় কথা কহিতে পারেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও এইমত মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। আমি এমত অনেক রুযীয়ানের সহিত কথা কহিয়াছি, বাহারা প্রশংসনীয়রূপে ইংরাজি কহিতে পারেন, কিন্তু যে সকল রুযীয়ান বাল্যকাল হইতে ইংরাজি শিখিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহই ঠিক ইংরাজদিগের মত ইংরাজি কহিতে পারেন না।

ইহা সাধারণে অল্পমিত হয় যে, রুযীয়গণ স্ভাবের দ্বারা বিচিত্ররূপে, ভাষা-তত্ত্বজ্ঞান-শক্তিতে ভূষিত। প্রকাশ যে, তাঁহাদিগের নিজের ভাষা এত কঠিন যে, তাঁহারা অন্য জাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে কষ্টবোধ করেন না। সাধারণের বিশ্বাস এরূপ কেন, তাহা বিবৃত করা আমার পক্ষে কর্তব্য বোধ হইতেছে। পশ্চিম যুরোপের শিক্ষিতশ্রেণী অপেক্ষা শিক্ষিত রুযীয়গণ উত্তম ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, ইহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহারা সর্বদাই ফরাষী এবং প্রায়ই ইংরাজি এবং জার্মান ভাষায় কথা

কহিয়া থাকেন। যাহা হউক প্রথম এই যে, মানসিকবৃত্তির বৈলক্ষণ্যের কারণ কি অন্য কোন কারণে এরূপ ঘটিয়াছে? মানসিক বৃত্তিগত পার্থক্য নাই, একথা বলিতে সাহস না করিয়া, আমি বলি যে, অন্য কারণও অন্ততঃ এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। যে কোন রুযীয়া আপনাকে সভ্য বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিলে, তাঁহাকে অন্ততঃ একটা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হয়; এবং এই জন্য উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের পূজগণ শৈশব হইতে অন্ততঃ ফরাসী ভাষাটি শিক্ষা করিয়া থাকেন। অনেক সংসারে জার্মান ধাত্রী, ফরাসী শিক্ষক, এবং ইংরাজ ডাবা-খামিকা থাকেন; এবং এই সূত্রে বালকেরা শৈশব হইতেই এই কয়টা ভাষা ব্যবহার করিতে শিখেন। এতদ্ব্যতীত রুযীয়া ভাষায় স্নর অধিক ব্যবহৃত হয়, এবং পশ্চিম যুরোপীয় ভাষা সমূহের প্রায় সমস্ত শব্দই এই ভাষার মধ্যে বিরাজমান। কিন্তু এমত কতকগুলি কোমল শব্দ আছে, যাহা রুযীয়া ভাষায় নাই, এবং রুযীয়াগণ সে শব্দগুলি প্রায় ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি দেখাইতেছি যে, but শব্দে লঘু স্নর এবং all শব্দে গুরু স্নর আছে। কিন্তু যে সকল রুযীয়ান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে আমাদেরিগের ভাষায় কথা কহেন, এমন কি তাঁহারা পর্যন্ত উক্তবিধ শব্দের উচ্চারণ কালে ও (o) শব্দের স্নরের ন্যায় স্নর যোগ করেন, এবং ইংরাজদিগের কর্ণে তাহা নিতান্তই দুঃশ্রাব্য বলিয়া বোধ হয়। ব্যাকরণ ঘটিত গোলমালের নিদর্শনস্বরূপ আমি বলিতেছি যে, was (ওয়াজ) এবং has been হাজ বিন এই দুইটির স্মৃদ্ধ পার্থক্য রুযীয়ানগণ বুঝিতে পারেন না।

সম্ভবতঃ এস্থলে ডাবউইনের মূল নীতিসূত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং এমত অনুমান করা যাইতে পারে যে, রুযীয়ার উচ্চশ্রেণীর লোকেরা কয়েক পুরুষ যাবৎ বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া আসিতে থাকায়, এক্ষণে তাঁহাদিগের ভাষাতত্ত্বজ্ঞান-শাস্তিটা বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার দেখানির্বাসনকালে, বেক্সপ পরিমিত রুযীয়াভাষা শিক্ষার দ্বারা আমি কৃষকদিগের সহিত সহজভাবে কথাবার্তা কহিতে পারি, আমার সেরূপ শিক্ষালাভের সহায়তা পাইবার কতকগুলি সুযোগ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ আমার পূজনীয় শিক্ষক একজন দয়ালু, মনোমত ব্যক্তি এবং তিনি কথাবার্তা কহিতে ভাল বাসিতেন, অসীম গল্প বলিয়া আনন্দোপভোগ করিতেন, কিন্তু আমি সে সকল গল্প বুঝিতাম কি না এবং সেগুলি আমার মনোমত হইত কি না, তাহা তিনি অবগত হইলে তাঁহার স্নেহ আনন্দ হইবার সম্ভাবনা ছিল, তৎপ্রতি তিনি দৃষ্টি দিতেন না, আপন মনে গল্প বলিয়াই যাইতেন। এমন কি তিনি যখন একাকী বেড়াইয়া বেড়াইতেন, সে সময়েও অল্পচপরে কথা কহিতেন, ভাবিতেন, যেন কেহ তাহা শুনিতেছে। কোন এক জন অপরিচিত ব্যক্তি সে সময়ে দেখানে উপস্থিত হইলে ভাবিতেন যে, (যদিও তাঁহার সুদীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ শরীর এবং রক্তিমাত মুখশ্রী সেরূপ অনুমান করিবার বিরুদ্ধে প্রবল প্রমাণ স্বরূপ ছিল) তিনি বুঝি কোন অদৃশ্য ভূতের

সহিত কথোপকথন করিতেছেন ; কিন্তু সেই স্থানের পাঁচ কোশের মধ্যে বাহারা বাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে কোন পুরুষ, স্ত্রী, বা শিশু কখনই সেরূপ ভ্রান্ত অলুমান করে নাই। প্রতিবাসী সকলেই জানিত যে, বাটুলকা (পিতা, এই নামেই তিনি সাধারণে আহূত হইতেন) ধেরূপ অভিজ্ঞ এবং সারগ্রাহী লোক, তাহাতে তিনি কখনই অদৃশ্য ভূত দেখিতে পারেন না, এবং তাহারা ইহাও জানিত যে, কথোপকথনকালে তাহার মুখ বন্ধ করা হুঃসাধ্য, এবং যখন তিনি স্মবিধামত কোন শ্রোতা না পাইতেন, তখন তিনি আপনাদের কল্পনার দ্বারা শ্রোতা স্থির করিয়া লইতেন। তাঁহার এই বিচিত্রতাসূত্রে আমার কিস্ত উপকার দর্শে। তিনি যাহা বলিতেন, যদিও কিছুকাল আমি তাহার সামান্য অংশই বুঝিতে পারিতাম, এবং তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য সম্মতিজ্ঞাপক 'হাঁ' এবং অসম্মতিজ্ঞাপক 'না' শব্দটি অযথাস্থানে প্রয়োগ করিয়া, আমি প্রায়ই বিজ্ঞাটের মুখে পতিত হইতাম, তথাপি তিনি কিস্ত সমভাবেই বলিয়া যাইতেন। বাচাল লোকদিগের ন্যায় তিনি প্রায়ই এক কথা বারবার বলিতেন; সাধারণ সমাজে এরূপ করা যতই কেন আপত্তিজনক বিবেচিত হউক না, আমি কিস্ত এসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতাম না, কারণ ইহার দ্বারা আমি যথেষ্ট উপকার পাইতাম, এবং যে গল্পটি আমি পূর্বে একবার বা দুইবার শুনিয়াছিলাম, সেই গল্পটি পুনরায় তিনি যে সময়ে বলিতেন, সেই সময়ে যথাস্থানে আমি 'হাঁ' কিম্বা 'না' শব্দ সহজেই প্রয়োগ করিতে পারিতাম।

ইন্ডানোফকায় আর একটা সৌভাগ্যের বিষয় এই ছিল যে, সেখানে কোন প্রকার গোলমাল ছিল না, স্মৃতরাং সমস্ত দিন এবং রজনীর অধিকাংশ শিক্ষাকাণ্ডে নিয়োগ করিতে পারা যাইত। কারল কারলিচের সহিত মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে যাওয়াই আমার প্রধান আনন্দ ছিল, কিন্তু এই সামান্য আনন্দও সকল সময়ে সম্ভোগ করিতে পারিতাম না, কারণ বৃষ্টি পড়িবামাত্র বারান্দায় আর যাওয়া যাইত না। কর্দমরাশি, সেই ভ্রমণ-নিয়ম পালন করিতে দিত না। মসরুম অর্থাৎ ব্যাণ্ডের ছাতা সংগ্রহ করা আর একটা প্রায় উত্তেজক কার্য ছিল; কিন্তু তন্মধ্যে কোন গুলি বিবাক্ত এবং কোন গুলি আহাৰ্য্য তাহা ঠিক বাছিয়া লইতে অসমর্থ হওয়ায়, আমার সে কার্যে নিযুক্ত থাকিবার চেষ্টা বৃথা হয়। উদ্ভাদকারী জনসমুদ্র হইতে আমরা এত দূরে অবস্থান করিতাম যে, তাহাদিগের প্রবল কোলাহল আমাদের কৰ্ণে প্রবেশ করিতে পাইত না। এমনও হইয়াছে যে, এক সপ্তাহ বা দশ দিন কাল অজীত হইয়া যাইলেও আমরা বহির্জগতের কোন সংবাদ পাইতাম না। সৰ্ব্বোপেক্ষা নিকটবর্তী ডাকঘর রেলওয়ে ষ্টেশনে ছিল, এবং সেই দূরবর্তী স্থান হইতে সংবাদ আদান প্রদানের কোন নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল না। চিঠি এবং সংবাদপত্র গুলি ষতদিন না আনান হইত, ততদিন সেগুলি সেখানে পড়িয়া থাকিত, এবং যদি আমাদের কোন প্রতিবাসী সেই পথ দিয়া যাইতেন, তাহা হইলে পালামত তিনি

তিনি তৎসমস্ত আনিয়া দিতেন । চলিত সাময়িক ইতিহাস এইমত উপায়ে একে-
বারে সমধিক মাত্রায় আমরা প্রাপ্ত হইতাম ।

এইমত একটা অধিক মাত্রায় সাময়িক ঐতিহাসিক সংবাদ প্রাপ্তির ঘটনা এখন
আমার বেশ স্মরণ হইতেছে । সচরাচর যেরূপ সময়ের মধ্যে অবৈতনিক পত্র-
কাহকেরা পত্রাদি আনিয়া দিতেন, একবার তদপেক্ষা সাময়িক সময় অতীত হইয়া
বার, অথচ কোন সংবাদপত্র প্রাপ্ত হই না, এবং সেই সময়ে ক্রান্ত এবং আত্মাঙ্গির মধ্যে
বুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, এরূপ সংবাদ পূর্বে প্রাপ্ত হওয়ার, সেই আত্মাত্তিক বিলম্ব বড়ই
বিড়ম্বনাজনক বোধ হইতে থাকে । অবশেষে আমার নিকট এক বোকা সংবাদ-
পত্র নীত হইল । কোন একটা তয়ানক বুদ্ধ হইয়াছে কি না, ইহা জানিবার জন্য
অধীর হইয়া, আমি সর্বশেষ তারিখের কাগজ বাহিয়া লইয়া, পরক্ষণেই একটা
প্রবন্ধ দেখিতে পাই—“শেষ সংবাদ—সম্রাট এক্ষণে উইলিয়মসোতে !!!” যেরূপ
বড় অক্ষরে এই শীর্ষভাগ মুদ্রিত এবং যেরূপ বিস্ময়জ্ঞাপক চিহ্নসংযুক্ত, তাহাতে
জানা যায় যে, সে প্রবন্ধটা বিশেষ দরকারী । আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ
করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সনস্তই অস্পষ্ট বোধ হইল । এ সম্রাটটা কে ? সে
সময়ে জার্মান সম্রাট কেহ ছিলেন না, সুতরাং ভাবিলাম, হয় রুশ-সম্রাট, নয় অষ্ট্রীয়ার
সম্রাট হইবেন । কিন্তু তাহা নয় ! ইনি বাস্তবিকই ফরাষী সম্রাট । নেপোলিয়ান
কিন্তুপে উইলিয়মসোতে যাইলেন ? ভাবিলাম, ফরাষীরা অবশ্যই বোধ হয়
রাইননদী-তীরস্থ প্রুসীয় আত্মরক্ষণ-স্থান ভেদ করিয়াছে এবং জার্মানির
অনেক ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে । কিন্তু তাহাও নয় ! আমি আরও
যতই পাঠ করিতে লাগিলাম, ততই সেই অনুমান ভ্রান্ত হইতে লাগিল । শেষ
জানা গেল যে, সম্রাট, জার্মানদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তিনি এক্ষণে বন্দী !
রহস্য সন্তোদ করিবার জন্য আমি ইহার পূর্বকার তারিখ সমূহের কাগজ গুলি পাঠ
করিতে লাগিলাম, এবং তখন জার্মানদিগের উপর্যুপরি জয়লাভ, সিড়ানের
ব্যাপার, এবং সেই সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনা গুলি জানিতে পারিলাম । বাঁহারা
দৈনিক সংবাদপত্রের পর পর খণ্ডে হোমিওপেথিক মাত্রায় সাময়িক চলিত ঘটনা
গুলি ক্রমে ক্রমে পাঠ করিয়া থাকেন, আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়, তাঁহারা
তাহা কখনই অনুভব করিতে পারিবেন না ।

আমার শিক্ষকের হিতকর বাচালতা সূত্রে এবং ভাষা শিক্ষাকার্য্যে আমার সমস্ত
সময়টা ব্যয় করিবার সুবিধা থাকায়, আমি ভাষা শিক্ষাকার্য্যে এত গীর্জা উন্নতি
লাভ করিতে থাকি যে, কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাকে কেহ কিছু বলিলে, তাহার
অনেকটা বুঝিতে এবং আমি নিজে অক্ষুণ্ণভাবে—এলোমেলোরূপে মনোভাব
প্রকাশ করিতে পারিতাম । রুঘীরগণের সাঁটে কোন কথা বুঝিয়া লইবার শক্তি
সমধিক আছে, সুতরাং সেই সূত্রে আমার সেরূপে মনোভাব প্রকাশ কালে বিশেষ
সুবিধা হইত । যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় মনোভাব বাক্য দ্বারা নিকি পরিমাণে

প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলেন, তাহা হইলে রুবীয় কৃষক প্রায়ই অবশিষ্ট চারি অংশের তিন অংশ স্বীয় আশু ধারণাশক্তির দ্বারা পূরণ করিয়া দিতে পারে ।

আমার অভিজ্ঞান শক্তি যতই বাড়িতে থাকে, পাদরীর সহিত সুদীর্ঘকালব্যাপী কথোপকথন ততই ক্রমশঃ উপকারী বোধ হইতে থাকে । প্রথম প্রথম তাঁহার মন্তব্য এবং গল্প গুলি আমার পক্ষে কেবল শব্দশাল্ল সম্বন্ধীয় বলিয়াই বোধ হইত, কিন্তু আমি ক্রমশঃ জানিতে পারি যে, তাঁহার কথা গুলির মধ্যে তাঁহার নিম্নের এবং তিনি যে শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য এবং সারগর্ভ তথ্য, যাহা সচরাচর ব্যাকরণ পাঠকালে জানিতে পারা যায় না, সেই সকল তথ্য আছে । তাহার মধ্যে কতকগুলি বিষয় আমি এক্ষণে পাঠকগণকে জ্ঞাত করিতে অভিলাষ করিয়াছি ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

গ্রাম্য পাদরী ।

পাদরীদিগের নাম—পাদরীদিগের বিবাহ—যেত এবং কৃষ্ণ পাদরী—লোকেরা গ্রাম্য

পাদরীদিগের প্রতি কেন সম্মান প্রদর্শন করে না—যেত পাদরীদিগের

ইতিহাস—গ্রাম্যপাদরী এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট পাদরী—স্বাধীন লোকেরা

কিরূপ ধার্মিক—আইকন—পাদরী-সমাজ এবং লোক-

শিক্ষা—ধর্ম-বিভাগের সংস্কার ।

পরস্পরের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার সময় উভয়ের নাম ন্যূনাত্মক অক্ষুট স্বরে উচ্চারণ করিতে হয়, এমত প্রথা আছে । কিন্তু আমি এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি যে, সেই প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করিতে আমি বাধ্য হইতেছি । সত্য কথা এই যে, আমি যে দুই জনকে পরস্পরের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছি, সেই দুই জনের নামই আমি জানি না ! পাঠক, যিনি তাঁহার নিজের নাম অবশ্যই জানেন, তিনি আমার এই অজ্ঞতার জন্য অবশ্যই সহজে ক্ষমা করিবেন । কিন্তু তিনি অবশ্য স্বভাবতই এমত আশা করেন যে, যে মনুষ্যের নিকট আমি নিজে পরিচিত বলিয়া প্রকাশ করি, এবং কয়েক মাস যাবৎ তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন করিয়াছি, তাঁহার নাম আমি অবশ্যই জানি । শুনিতে যতই বিচিত্র হউক না কেন, আমি কিন্তু তাঁহার নাম জ্ঞাত নহি । আমি যতদিন ইভানোফকায় ছিলাম, ততদিন ‘বাটুসকা’ ব্যতীত অন্য কোন নামে এক-বারও তাঁহাকে অভিহিত বা আহূত হইতে শুনি নাই । বাটুসকা শব্দটি কোন নাম নহে । তাহা কেবলমাত্র পিতা অর্থবোধক অপ্ৰচলিত শব্দের ক্ষুদ্র মূর্তি মাত্র এবং সে শব্দটি সাধারণে সকল গ্রাম্য পাদরীর প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ‘উসকা’ শব্দটি সচরাচর চলিত পরিসমাপ্তিজ্ঞাপক, এবং বাট শব্দটি লাতিনভাষার পাটার (pater) শব্দের অনুরূপ ।

যদিও বাটুসকার বংশগত নাম কি, তাহা আমি জানিতে পারি নাই, কিন্তু এসম্বন্ধে দুইটি কৌতূহলজনক তথ্য বিজ্ঞাপন করিতে পারি ; শৈশবে তাঁহার এরূপ নাম ছিল না, এবং এ নামটি তাঁহার পিতার নামের তুল্যও নহে ।

উত্তেজক নবন্যাসাবলী পাঠসূত্রে যে পাঠকের আন্তঃমানসিকতা অস্বাভাবিক রূপে বদ্ধিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনি অবিলম্বেই স্থির করিয়া বসিবেন যে, বাটুসকাকে যেমত দেখা যায়, বাস্তবিক তিনি সেরূপ নহেন, তিনি একজন ছদ্মবেশী—হয় তিনি একজন বড়লোকের জারজ পুত্র, নয় তিনি নিজেই একজন উচ্চবংশীয় বড়লোক, কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং সেই জন্যই তিনি সামান্য গ্রাম্য

পাদরীর কার্য্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সংগোপনে রহিয়াছেন। আমি বলি এরূপ যে কোন প্রকার ভ্রান্ত করণা একেবারে বিদূরিত করা কর্তব্য। বাটুসকা বাস্তবিকই আইনসম্মতরূপে একজন সাধারণ গ্রাম্য পাদরীর প্রকৃত পুত্র, তাঁহার পিতা এখনও দশকোশ দূরে অবস্থান করিতেছেন, এবং বহু পুরুষ হইতেই তাঁহার পিতৃ এবং মাতৃবংশীয় সমস্ত নরনারীই এই পাদরী-বংশীয়। এমতে তিনি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পাদরী স্বরূপ এবং স্বভাব চরিত্রও সেইরূপ পাদরীদিগেরই মত। যদিও তিনি অভিজ্ঞতার দ্বারা মহাব্যস্রদের দুর্বলতা সযত্নে কতকটা পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও কোন প্রকার জঘন্য পাপকার্য্য করেন নাই, এবং সেই হুত্রে তাঁহার পক্ষে স্বীয় জন্মবিবরণ সংগোপন করিবার কোন কারণও উপস্থিত হয় নাই। উপরে এই যে তথ্য বিবৃত হইল, কুবীয়ার পাদরীশ্রেণীর মধ্যে যে এক বিচিত্র প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহা তাহার ফলস্বরূপ। সেই প্রথামত যখন কোন বালক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তখন বিসপ নামক প্রধান ধর্ম্মযাজকের দ্বারা সেই বালক একটা নূতন পারিবারিক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই নাম পরমার্থতত্ত্ব-অর্থজ্ঞাপক “বগন্লাফ্‌ক্‌” অথবা ইশ্বর-প্রেম-অর্থবিজ্ঞাপক “বগনুবফ্‌” কিম্বা এইমত শ্রেণীর নাম হইতে পারে; অথবা বালকের বাসগ্রামের নাম হইতে তাহার নাম হইতে পারে, কিম্বা বিসপ নিজে যে কোন শব্দ উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সেই শব্দদ্বারা নাম প্রদত্ত হইতে পারে। একবার একজন বিসপ দুইটা ফরাণী শব্দ অনুসারে নাম রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি ইহা জনি। তিনি বালকের বাসগ্রামের নামানুসারে তাহার নাম “ভেলিকোসেলক্‌” রাখিতে ইচ্ছা করেন, ভেলিকো সেলো শব্দের অর্থ বড় গ্রাম; কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, বিদ্যালয়ের মধ্যে ভেলিকোসেলক্‌ নামে আর একটা বালক আছে, তখন তিনি নিজে একজন রসিক পুরুষ বলিয়াই সেই নূতন বালকের নাম ‘গ্রাওভিলেজেন্‌ক্‌’ নাম প্রদান করেন। ভবিষ্য শব্দ-বেস্তাদিগের পক্ষে এই শব্দটা সম্ভবতঃ বড়ই বিরক্তিকর হইবে।

আমার পূজনীয় শিক্ষকের শরীর যেমন দীর্ঘ, সেইমত সর্বল, বয়স্ক প্রায় ৪০ বর্ষ, ঘন কৃষ্ণ কটা দাড়ী, এবং সুদীর্ঘ অঘন কেশরাশি স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তাঁহার পরিচ্ছদের যে অংশ দেখা যায়, তাহা তিনটা মাত্র দ্রব্য; অস্বচ্ছ দ্রব্যে বিনির্ম্মিত একটা সুদীর্ঘ অঙ্গরাখা গলদেশ হইতে ভূমি পর্য্যন্ত বিলম্বিত, মস্তকে সুদীর্ঘ চুপি এবং পায়ে এক জোড়া বড় অথচ ভারি বুটজুতা। তাঁহার আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছদ সযত্নে আমি কোন সন্ধান লই নাই। তাঁহার জীবন বিশেষ ঘটনাবিহীন। শৈশব কালে তিনি সেই প্রদেশের প্রধান নগরের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়েন, এবং ছাত্রগণ সচরাচর যেরূপ হয়, তিনি তদপেক্ষা উত্তম বলিয়া যশলাভ করেন। তাঁহার জীবনের এই সময়ের ইতিহাস আমার নিকট বর্ণনাকালে তিনি বলেন যে, “এই বিদ্যালয়ের অবস্থা সে সময়ে যেরূপ ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। আজকাল শিক্ষকেরা মহাব্যজ্ঞাতির প্রতি সম্মুখতা প্রকাশের কথাসকল বলেন, এবং যদি কোন

ছাত্রকে এক্ষণে বেত্রাব্যাত করা হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের জীবশ্রেষ্ঠতার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইল, ছাত্রেরা এমত জ্ঞান করে । অন্যপক্ষে তাহারা কখনও এমত বিবেচনা করে না যে, মদ্য পান করিলে বা অমুক—অমুক—অমুক স্থানে (যে সকল স্থানে আমি কখনও যাই নাই) গমন করিলে, জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব পদের অবমাননা হয় । আমি প্রায়ই বেত্রাব্যাত দণ্ড পাইতাম, এবং আমি বিবেচনা করি না যে, সেই ক্ষুদ্রে আমি একজন মন্দলোক হইয়া গিয়াছি ; এবং এক্ষণে তাহারা যে শিক্ষক-মুখ-প্রসূত বিদ্যাবিজ্ঞানের কথা লইয়া মহা আন্দোলন করিতেছে, যদিও আমি সে সময়ে দেরূপ কোন কথা শুনি নাই, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের সহিত উৎকৃষ্টরূপে লাতীন পাঠ করিতে পারি ।”

ব্যাটসকা, তাহার জীবনের সরল গল্প বর্ণনাকালে পুনরায় বলিলেন, “যখন আমার লেখা পড়া শিক্ষা শেষ হইয়া যায়, তখন বিসপ আমার বিবাহের জন্য একটি পাত্রী আনাইয়া বিবাহ দেন, এবং আমি আমার বৃদ্ধ সন্তরের উত্তরাধিকারী হই । সেই উপায়েই আমি ইতানোফকার পাদরী হইয়া, এপর্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করিতেছি । গ্রামটী অত্যন্ত বড়, স্বতরাং আমাকে অধিক শ্রম করিতে হয়, এবং আমি যে ভূমিগণ্ড পাইয়াছি, তাহা তাদৃশ উর্বরাও নহে, কিন্তু জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ ! আমি সুস্থ এবং সবলকায় এবং দ্বিচ্ছন্দে দিনপাত হইতেছে ।”

আমি বলিলাম, “আপনি বলিলেন যে, বিসপ আপনার বিবাহের জন্য একটি পাত্রী সংগ্রহ করিয়া দেন, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, বিসপ আপনার একজন পরম বন্ধু ।”

“না, তাহা নহে । বিদ্যালয়ের যে যে ছাত্র পাদরীশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়েন, বিসপ তাহাদিগের প্রত্যেকের জন্যই এইরূপে স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া দেন । তাহার কর্তব্য কার্যের মধ্যে হই । একটি বিশেষ কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ।”

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, “সত্য নাকি ! এ প্রথা দেখিতেছি, পরিজনতত্ত্ব প্রণালীর অতিরিক্ত ব্যাপার । পূজনীয় পাদরীর সহিত যে বিষয়ের কোন সংশ্লিষ্ট নাই, তিনি কেন সে বিষয়ে সংলিপ্ত হইয়েন ?”

“না, এ সকল বিষয়ের সহিত তাহার সংশ্লিষ্ট আছে । তিনি স্বভাবতই বিধবা এবং অনাথদিগের বিশেষতঃ স্বীয় অধীনস্থ মণ্ডলীর মধ্যস্থ পাদরীগণের প্রকৃত রক্ষকরূপ । কোন গ্রাম্য পাদরী মরিলে, তাহার স্ত্রী এবং কন্যাদিগের দশা কি হইবে ?”

এই শেষোক্ত কথাট প্রকৃত মর্ম্ম ঠিক অনুধাবন করিতে না পারিয়া, আমি এই প্রস্তাব করিতে সাহস করিলাম যে, পাদরীদিগের পক্ষে পরিণামের কষ্ট দূর অন্য পরিমিতাচার অবলম্বন করা বিহিত ।

ব্যাটসকা উত্তর করিলেন, “এ কথা মুখে বলা সহজ বটে ; প্রাচীন প্রবাদে প্রকাশ যে, যে কোন পুরাতন গল্প সহজে শীঘ্রই বলা যাইতে পারে, কিন্তু কোন

একটা কাজ সহজ হইলেও সেরূপ শীঘ্র সমাধা করা যায় না । আমরা কিরূপে পরিমিতাচার অবলম্বন করিব ? অর্থ সঞ্চয় দূরে থাক, আমরা বহু কষ্টে প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কলন করিয়া থাকি ।”

“বিধবা এবং কন্যারাত পরিশ্রম করিয়া, জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে ?”

“জিজ্ঞাসা করি, তাহার কি কাজ করিবে ?” বাটুসকা এই কথা বলিয়া, উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু আমি কোন উত্তর দিলাম না দেখিয়া, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, “এমন কি সেই বাসবাটী এবং ভূমি পর্যাঙ্কে তখন আর তাহাদিগের অধিকার থাকে না, তৎসমস্ত নূতন পাদরীর অধিকারভুক্ত হয় ।”

আমি বলিলাম “যদি কোন নবন্যাসের মধ্যে এরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, পরিণামে কি ঘটে, তাহা আমি পূর্বে বলিয়া দিতে পারি । সেরূপ স্থলে এক্ষণকার সেই নূতন পাদরীর সহিত একটি কন্যার প্রেম সঞ্চারণ করিয়া দিয়া, উভয়ের মধ্যে পরিণয় সাধন করিয়া দেন এবং সেই সূত্রে সংসারের সকলেই—শ্বাণ্ডী পর্য্যন্ত স্মৃথে একত্রে চিরদিনের জন্য বাস করিতে থাকেন ।”

“বিসপও ঠিক এইমত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন । নবন্যাস-লেখকেরা জীবন-ছীন পুস্তলিকা গুলিকে লইয়া যেরূপ আপনাদিগের কল্পনামত করিয়া থাকেন, বিসপও সেইমত রক্তমাংসবিশিষ্ট জীবিত মনুষ্যাদিগকে লইয়া করিয়া থাকেন । তিনি একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোক, স্মরণ্য তিনি ভাগ্যের উপর কিছুই নির্ভর করিয়া থাকিতে দিতে পারেন না । এতদ্ব্যতীত, যুবক ব্যক্তি পাদরীশ্রেণীভুক্ত হইবার পূর্বে তিনি এ বিষয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থা করিয়া দেন, কারণ ধর্ম-সমাজের বিধানমত, পাদরীশ্রেণীভুক্ত হইবার পর আর বিবাহ করিবার বিধি নাই । যদি কোন বৃদ্ধ পাদরী মরিবার পূর্বে তাঁহার সংসার সম্বন্ধে এইমত একটা ব্যবস্থা স্থির হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারগণের প্রতিপালনের একটা ব্যবস্থা হইয়া গেল, ইহা জানিয়া, তিনি স্মৃথে মরিতে পারেন ।”

“ভাল, বাটুসকা, আপনি যেভাবে এ বিষয়টি বলিলেন, তাহা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তুলনায় এ স্থানে দুইটি অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে । নবন্যাস-লেখক দুইটিকে পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ করিতে পারেন, এবং শ্বাণ্ডীর সহিত পরমস্মৃথে বাস করাইতে পারেন, কিন্তু পুণ্ড্রা বিসপের প্রতি আমি উচ্চ মান্য প্রদর্শন করিয়া বলিতেছি, তাঁহার কিন্তু সেরূপ করিবার ক্ষমতা নাই ।”

আপত্তির কথার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বাটুসকা বলিলেন, “ভালবাসা সূত্রে বিবাহ যে চিরদিন স্থধর, আমি ইহা জানি না ; এবং শ্বাণ্ডীর কথা যাহা বলিলেন, এখনও—অথবা অন্ততঃ দাসদিগের মুক্তি দানের পূর্বে প্রায় প্রত্যেক চাষার বাটীতে একজন শ্বাণ্ডি ও অনেকগুলি পুত্রবধূ একত্র বাস করিত এবং করে ।”

“সেই স্মৃথময় সংসারে কি সকলের একতা বিরাজ করিতেছে ?”

“বাটার কর্তার উপরই সেটা নির্ভর করে । তিনি যদি ঠিক কর্তা হইবার উপযুক্ত

লোক হয়েন, তাহা হইলে, তিনি জীলোকদিগকে উপযুক্ত শাসনে রক্ষা করিতে পারেন।” এই কথা শুনি তিনি একরূপ আগ্রহের সহিত বলিলেন যে, তুমিই তিনি যেন অলক্ষ্যে আমাকে জানাইলেন যে, তিনি নিজে একজন এইরূপ ঠিক কর্তা হইবার উপযুক্ত লোক, কিন্তু আমি এ কথাটা তত গুরু বোধ করিলাম না, কারণ আমি প্রায় দেখিয়াছি যে, জীবাব্যাপ্ত পুরুষেরা স্বভাবতই জীব অসাক্ষাতে এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। মোট কথা এই যে, পাদরীদিগের বিবাহ জীব এবং অনাথা কন্যাদিগের যে, এই রূপ প্রণালীতে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহার ফল যে উৎকৃষ্ট, ইহা আমি কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি আরও প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্য যত দিন না জানিতে পারি, ততদিন এ সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করা স্থগিত রাখি।

হুই বা এক সপ্তাহ পরে আর একটি অতিরিক্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হই। একদিন প্রাতঃ-কালে পাদরীর বাটতে গমন করিলে, তথায় তাহার একটি বন্ধুকে—যিনি সান্থ সাত ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামের পাদরী—দেখিতে পাই। আমরা প্রচলিত নিয়মমত জল বায়ু এবং শস্যের কথা না কহিতে কহিতে, একজন চাষা তাহার শকটারোহণে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া সংবাদ দিল যে, নিকটবর্তী গ্রামে একজন বৃদ্ধ কৃষক মৃত্যুশয্যায় পতিত, এবং সে অন্তিমকালীন ধর্ম-ক্রিয়ালুষ্ঠান করিতে অভিলষী। এই সূত্রে বাটসকা আমাদিগকে পরিভ্রমণ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়েন, এবং তিনি যে গ্রামে গমন করেন, তাহার প্রত্যগমনকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এই আশায় তাহার বন্ধু ও আমি বেড়াইতে বেড়াইতে সেই গ্রামাভিমুখে যাইতে সম্মত হই। সেই সময়ে ক্ষেত্র সমূহ হইতে শস্য সকল কর্তন করিয়া লওয়া শেষ হইয়াছিল, ক্ষুদ্রতরং গ্রাম হইতে বাহির হইবার পরই আমরা শস্য সমূহের কর্তিত মূলপূর্ণক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করি। তাহার পরেই আমরা পাইন বৃক্ষের জঙ্গলে প্রবিষ্ট হই, এবং সেই স্থানে আসিবার অগ্র্বেই আমি পাদরীদিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা লইয়া, কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিতে সমর্থ হই।

আমি বলিলাম “এ সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, এবং এ প্রথা সম্বন্ধে আপনার মত কি, তাহা জানিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হইতেছে।”

আমার নবপরিচিত ব্যক্তি দীর্ঘকায়, ক্লশ, কৃষ্ণকেশধারী, বর্ণটি তিনিগার অর্থাৎ অল্পরসাক্ত দ্রাক্ষারসের ন্যায় পাল্লাটীয়া, এবং যে অশ্রুখী মনুষ্যেরা স্বভাবতই পৃথিবীর সকল পদার্থই—সকল বিষয়ই মন্দ এবং বিষাদময় দেখেন এবং তাহার। সহ-মহুষ্যদিগকে মানব-জীবনের কেবল গভীর কৃষ্ণচ্ছায়া গুলিই প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় যে, তিনিও সেই শ্রেণীর মধ্যে একজন। যখন তিনি গভীর নিশ্চায়ক স্বরে উত্তর করিলেন যে, “মন্দ, অতি মন্দ—সম্পূর্ণ মন্দ।” তখন আমি বড় আশ্চর্য্য বোধ করিলাম না।

“আমিও একরূপ মন্দেই করিয়াছিলাম ; কিন্তু আমি এসম্বন্ধে নরকদা যে আলো-

চল্য করি, তাহাতে প্রকৃত নিশ্চিত তথ্য কি, তাহা বাহির করিতে না পারায়, আমার মন্তব্যের পোষকতা পক্ষে আমি বিশেষ অসুবিধা পাইয়া থাকি ।”

“আপনার নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা আপনি যে, কোন প্রকৃত তথ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্ত আপনি নিজে আপনার সৌভাগ্য জ্ঞান করিবেন। যে সংসারে খাণ্ডড়ী বাস করেন, সে সংসারে পারিবারিক একতা এবং শান্তি বুদ্ধি হয় না। আপনাদিগের দেশে কিরূপ জাতি না, কিন্তু আমাদের দেশে এইমত হয়।”

আমি সাগ্রহে তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলাম যে, কেবল রুমীয়াতেই এরূপ ঘটে না।

তিনি বলিতে লাগিলেন, “আমি ইহার ফল বিলক্ষণ ভোগ করিয়াছি। আমার খাণ্ডড়ী কয়েক বর্ষ যাবৎ আমার বাটীতে বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার আর এক জামাতার বাটীতে গিয়া বাস করিবার জন্য জিদ করিতে বাধ্য হই।”

“আপনার এ ব্যবহারটি আপনার ভায়রাভায়ের প্রতি বড়ই স্বার্থপরতামূলক হইল।” আমি মনে মনে এই কথা বলিয়া, শেষ প্রকাশ্যে বলিলাম, “আমি আশা করি যে, আপনি এই উপায়ে বিষম বিভ্রাটটী সন্তোষ পদরূপে দূর করিতে সক্ষম হয়েন।”

“কোন মতেই না। আগেকার অপেক্ষা এখন আরও অধিক বিভ্রাট। আমি তাঁহাকে মাসিক তিনটি করিয়া রুবল মুদ্রা দিতে সম্মত হই এবং রীতিমত তাহা দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি তিনি ভাবিয়াছেন যে, সে মুদ্রা যথেষ্ট নহে, সুতরাং তিনি বিসপের নিকট আমার বিরুদ্ধে অল্পযোগ করিয়াছেন। গত সপ্তাহে আমি স্বীয় পক্ষ সমর্থন জন্য বিসপের নিকট গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই স্বাত্ত্বিক আদালতের সকল কর্মচারীকে দান করিতে পারি, আমার এমত সঙ্গতি না থাকায়, আমি সুরবিচার পাই নাই। আমার খাণ্ডড়ী আমার বিপক্ষে যতদূর সাধা অনায় এবং মিথ্যা অল্পযোগ করায়, তাহার ফলস্বরূপ ছয় সপ্তাহের জন্য নিবেদক স্থগিদাজ্ঞা পাইয়াছি।”

“সেই স্থগিদাজ্ঞার শেষ ফলটা কি?”

“ফল এই যে, আমি আমার ধর্মের চলিত ক্রিয়াগুলি সাধন করিতে পারি না। বাস্তবিক ইহা নিতান্ত অন্যায়।” তিনি এই কথা বলিয়া, ক্রুদ্ধতরে কহিলেন, “এবং বড়ই কষ্টপ্রদ। এই সূত্রে কত কষ্ট এবং অসুবিধা ঘটে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।”

বুদ্ধি খাণ্ডড়ীর অবিবেচনাসমূহ এই কার্যের দ্বারা গ্রামের উপাসকগণগুলির এই যে কষ্ট এবং অসুবিধা ঘটে, ইহা চিন্তা করিয়া, আমি আমার নবপরিচয়ের জ্যেষ্ঠের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু যখন আমি জানিতে পারিলাম যে, আমি ভ্রান্ত দিকে পতিত হইয়াছি, এবং পাদরী এ বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তখন আমার সেই সহানুভূতি কতক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ে।

তিনি বলেন, “আপনি দেখুন, এ সময়টা বর্ষের মধ্যে আমার পক্ষে নিত্য শোচনীয় সময়। চাষারা তাহাদিগের সমস্ত শস্ত কর্তন করিয়া বাটীতে আনিয়াছে, স্ত্রতরাং প্রচুর পরিমাণে এক্ষণে তাহা দিতে পারে। চলিত মৃত্যু এবং দীক্ষা ব্যতীত এখন বিবাহ এবং আনন্দাহুষ্ঠান চলিতেছে। সর্বসমেত আমার এক্ষণে প্রায় একশত রুবল মুদ্রা ক্ষতি হইবে।”

স্বাস্থ্যকর অহুষ্ঠান সম্বন্ধে এক জন মূর্খাকরাষ যেমন বলিয়া থাকে, সেইমত এই পাদরী তাঁহার পবিত্র কর্তব্য কার্যকে চলিত বাজারের বিক্রয় জিনিসের ন্যায় জ্ঞান করিতেছেন, ইহা শুনিয়া, আমি কিম্ব স্তম্ভিত হই। ইহা স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় তিনি এরূপ বলিলেন বলিয়া, আমি আশ্চর্য্যাব্বিত হই না। তিনি নিজের যে মন্তব্যটি প্রকাশ করেন, তাহা অপরিচিত পুরুষের সমক্ষে সেরূপে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা দোষাবহ কি না, তাহা তিনি একবারও চিন্তা না করায়, আমি আশ্চর্য্যাব্বিত হই। এই ঘটনাটি কিম্ব বড়ই প্রয়োজনীয় এবং স্বাভাবিক বোধ হইল, এবং যাহাতে তাঁহার এরূপে মন্তব্য প্রকাশের বাধা না হয়, তজ্জন্য আমি প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে ক্ষান্ত হইলাম। এবিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য আমি বিশেষ আগ্রহ জানাইতে লাগিলাম। বাস্তবিক তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহাতে আমার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, এবং আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই অনন্তোষকর অবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে আপনার কি মত?

তিনি অনতিবিলম্বে এরূপভাবে উত্তর দান করিলেন যে, তাহাতে বোধ হইল যেন তিনি এসম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “একটি মাত্র উপায় আছে, এবং তাহা স্বাধীনতা দান এবং প্রকাশ্যে প্রচার করা। আমরা বয়স্ক মনুষ্য, কিম্ব আমাদের প্রতি যেন শিশুর মত ব্যবহার করা হইতেছে, এবং আমরা যেন বড়যন্ত্রকারী, আমাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টি রাখা হইতেছে। যদি আমি কোন একটা ধর্মোপদেশ দান করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহা অগ্রে ব্লাগোচিনিকে দেখাইতে হয় এবং—”

“বাধা দিতেছি বলিয়া ক্ষমা করিবেন, ব্লাগোচিনি কে?”

“ব্লাগোচিনি একজন গ্রাম্য পুরোহিত, তাঁহার সহিত প্রাদেশীয় সাভিক সমাজের বিশেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, এবং তিনি তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত গ্রাম্য পাদরীর উপর তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা রাখেন। তিনি সাভিক সমাজের গুপ্তচরের কাজ করেন। সেই সাভিক সমাজটি কেবল লোভী এবং নিলজ্জ কর্মচারীর দ্বারা পরিপূর্ণ। যে কোন ব্যক্তি মুটোভরা রুবল মুদ্রা লইয়া তাঁহাদিগের নিকট না যাইলে, তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত করেন না। বিসপ একজন উত্তম এবং সদাশয় লোক হইতে পারেন, কিন্তু তিনি সর্বদাই এই অল্পপণ্ডিত অধীন কর্মচারীদের মুখে সকল কথা শুনে এবং তাহাদিগের দ্বারাই স্বীয় কার্য সাধন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বিসপগণ এবং ধর্ম মঠের প্রধান প্রধান নেতাগণ, যাহারা সাভিক বিভাগের

শালন কার্যের উচ্চ উচ্চ পদগুলি একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কৃষক পাদরীশ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ মজুর। তাঁহারা আজীবন অবিবাহিত সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকেন, সুতরাং তাঁহারা আমাদের অভাব কি তাহা বুঝেন না। ধর্মসমাজের নিয়মমত তাঁহারা আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য, সুতরাং তাঁহারা গ্রাম্য পাদরীদিগের অবস্থা, তাঁহাদিগের পরিবার প্রতিপালন এবং সাংসারিক সকল প্রকার বিষয়বাধ্য অতিক্রমের বিষয় কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? তাঁহারা নিজেকে কেবল সমস্ত সুখস্বচ্ছন্দতাবিধায়ক পদগুলি অধিকার করিয়া থাকেন, এবং আমাদেরকে কেবল কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত করেন। সমস্ত মঠই যথেষ্ট ধনশালী, কিন্তু আপনি দেখুন আমরা কত দরিদ্র। হয়ত আপনি শুনিয়াও থাকিবেন যে, গ্রাম্য পাদরীরা কৃষকদিগের নিকট হইতে উৎপীড়ন পূর্বক অর্থ লইয়া থাকেন—যথেষ্ট পরিমিত অর্থ না দিলে, তাঁহারা শিশুর দীক্ষা কার্য করাইতে বা মৃতব্যক্তির সমাধি করাইতে অস্বীকার করেন। ইহা বাস্তবিক সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ইহার জন্য দোষী কে? পাদরীকে অবশ্যই জীবন ধারণ এবং পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, এবং যৎসামান্য অর্থের জন্ত তাহাকে কতদূর লম্বুতা স্বীকার করিতে হয়, আপনি তাহা অনুমান করিতেও পারেন না। অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি ইহা জানিয়াছি। যখন আমি নির্দিষ্ট সাময়িক ভ্রমণে বহির্গত হই, তখন আমি দেখিতে পাই যে, চাহারা প্রত্যেক মুষ্টি শস্য বা একটা ডিম্ব দানকালে মমে মনে বিরক্ত হয়। আমি চলিয়া আসিলে পর তাহারা যে ব্যঙ্গ করে, তাহা শুনিতে পাই এবং ‘পাদরী জীবন্ত এবং মৃত উভয়ের নিকট হইতেই লয়’ এই প্রকারের কথা সকল তাহাদিগকে বলিতেও শুনিয়াছি। তাহারা বাটীতে নাই, একরূপ জানাইবার জন্ত অনেকেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহাদিগের কথা যাহাতে শুনিতে না পাই, তাহারা একরূপ সতর্কতাবলম্বন করে না।”

এই সুদীর্ঘ গল্পের শেষ কথার উত্তরে আমি বলিলাম যে, “আপনি আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিলেন। আমি প্রায় শুনিতে পাই যে, রুখীয়াগণ—অন্ততঃ নিয়ন্ত্রণের লোকেরা অত্যন্ত ধার্মিক।”

“তাহারা ধার্মিক বটে, কিন্তু তাহারা দরিদ্র এবং গুরু করভার-পীড়িত। তাহারা সেক্রেমেন্টের (খ্রীষ্টের ধর্মনির্দিষ্ট ভোজ) প্রতি অত্যন্ত আস্থা প্রদর্শন করে, এবং প্রায় বর্ষের অর্ধেক সময়টি কঠিনরূপে উপবাস করিবার প্রথা পালন করে, কিন্তু তাহাদিগের সমভূয়া দরিদ্র পাদরীদিগের প্রতি যৎসামান্য সম্মান প্রদর্শন করে।”

“আপনি এই অবস্থার প্রতীকার সম্বন্ধে কি প্রস্তাব করিবেন, আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না।”

“আমি পূর্বেই বলিয়াছি, স্বাধীনতা এবং প্রকাশ্যে প্রচারই ইহার ঔষধ।” এ প্রস্তাবটী যেন তাঁহার কণ্ঠস্থ তিনি এমত ভাবে বলিয়া, শেষে কহিলেন, “সর্বপ্রথমে আমাদের অভাবগুলি প্রকাশ্যে বিদিত করাইতে হইবে। কোন কোন প্রদেশে

সমস্ত স্থানীর পাদরীদিগের একত্র সংমিলন দ্বারা এরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সাধ্বিক সমাজের সভ্যগণ সর্বাপেক্ষা প্রকাশের প্রতি অধিক ভয় করেন, সুতরাং তাঁহারা সেরূপ সংমিলনের প্রবলরূপে আপত্তি এবং প্রতিবাদ করেন । কিন্তু অভাব ও অবস্থা প্রকাশে বিদিত করিবার জন্য আমরাগিকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য ।”

এই স্থলে স্বাধীনতা এবং প্রকাশে প্রচার সম্বন্ধে স্মরণীয় কথোপকথন চলে, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা বড় এলোমেলো বোধ হয় । আমি সেই তর্কবাদটা যত দূর বৃষ্টিতে পারিলাম, তাহাতে বোধ হইল যে, তাহাতে অনেকটা ন্যায়সঙ্গত যুক্তি আছে । প্রকাশে প্রচার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন, এবং স্বাধীনতা লাভের জন্যই সেই প্রকাশ্যে প্রচার দরকার ; এবং তাহার প্রত্যক্ষ ফল এই হইবে যে, পাদরীরা মোটা মোটা বেতন পাইবেন, এবং সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান পাইবেন । আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে এই পর্য্যন্ত আসিলে, একখানা কৃষকের শকটের শব্দে আমরাদিগের কথোপকথন স্থগিত হয় । কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলে, অন্য বিষয়ে আমরাদিগের কথোপকথন আরম্ভ হইল ।

সেই সময় হইতে আমি যোগ্য কর্তৃপক্ষদিগের সহিত এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়াছি, এবং প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পাদরীদিগের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক এবং গ্রাম্য পাদরীরা প্রায়ই গ্রাম্য উপাসকমণ্ডলীর নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়েন না । আমি একদা কোন একটা বিষয় জানিবার জন্য রাজকীয় বিবরণীর অনুসন্ধান কালে ঘটনাক্রমে যে একখানি রাজকীয় বিবরণী দেখিতে পাই, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সরল ভাষায় তথ্যগুলি বিবৃত দেখিতে পাই । যতদূর সম্ভব আমি তাহা অবিকল অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিতেছি—“সাধারণ লোকেরা পাদরীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, কিন্তু উপহাস এবং ভৎসনা দ্বারা নিগূহীত করে, এবং তাঁহাদিগকে ভারস্বরূপ জ্ঞান করে । সমস্ত চলিত সর্বজনপ্রিয় ব্যঙ্গ-সূচক গল্পের মধ্যেই পাদরী, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার দাসকে বিলক্ষণরূপে উপহাসিত করা হয়, এবং সমস্ত প্রবাদ বাক্য বা চলিত গল্পের মধ্যে যেখানে পাদরীর নামোল্লেখ করা হয়, সেই খানেই উপহাস বাক্য বিজড়িত করা হয় । লোকেরা পাদরীদিগকে দূরে পরিহার করিয়া থাকে, এবং তাহারা কেবল আন্তরিক বিবেক-প্রণোদিত হইয়া, তাহাদিগের নিকট যায় না, দরকার বলিয়াই যায় । * * * কেনই বা লোকেরা পাদরীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না ? কারণ তাঁহারা একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত ; কারণ ইহারা নিষ্ফলজনক শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায়, ইহারা লোকদিগের জীবনে আধ্যাত্মিক প্রবলতা প্রবেশ করাইতে পারেন না, কেবল বাহ্যিক ক্রিয়ার মৃতমূর্ত্তির ভাষে অবস্থান করেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্ম্মমূর্ত্তান গুলিকে ঘৃণা করেন—এমন কি অবজ্ঞা করেন ; কারণ পাদরীরা নিজেই ক্রমাগত ধর্ম্মের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন, এবং

ইন্টারের উপাসনাকে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করেন। যখন লোকেরা শুনিতে পায় যে, এক জন অমুক পাদরী এক জন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির অন্তিম পাপ স্বীকার কালে তাহার বালিসের নীচে হইতে কেমন করিয়া টাকা চুরি করিয়াছেন, আর এক জন অমুক পাদরীকে কেমন করিয়া এক বেঞ্চালর হইতে টানিয়া বাহির করা হইয়াছিল, অমুক এক জন তৃতীয় পাদরী একটা কুকুরকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন, এবং চতুর্থ এক জন পাদরী ইষ্টার পক্ষে যে সময়ে বেদীতে উপাসনা করিতেছিলেন, সে সময়ে এক জন ডিকন অর্থাৎ উপদেষ্টাধ্যক্ষ তাঁহার বেশ ধরিয়া টানিয়া নামাইয়া দিয়াছেন, তখন লোকে কি পাদরীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে পারে? যে সকল পাদরী সরাপের দোকানে সময়ানুবাহিত করেন, জাল দরখাস্ত লেখেন, ক্রশ হস্তে মারামারি করেন, এবং বেদীতে অবস্থান কালে পরস্পরে মন্দ ভাষায় গালাগালি দেন, সেই পাদরীদিগের প্রতি লোকেরা সম্মান প্রদর্শন করিবে, ইহা কি সম্ভব হয়? যে কেহ মনে করিলে, কয়েক পৃষ্ঠা যাবৎ এইরূপ প্রত্যেক ঘটনার অপরাধীর নাম এবং স্থানের নাম সহ নিবন্ধি নবগরডের সীমা অতিক্রম না করিয়াই বর্ণবদ্ধ করিতে পারেন। যখন লোকেরা দেখিতে পায় যে, সর্বত্র সেই পাদরীদিগের মধ্যে ভজনাগারের পদ বা স্বত্ব ক্রীত বিক্রীত হইতেছে, ধর্ম-বিধান কার্য পালন কালে অসাবধানতা চলিতেছে, এবং সেক্রেমেন্ট অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ভোজকালে অবিরাম গোলযোগ চলিতেছে, তখন কি তাহারা পাদরীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে, এমত সম্ভব হয়? যখন লোকেরা দেখিতে পায় যে, পাদরীদিগের মধ্য হইতে সত্য অদৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং প্রধান সাধিক সমাজ নির্দিষ্ট বিধিমত বিচার না করিয়া, ব্যক্তিগত মিত্রতা এবং উৎকোচ অনুসারে বিচার করিতেছেন, এবং তদ্বারা সত্যের শেষ অস্তিত্ব টুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত করিতেছেন, তখন তাহারা পাদরীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে, ইহা কি সম্ভব? ইহার সহিত যদি আমরা আরও সংযোগ করিয়া দিই যে, তাহারা ইয়ুথারিষ্ট (অর্থাৎ খ্রীষ্টের মরণ স্মরণার্থ ভোজ) ভোজে উপবিষ্ট হইতে অনতিলাম্বী, পাদরী তাঁহাদিগকে মিথ্যা সার্টিফিকেট বা ছাড় পত্র দিয়া থাকেন, প্রাচীন ধর্ম সংহিতাবাদীদিগের নিকট হইতে অন্যায়রূপে অর্থ লইয়া থাকেন, বেদীকে লাভজনক আয়ের উপায়ে পরিণত করেন, পাদরীদিগের কন্যাদিগকে ভজনাগার সকল যৌতুক স্বরূপ দিয়া থাকেন, এবং এইরূপ অশ্লাঘ্য অহুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, লোকেরা পাদরীদিগকে সম্মান করিতে পারে কি না, সে প্রশ্নের আর উত্তরের আবশ্যক হয় না।”

একজন গোঁড়া রুথীয়ান * যিনি রুথীয়ার প্রদেশীয় জীবনের বহুল তথ্য বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত বলিয়া খ্যাত, তিনি যখন সম্রাটের বংশের একজনকে বিশেষ আগ্রহে এরূপ লিখিয়াছেন, তখন আমরা অবাধে অনুমান করিতে পারি যে,

* মিঃ মেলনিকফ, গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টান্টাইনের নিকট গুণ্ডভাবে ইহা লিখিয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে বহুল পরিমাণে সত্য বিরাজমান । কিন্তু পাঠক যেন কখনই এমত মনে না করেন যে, রুঘীর সমস্ত পাদরীই উপরোক্ত প্রকার । তাঁহাদিগের মধ্যে এমত অনেকে সরল, মান্য, এবং সদাশয় লোক আছেন, যাঁহারা আপনাদিগের কর্তব্য কর্ম বিশেষ বিবেকবুদ্ধির সহিত সাধন করিয়া থাকেন, এবং আপনাদিগের সম্মানগণ বাহাতে উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করে, তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন । যদিও রোমানক্যাথলিক পাদরীদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের শিক্ষা, শিক্ষা-চর্চা, এবং নৈতিক নির্মলতা কম, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রে গোঁড়ামী, আধ্যাত্মিক গর্ব এবং অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শনেচ্ছাও কম । রুঘীর পাদরী সমাজের বর্তমান গুণ এবং দোষগুলি রুঘীর অতীত ইতিহাস এবং জাতীয় স্বভাবের এক প্রকার স্বতন্ত্র বিচিত্রতার দ্বারা সহজেই বিবৃত করা যাইতে পারে ।

এখানকার মঙ্গল অর্থাৎ আজীবন অবিবাহিত পাদরীরা কৃষ্ণ পাদরী, এবং রুঘীর গ্রাম্য পাদরীরা শ্বেত পাদরী নামে বিদিত । সেই শ্বেত পাদরীদিগের এক কৌতূহল-জনক ইতিহাস বিরাজমান । গ্রাম্য উপাসকগণ অতি পূর্বকালে অধিবাসীগণের সকল শ্রেণীর মধ্যে হইতে পাদরী নির্বাচন করিয়া লইতেন । যখন এক ব্যক্তি সর্ব-সাধারণের মতান্তরসায়ে নির্বাচিত হইতেন, তখন তাঁহাকে বিসপের নিকট উপস্থিত করা হইত এবং বিসপ যদি তাঁহাকে উক্ত পদের সম্পূর্ণ যোগ্য এবং উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করিতেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে পাদরীরূপে অভিষিক্ত হইতেন । কিন্তু অচিরেই এই প্রথা রহিত হইয়া যায় । বিসপগণ যখন দেখিতে পাইলেন যে, পাদরী-পদপ্রার্থীগণের মধ্যে অনেকেই মুখ চাঁচা, তখন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য উপাসকদিগের মত লইয়া বা না লইয়া, আপনারা নিজে পাদরী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করেন ; এবং এই সূত্রে সাধারণ্যে পাদরীদিগের পুত্রগণকেই তাঁহারা যোগ্য লোক ভাবিয়া মনোনীত করিতে থাকেন । বিসপদিগের যে সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, পরিণামে তাহা সেমিনারী নামে অভিহিত হইত, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে পাদরীদিগের সন্তানেরা অধ্যয়ন করিতেন, কিন্তু সময়ে অল্প শ্রেণীর সন্তানদিগকে আর সে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয় না । সেই সময়েই সম্রাটের শাসননীতিরও শেষ ফল এইমত হয় । পিটার দি গ্রেট এই মূল নীতিসূত্র ধার্য করেন যে, প্রত্যেক প্রজাকেই কোন না কোন প্রকারে সাম্রাজ্যের কাজ করিতে হইবে—উচ্চ বংশীয় ব্যক্তিগণকে সেনাদল বা রণতরীবিভাগের কর্মচারী অথবা দেওয়ানী শাসনবিভাগের কর্মচারীর কাজ করিতে হইবে ; পাদরীদিগকে ধর্মবিভাগের কর্ম করিতে হইবে, এবং নিয়ন্ত্রণ-লোকদিগকে সৈনিক, নাবিক এবং করদাতা হইতে হইবে । এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পাদরীদিগকে নিতান্ত লঘুভার বহন করিতে হয়, সুতরাং সেই জন্যই বহুল উচ্চবংশীয় লোক এবং কৃষক ইচ্ছাপূর্বক সেই পাদরীশ্রেণীতে প্রবেশ করিতে চাহে । কিন্তু সম্রাট, প্রজাদিগের মধ্যে একরূপ এক সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রবেশোচ্ছা নষ্ট করিতে পারেন না, এবং সেই জন্যই বিধিগণ বেঠেনী দ্বারা পাদরী সমাজকে

এরূপে আবদ্ধ করা হয় যে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। এইরূপে ধর্মসমাজ এবং রাজ্যের শাসন-বিধি, উভয়ের সমবেত চেষ্টার দ্বারা পাদরীগণ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বা বর্ণে পরিণত হইলেন, এবং তাঁহারা আইন মত প্রকৃত প্রস্তাবে অধিবাসীগণের মধ্যে অন্য কোন শ্রেণীর সহিত মিলিত হইতে একেবারে অসমর্থ।

পাদরীগণ এরূপে সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হওয়ায়, তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র স্বভাব, স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার, স্বতন্ত্র কল্লনা থাকায়, কেবল তঁহারা এই পাদরীদিগের প্রতি কুসংস্কারজনক ভাব উদ্ভূত হইতে পারে; কিন্তু তাহাই কেবল শেষ ফল নহে। প্রয়োজনীয় পাদরী সংখ্যা অপেক্ষা পাদরীদিগের বংশ স্বভাবতই বহুগুণে বর্ধিত হইতে থাকে, সুতরাং যত সংখ্যক পাদরী ও ডিকনের অর্থাৎ উপ-ধর্ম্যাচার্যের প্রয়োজন, তদপেক্ষা তৎপদপ্রার্থী-সংখ্যা শীঘ্রই অধিক হইয়া উঠে; এবং প্রয়োজনাপেক্ষা পাদরীপদপ্রার্থী সংখ্যা বর্ষে বর্ষে অত্যন্ত বাড়িতে থাকে। এইরূপে সৃষ্ট চিরপরি-বর্দ্ধনশীল পাদরীবংশ অন্যান্য পরিবর্দ্ধনশীল বংশের স্থায় নগরাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে থাকে। পাদরীগণ যাহাতে তাঁহাদিগের বাসভূমি পরিত্যাগ না করেন, তজ্জন্ত যে সকল রাজকীয় ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং যাহারা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন, তাঁহাদিগের প্রতি পলাতক, এবং ভ্রমণকারী ভিক্ষুর স্থায় ব্যবহার করা হয়; এবং উপর্যুপরি কয়েকজন পরবর্তী সম্রাট, এই বর্দ্ধনশীল পাদরীবংশ হ্রাস করিবার চেষ্টায় যে, এক একবার সমস্ত পাদরীবংশীয়কে সেনাদলে সৈনিকরূপে গ্রহণ করেন, সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়। মস্কাউ, সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে রব উঠিতে থাকে—“ইহাদের সংখ্যা যে ফুরায় না।—এখনও যে আসিতেছে!” মস্কাউর ক্রেমলিন নামক স্থানে বহুল পাদরী সমবেত হইতে থাকেন; ধনবান সম্রাটব্যক্তাদিগের গুপ্ত ভজনাগারে উপাসনা জন্য যাহাতে তাঁহাদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা তথায় সমবেত হইতে থাকেন, এবং সেই সময়ে যে সকল সম্রাট ধনীলোকের ভৃত্য গণ, সেই পাদরীদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হয়, তাহাদিগের সহিত পাদরীদিগের দক্ষিণার দর দস্তুর লইয়া—নিকটবর্তী বাজারে সেই সময়েই যেভাবে উচ্চ লাভপ্রত্যাশী ব্যবসায়ীবর্গের সহিত পরিমিতাচারিণী গৃহকর্ত্রীদিগের জিনিসের দর দস্তুর হইতে থাকে, সেইভাবে মহা গুণগোল চলিতে থাকে। ভৃত্য নিত্য দক্ষিণার পরিমাণ কমাইতেছে দেখিয়া, শেষ দর ধার্য্য জন্য একজন পাদরী হয়ত বলিয়া উঠিলেন, “আমার কথা শুন, তুমি যদি আর গোলমাল না করিয়া, আমাকে ৭০ কোপেক মুদ্রা না দাও, তাহা হইলে আমি এই ক্রুটি খণ্ডের এক টুকরা খাইয়া ফেলিব, তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যাইবে!” বাস্তবিক সেই ক্রুটি খাইলে, ধর্মসমাজের বিধিমত কোন পাদরীই প্রাতঃভোজনের পর আর সেদিন পৌরহিত্য করিতে পারেন না। যে সকল ভৃত্য পল্লীগ্রাম হইতে নূতন সন্ধরে আসিয়াছিল,

কেবল তাহাদিগের নিকট এই রুটীভক্ষণরূপ ভয় প্রদর্শনের দ্বারা কাজ হইতে পারিত। যে চতুর চাকর একরূপ দর দস্তুর করিতে মজবুত, সে একরূপ ভয় প্রদর্শনে হাস্ত করিয়া অগ্নানবদনে বলিত, “বাটুসকা, তুমি যাও ; আমি তোমার মত অনেক পাদরী পাইতে পারিব !” যে সকল বৃদ্ধ লোক স্বচক্ষে এই সকল ঘটনা দেখিয়াছেন, তাহাদিগের মুখে আমি এইরূপ অনেক আমোদজনক ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছি।

যে সকল পাদরী সে সময়ে গ্রাম মধ্যেই ছিলেন, তাহাদিগের অবস্থা তত ভাল ছিল না। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা কোন ভজনালায়ের পাদরী-পদ লাভ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহাদিগের কেবল সম্পূর্ণ অনাহারে মৃত্যু-ভীতি দূর হয় মাত্র, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগের অবস্থা কোন মতেই ভাল ছিল না। কৃষকদিগের নিকট হইতে—বিশেষতঃ উচ্চবংশীয়দিগের নিকট হইতে কিছু মাত্র মান সন্মম পাইতেন না। যে সকল ভজনাগার সম্রাটের খাস ভূমির পরিবর্তে কোন জমীদারের জমীদারির মধ্যে ছিল, তৎসমস্তের পাদরীগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ভূস্বামীর সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীনে—সম্পূর্ণ দাসের ন্যায় থাকিতেন ; এবং এক এক সময়ে সেই ভূস্বামীগণের মধ্যে এক এক জন আপনাদিগের সেই ক্ষমতা নিতান্ত লজ্জাজনক এবং নিতান্ত জঘন্যভাবে অপপ্রয়োগ করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি শুনিয়াছি, একদা দাক্ষিণীতে এক জন ভূস্বামী এবং তাহার কতিপয় আনন্দপ্রিয় উদ্ধত বন্ধুর আমোদের জন্য এক জন পাদরীকে (হংস যেরূপ জলে সন্তরণকালে বারবার মস্তক ডুবায়, সেই মত ভাবে) ডুবান হয় ; এবং আর একবার এক দিন এক জন পাদরী যে সময়ে ভূস্বামির বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি প্রচলিত প্রণামত মস্তক হইতে টুপি খুলেন নাই বলিয়া, তাহাকে একটা পিপার মধ্যে পুরিয়া, ক্ষুদ্র গিরিশিখর হইতে গড়াইয়া নিম্নস্থ নদীমধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।

ভূস্বামী এবং পাদরীদিগের মধ্যে সচরাচর যেরূপ ভাব—যেরূপ সম্বন্ধ বিরাজমান, কেবল তাহা প্রদর্শন জন্যই আমি উক্ত ঘটনাদ্বয়ের উল্লেখ করিলাম না, কারণ আমি সম্পূর্ণ জানি যে, রুঘীয়ার দাসাধ্যক্ষদিগের সাধারণ পাপকার্য্যের মধ্যে বৃথা স্বেচ্ছাপ্রসূত নিষ্ঠুরতা একটা পাপরূপে গণ্য ছিল না। উক্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করিবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, এক জন নিষ্ঠুর ভূস্বামী—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সে শ্রেণীর মধ্যে একরূপ নিষ্ঠুর অতি সামান্য সংখ্যক ছিলেন না—কিরূপপ্রকার নিষ্ঠুরাচরণের জন্য দণ্ডের ভয় না পাইয়া, একরূপ করিতেন। সেরূপ কার্য্য ফৌজদারী আইনের মতে দণ্ডনীয় বটে, কিন্তু সে সময়ের ফৌজদারী আইনের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ছিল না, এবং যে স্থলে অপরাধী এক জন ক্ষমতাশালী ভূস্বামী এবং নিগৃহীত ব্যক্তি এক জন সামান্য গ্রাম্য পাদরী হইতেন, সে স্থলে আইন স্বীয় চক্ষুঃ সস্পূর্ণরূপেই আবৃত করিত। যদি সম্রাট নিকোলাসের কর্ণে একরূপ ঘটনার কথা প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তিনি সম্ভবতঃ অপরাধীকে

অবিলম্বে কঠোর দণ্ড দান করিতে আজ্ঞা দিতে পারিতেন ; কিন্তু কুবীয় প্রবাদ যে, “স্বর্গ অনেক উচ্ছে, কিন্তু কুবসম্রাট তদপেক্ষা উচ্ছে থাকেন।” কোন গ্রাম্য পাদরী এইমত অতি নির্ভর ভাবে নিগূহীত হইলে, তাহার প্রতিকার লাভের কোন আশা ছিল না ; এবং যদি তিনি বুদ্ধিমান লোক হইতেন, তাহা হইলে, সেই প্রতিকার লাভের চেষ্টাও করিতেন না ; কারণ তিনি ভূস্বামীর বিরুদ্ধে সাংখ্যিক ধর্মসমাজাধ্যক্ষ দিগের নিকট অনুযোগ করিয়া, যদি ভূস্বামীর কোন প্রকার বিরক্তি উৎপাদন করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন না কোনরূপ অপ্ৰত্যক্ষ ভাবে সূত্র সহিত তাহার প্রতিশোধ পাইতেন ।

পাদরীদিগের যে সকল পুত্র, নিয়মিত পাদরীর কাজ পাইতেন না, তাঁহাদিগের কষ্টকর অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল । তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই রাজকার্যালয়ে মধ্য শ্রেণীর কর্মচারীদিগের লেখকরূপে কাজ করিতেন, এবং তাঁহারা সেই রাজ-কার্যালয়ের সামান্য বেতনের জন্য নিলজ্জ ভাবে উৎপীড়ন ও চুরি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আয় বাড়াইয়া লইতেন । যাঁহারা আবার এই সামান্য কাজ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইতেন না, তাঁহারা নিতান্ত বেআইনী কাজ দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহারা কারাগারে বা সাইবিরিয়ায় প্রেরিত হইতেন ।

কুবীয়র বর্তমান কালের পাদরীদিগের অবস্থা বিবেচনা কালে আমরাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কিরূপ কঠোর কষ্টের মধ্য দিয়া এই পাদরীরা কালান্তিপাত করিয়া আসিতেছেন, এবং আমরাদিগকে অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে যে, গ্রাম্য ধর্মসমাজের মধ্যে কয়েক শতাব্দী হইতে যে একটি ভাব—একটি ধারণা প্রাবল্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছে—অর্থাৎ কি পাদরী সমাজ এবং কি উপাসক সাধারণ সম্প্রদায় ধর্মের অন্তর্ধানিক ক্রিয়াগুলিকে যে একটি গুরুতর প্রয়োজনীয় প্রধান ধর্ম কার্য জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, আমি তাহারই কথা বলিতেছি । জগতের সর্বত্র সকল সময়েই আদিম অসভ্য মনুষ্যগণ ধর্মকে কেবল মাত্র কতকগুলি বিচিত্র অনুষ্ঠান মাত্র জ্ঞান করিয়া থাকে, এবং ভাবে যে, সেই অনুষ্ঠানগুলির ইহ জগতে অন্তত নিবারণের এবং পরজীবনের সুখশান্তি সংগ্রহের গুপ্ত দৈব ক্ষমতা আছে । কুবীয় কৃষকগণও এই সাধারণ বিশ্বাস ছাড়া নহে, এবং এই ধারণা দূর করিবার জন্য এবং সাধারণ নীতির সহিত ধর্মের দৃঢ় বন্ধন সাধন জন্য কুবীয় ধর্ম সমাজ, যতদূর চেষ্টা করিতে পারিতেন, তাহা করেন নাই । সেই জন্যই নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির ন্যায় ঘটনা এখনও সম্ভবপর হইয়া রহিয়াছে । একজন কুবীয় চেষ্টার কোন পর্য্যটককে হত্যা করিয়া, তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু যদি সেই পর্য্যটকের শকটে একখণ্ড রক্তন করা মাংস দেখিতে পায়, এবং সে দিন যদি ধর্ম-বিধান মত উপবাস পূর্ণ হয়, তাহা হইলে, কখনই সেই মাংস খায় না ! একজন চাষা, সেন্ট-পিটার্সবর্গস্থ অক্টোবর দূতের একজন সহকারীর সর্বস্ব চুরি করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, শেষ তাঁহাকে হত্যাও করিতে পারে, কিন্তু সে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে বাটীতে

প্রবেশের পূর্বে এক ভজনাগারে গিয়া, বাহাতে তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, তজ্জন্য সেট অর্থাৎ খ্রীষ্টান সাধুদিগের নিকট অভয় প্রার্থনা করে !! একজন সিঁদেল কোন ভজনাগারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আইকনের অলঙ্কারাদি চুরি করিবার সময় কাজটা গুরুতর দেখিলে, তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করে যে, অমুক সেট অর্থাৎ সাধু যদি আমার একাধেয় সহায়তা করেন, তাহা হইলে, তাঁহার প্রতিমার সমক্ষে এক কবল মুদ্রা মূল্যের মোমবাতি জ্বলাইব !

এরূপ ঘটনা যদিও অতি বিরল বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই রূপ ধারণা এতদপেক্ষা মৃচ্ছা আকারে অর্থাৎ ধর্ম্মটা কেবল কতকগুলি অমূল্য-সমষ্টি মাত্র, এবং তাহা আধ্যাত্মিক অপেক্ষা অলৌকিকশক্তিবিশিষ্ট, এরূপ ভাব রুখীয়ার অধিবাসীগণের মধ্যে সাধারণ্যে বিরাজ করিতেছে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সময়েত গমনকালে দরিদ্র খ্রীলোকেরা সেই যাত্রীদের সম্মুখে এই ভাবিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসে যে, যেন আইকনের প্রতিমূর্ত্তি তাহাদিগের মস্তকের উপর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, এবং ধনবান বণিকেরা কোন কোন প্রসিদ্ধ আইকনের প্রতিমূর্ত্তি দ্বীপ বাটীতে আনাইবার জন্য পাদরীদিগকে আহ্বান করেন, ইহার দ্বারা সেই ধারণার অননিষ্ট-কর মূঢ়ল মূর্ত্তি চিত্রিত হইতেছে।

সাধারণ্যে প্রচলিত কথা, “যেমন পাদরী, তেমন উপাসকপূর্ণ গ্রাম” ঘেরূপ, ইহার বিপরীত উক্তিও সেইমত, “যেমন উপাসকপূর্ণ গ্রাম, সেইমত পাদরী।” সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যস্থ সমধিক লোকের ন্যায় অধিকাংশ পাদরীই, তাহাদিগের নিকট যতটুকু আশা করা যায়, কেবল সেইটুকু মাত্র কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াই তুষ্ট থাকেন, এবং সেই হুত্রেই তাহাদিগের উপাসকমণ্ডলীর কল্লনা এবং ধারণামত তাহাদিগের চবিত্র বিবেচিত হয়। যদি আমরা প্রোটেষ্ট্যান্ট পাদরীর সহিত রুখী পাদরীর তুলনা করি, তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্টরূপে জানিতে পারি।

প্রোটেষ্ট্যান্টমতাবলম্বীদিগের ধারণা যে, তাহাদিগের গ্রাম্য পাদরী গভীর-সম্ভাব, এবং বিশুদ্ধচরিত্র, এবং তিনি কতক পরিমাণে শিক্ষিত এবং সদাচারী। প্রতি সপ্তাহে তদীয় মণ্ডলীর উপাসকদিগের সমক্ষে সরল এবং চিন্তাকর্ষক বাক্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের মহান সত্য সমূহ ব্যাখ্যাত করা, এবং বাহাতে তাঁহার উপদেশ-শ্রোতার ধর্ম্মপথে চরণ চালনা কবে, সে বিষয় প্ররোচনা করা তাঁহার কর্তব্য কর্ম্মরূপে নির্দিষ্ট। এতদ্ব্যতীত তিনি শোকসন্তপ্তদিগকে সান্ত্বনাদান, নিরাশ্রয়দিগকে সাহায্য দান, যাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সন্দেহরাশির দ্বারা ব্যথিত, তাহাদিগের সন্দেহ নিরসন, এবং যাহারা প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্মের সংকীর্ণপন্থপ্রভ হইয়া যায়, তাহাদিগকে উপদেশ দানে সতর্ক করাও তাঁহার কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া আশা করা হয়। জনসাধারণের মনের কল্লনা এইমত, এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট পাদরীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই কল্লনাটী অন্তরের সহিত সম্পূর্ণরূপে না হউক, অন্ততঃ প্রকাশ্যে পূরণ করিবার চেষ্টা করেন। অন্যপক্ষে রুখী পাদরীদিগের সমক্ষে তাহাদিগের মণ্ডলীর উপাসকগণ সেরূপ

কোন প্রকার কলন উপস্থিত করিয়া দেয় না। তাঁহাদিগের ধর্মসমাজ যে সকল ক্রিয়া এবং অহুষ্ঠান পদ্ধতি ধার্য করিয়া দিয়াছেন, অবিকল তাহা পালন করিবেন এবং কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য সাধন করিবেন, কেবল ইহাই কামনা করা হয়। যদি তিনি উপাসকমণ্ডলীর নিকট হইতে উৎপীড়ন পূর্বক অর্থ সঞ্চয় না করিয়া, কেবল সেইগুলি পালন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার মণ্ডলীর উপাসকগণ সম্পূর্ণ ভুষ্ট থাকে। তিনি প্রায়ই উপদেশ দান বা ধর্মপথে বিচরণ জন্য প্রয়োচনা করেন না, এবং তাঁহার মণ্ডলীর উপাসকগণের উপর তাঁহার নিজের নৈতিক প্রভু কিছু শাস্ত্র নাই এবং তৎপ্রাপ্তির চেষ্টাও করেন না। প্রোটেস্ট্যান্ট পাদরীদিগের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, কোন কোন ঋষী পাদরী সেই কলনামত কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমি মধ্যে মধ্যে এরূপ শুনিতে পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি অবশ্য স্বীকার করিব যে, আমি তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও দেখি নাই, এবং আমি ইহাও বলিতে শাহস করিতেছি যে, তাঁহাদিগের সংখ্যা তুলনায় অতি সামান্য।

উক্ত তুলনায় সমালোচনকালে আমি হটাৎ একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। প্রোটেস্ট্যান্ট পাদরীগণ সকল দেশেই লোকশিক্ষার প্রচলন ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সহকারিতা করিয়াছেন। তাহার কারণ অহুসজ্ঞান করা কঠিনসাধ্য নহে। উত্তম প্রোটেস্ট্যান্ট হইতে হইলেই “ধর্মশাস্ত্রানুসন্ধান” নিত্য প্রয়োজন, এবং তাহা করিতে হইলেই তাঁহাকে অবশ্যই লেখাপড়া শিখিতে হয়। অন্যপক্ষে গোঁড়া গ্রীক ধর্মসম্প্রদায়ের একজন দৃঢ়মতাবলম্বী হইতে হইলে, সাধারণের ধারণামত ধর্মশাস্ত্র পাঠের আবশ্যক করে না, এবং সেই জন্যই প্রোটেস্ট্যান্ট পাদরীদিগের চক্ষে সাধারণ লোকশিক্ষা যতদূর প্রয়োজনীয় দৃষ্ট হয়, গোঁড়া গ্রীক পাদরীর চক্ষে সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

ঋষীয়ার লোকেরা এক পক্ষে ধার্মিক, ইহা কিন্তু অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা প্রতি রবিবার এবং পর্বাহে নিয়মিতরূপে ভজনাগারে গমন করে এবং যখন তাহারা কোন ভজনাগারে বা আইকনের সম্মুখ দিয়া গমন করে, তখন তাহারা বারম্বার অঙ্গুলির দ্বারা ক্রুশাকৃতি সম্পাদন করিতে থাকে, নির্দিষ্ট সময়ে তাহারা খ্রীষ্টীয় পবিত্র ভোজে আহার করে, কেবল বুধবার এবং শুক্রবারে নহে, খ্রীষ্টের মৃত্যু-স্মারক পর্বের পূর্ববর্তী চত্বারিংশৎ দিন এবং অন্যান্য দীর্ঘোপবাস কালে মাংস ভোজনে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে, মধ্যে মধ্যে পবিত্র তীর্থসমূহে যাত্রা করে, এক কথায় তাহারা যে সকল ক্রিয়া ও অহুষ্ঠানকে মুক্তির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে, তৎসমস্তই পূর্ণরূপে যথা সময়ে পালন করিয়া থাকে। কিন্তু এই হইলেই তাহাদিগের ধর্মসাধনের সমাপ্তি। ধর্মের মূল মত সম্বন্ধে তাহারা প্রায়ই অত্যন্ত অনভিজ্ঞ, এবং পবিত্র ধর্মপুস্তক মধ্যে কি কি লিখিত আছে, তাহার কিছুই জানে না। প্রকাশ যে, একদা একজন পাদরী এক চাষাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে ত্রিমূর্ত্তির (Trinity) তিন জনের নাম বলিতে পারে কি না? কৃষক মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, এই উত্তর

দেয় যে, “বাইসকা, ইহা কে না জানে? সেই তিনজন—হ্রাণকর্তা, ঈশ্বরের মাতা, এবং অলৌকিকশক্তিযুক্ত সেণ্ট নিকোলাস!” ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, কৃষকদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান এই মত । উক্ত গল্পটী যেরূপ বিখ্যাত এবং যেরূপ বারম্বার কথিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে সম্ভবতঃ ইহা কেহ মিথ্যা প্রস্তুত করিয়া থাকিবে, কিন্তু ইহা বুথানিন্দাত্মক নহে । ধর্মতত্ত্ব এবং প্রোটেষ্ট্যান্টগণ যাহাকে “আধ্যাত্মিক ধর্ম-জীবন” বলেন, কৃষীর কৃষকদিগের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই । তাহারা বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানই যথেষ্ট জ্ঞান করে, এবং তাহারা যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, তৎসমস্তের দ্বারাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহাদিগের এমত বিশ্বাস, এবং সে বিশ্বাস শিশুদিগের বিশ্বাসের তুল্য এবং অনৌম । যদি সে শৈশবে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে নিয়মিতরূপে ধর্মশাস্ত্রমত নির্দিষ্ট উপবাস করে, বার্ষিক খ্রীষ্টীয় ভোজে যোগ দেয়, এবং সম্পূর্ণ সত্যভাবে পাপ স্বীকার করে, আধ্যাত্মিক ধর্মশাস্ত্রমত অভিসেক প্রাপ্ত হয়, এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও স্থিরভাবে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে থাকে । তাহার ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মবিধিত অল্পাধিক ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে সে কোনপ্রকার সন্দেহের দ্বারা ব্যাকুলিত হয় না, এবং তাহার অতীত জীবন—অতীত কার্য, তাহাকে মুক্তিলাভের অল্পযুক্ত করিতে পারে, তাহার মনে এমত কোন প্রকার ভয়ও থাকে না । মজ্জমান তরীর আরোহী যেমন “জীবনরক্ষককে” (life-preserver—এক প্রকার দ্রব্য, যাহা কোমরে বেঁধেন করিলে মনুষ্য জলমগ্ন হয় না।) স্বশরীরে দৃঢ় বন্ধন করিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করে, সেও আপনাকে সেইমত নিরাপদ মনে করে । ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র ভয় না করিয়া এবং অতীত বা বর্তমানের জন্য কিছুমাত্র গুণ্ণিত না হইয়া, সে নীরবে ধীরভাবে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আত্মান প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এবং একরূপ উদাসভাবে প্রাণ ত্যাগ করে যে, সুখহুঃখে অবচলিতচিত্ত দার্শনিক শ্রেনীর লোকেরাও তদর্শনে ঈর্ষা করিতে পারেন ।

উপরে আমি আইকন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, এবং সম্ভবতঃ পাঠক তাহার অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারেন নাই । আইকন কি, এক্ষণে আমি তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি ; এ ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ কৃষীয় লোকদিগের ধর্মরাজ্যে আইকন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ অভিনয় করিয়া থাকেন ।

হ্রাণকর্তা (খ্রীষ্ট), মাতোনা (খ্রীষ্টের মাতা), কিম্বা কোন ধার্মিক সাধুর অঙ্ক চিত্রপটকে আইকন কহে ; এগুলি অতি প্রাচীন বৈজয়ন্তাইন প্রণালীতে হরিৎ বা স্বর্ণবর্ণের বস্তুর উপর অঙ্কিত হয় ; অকৃতি এক বর্গ ইঞ্চি হইতে কয়েক বর্গ ফীট হইয়া থাকে । প্রায়ই প্রতিমার হস্ত এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত অপর সমস্ত অঙ্গটী প্লেক নাম ধাতুর দ্বারা একরূপ জড়াও করা হয় যে, তদ্বারা চিত্রের সমস্ত মূর্তি এবং চিত্রবস্তুর মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় । যে যে চিত্রপটে এই প্লেক ব্যবহৃত না হয়, সেই সেই চিত্রের মুকুট এবং পরিচ্ছদ, মুক্তাবলী এবং অন্যান্য মূল্যবান—স্থান বিশেষে বহুমূল্যবান দ্রব্যে সুশোভিত হইয়া থাকে ।

বিভিন্ন সময়ের আইকনগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, সর্বদা এ গুলি কেবল সামান্য চিত্রপটের ন্যায় সমকিত হইত, এবং মধ্য সময়েই শ্রেক ধাক্কু ব্যবহার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব প্রথমে চিত্রিত মূর্তির মস্তকোপরি স্বর্ণ-নির্মিত বা কোন কোন স্থলে মূল্যবান হীরকাদির দ্বারা কিরণমণ্ডল বা মুকুটের ন্যায় কারুকার্য স্থাপন করিয়া, আদিম সামান্য চিত্রের অবস্থা পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করা হয়। চিত্রপটের সহিত কারুকার্যের সংযোগ (যদি এই বিচিত্র সম্ভাকে তাহা বলা যাইতে পারে) সাধন এক স্বতন্ত্র প্রকার এবং আমাদিগের মতে বর্ষের প্রথা। এইরূপ সম্ভা-প্রথা ক্রমশঃ চিত্রিত মূর্তির সর্বদিকে এতদূর ব্যাপ্ত হইতে থাকে যে, শেষ কেবল চিত্রিত মূর্তির মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র, এবং শেষ একখানি জড়াও কার্যযুক্ত আধারের সহিত এই সমস্ত অলঙ্কার সহ সুরঞ্জিত চিত্রপট খানি সংযোগ করিয়া দিবার প্রথা চলিত হয়।

ধর্মসম্বন্ধীয় পার্থক্যচক দুই প্রকার আইকন আছে, এক প্রকার যাহা সচরা-চর দেখিত পাওয়া যায়, এবং আর এক প্রকার যাহা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন (tchv-dotvorny)। প্রথমোক্ত প্রকার চিত্রপট বহুল পরিমাণে—প্রধানতঃ ভালডিয়ার প্রদেশে (যেখানকার প্রত্যেক গ্রামবাসীই এই কার্যে নিযুক্ত) প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং তাহা রুবীয়ার সম্রাটের প্রাসাদ হইতে চাষার কুটীর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই চিত্রপট গুলি সাধারণ্যে গৃহের উচ্চ কোণে দ্বারাভিমুখীন রূপে সংস্থাপিত হইয়া থাকে, এবং ধার্মিক গৌড়া খ্রীষ্টানেরা গৃহমধ্যে প্রবেশকালে তদভিমুখে মস্তক অবনয়ন করে এবং সেই সময়েই ক্রুশের চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া থাকে। আহারের পূর্বে এবং পরক্ষণে সেইমত স্নানস্থায়ী আত্মশুদ্ধি ক্রিয়া প্রায় হইয়া থাকে। উৎসব দিবসে বাটীর সেরূপ অন্ততঃ এক খানি আইকনের সমক্ষে একটি ক্ষুদ্র দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেওয়া হয়।

ঐন্দ্রজালিক অনৈসর্গিকশক্তিসম্পন্ন আইকনের সংখ্যা অতি কম, এবং সেগুলি ভজনালয়ে বা উপাসনাকক্ষে সর্বদাই বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণের বিশ্বাস যে, সেগুলি “মন্ত্রবোয় হস্ত বিনির্মিত নহে,” এবং সেগুলি অলৌকিকরূপে প্রাপ্তভূত হইয়া থাকে। যে কোন মন্ত্র (মঠবাসী সন্ন্যাসী) বা সাধারণ মন্ত্র্য স্নগ্ন দেখেন যে, অমুক স্থলে এক খানি অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন আইকন আছে, তিনি সেখানে যাইলে, তাহা পাইতে পারিবেন। সে বস্ত্রিত সেই স্থানে গমন করিলে, কেহ বা ভূগর্ভ মধ্যে প্রোথিত, কেহ বা বৃক্ষোপরি বিলম্বিত সেই আইকন প্রাপ্ত হইলেন। সেই পবিত্র ধন তখন একটি ভজনাগারে লইয়া যাওয়া হয়, এবং সেই সংবাদ দাবানলের ন্যায় সেই প্রদেশের সর্বত্র শীঘ্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। সেই স্বর্ণ হইতে প্রেরিত চিত্রপটের নিকট প্রণাম করিবার জন্য হাজার হাজার লোক আগমন করিতে থাকে, এবং সেই আগন্তুকদিগের মধ্যে কোন

কোন লোকের পীড়া সেই হুত্রে আরোগ্যও হইয়া যায়, এবং সেই আরোগ্যলাভ হুত্রেই সেই চিত্রপটের অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিবরণ পরে সম্রাটের অধীনস্থ সর্বশ্রেষ্ঠশক্তিসম্পন্ন সিনড নামে পবিত্রতম ধর্মসমাজের নিকট এই মর্মে প্রেরণ করা হয় যে, সেই অলৌকিক শক্তির নিয়মিত এবং সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা হউক। আইকনের অলৌকিক শক্তি স্বীকার করা কর্তব্য বলিয়াই যে, কেবল রাজকীয় পক্ষ হইতে তাহা স্বীকৃত হয়, তাহা নহে, কারণ সিনড নামক উক্ত ধর্মসমাজ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন যে, যে যে মঠে এই অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন আইকন আছে, সেগুলির দ্বারা সেই সেই মঠের যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই আগ্রহাধ্বিত উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকগণ কঠোর সমালোচনার দিকে ভর না দিয়া, নহজ্ব বিধাসের দিকেই সেরূপ হুলে ভর দিয়া থাকেন। অতঃপর নিয়মিতরূপে পরীক্ষা ও তত্ত্বাত্ত্বসন্ধান করা হয়, এবং যতদিন উক্ত আইকন প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা না হয়, এবং সেই অলৌকিক শক্তি প্রমাণিত না হয়, তত দিন ধর্মসমাজের পক্ষ হইতে তাহা অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যদি উক্ত ধর্মসমাজের দ্বারা সেই আইকন বাস্তবিক ঐশ্বর্যালিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, তৎপ্রতি আভ্যন্তরিক ভক্তি প্রদর্শিত হয় এবং নিশ্চয়ই নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী স্থান হইতে বহুল যাত্রী তদর্শনার্থ আগমন করিতে থাকে।

অতি পূজনীয় আইকন গুলির মধ্যে কয়েকটি—যথা কাজানের মাডোনা প্রভৃতির ন্যায় আইকনের সম্মানার্থ বার্ষিক উৎসব নির্দিষ্ট আছে; অথবা ঠিক বলিতে গেলে, তাঁহারা যে প্রকার অলৌকিকরূপে প্রার্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার স্মরণার্থ কোন পর্বাঙ্কে উৎসব হইয়া থাকে। তৎসমস্তের মধ্যে যে কয়েকটির সহিত জাতীয় ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা বিশেষরূপে বিজড়িত, সেই কয়টি জনসাধারণের নিকট অতিরিক্ত ভক্তি এবং পূজা পাইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভালডিয়ারের মাডোনা (খ্রীষ্টের মাতার চিত্রপট) এক সময়ে তাতারদিগের হস্ত হইতে মস্কাউ নগর রক্ষা করিয়াছিলেন; ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রাংশনীয় জয়যুক্ত যুদ্ধ হয়, তখন স্মোলেন্স্কের মাডোনা, সেই সৈন্যদলের সহিত গমন করিয়াছিলেন, এবং যখন সেই বর্ষে মস্কাউতে প্রকাশ হয় যে, ফরাষীরা উক্ত নগরাভিমুখে আগমন করিতেছে, তখন অধিবাসীগণ স্থানীয় প্রধান ধর্মযাজকের নিকট প্রস্তাব করে যে, আইবারিয়ান মাডোনাকে লইয়া (যাহা ক্রিমলিনের একটি তোরণের নিকট আজিও দেখিতে পাওয়া যায়) তাহাদিগকে কুঠারহস্তে বিপক্ষ বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে পরিচালিত করিয়া চলুন।

যদিও ক্রযীয় পাদরীগণ সাধারণ লোকশিক্ষাবিস্তার পক্ষে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা অন্ততঃ ইচ্ছা পূর্বক সে বিষয়ের কোন বাধা দান করেন নাই। তাঁহাদিগের রোমান ক্যাথলিক ভ্রাতাগণ যেমন ভাবেন যে, “সামান্য শিক্ষা

অতি বিপজ্জনক", তাঁহারা কিন্তু সেরূপ ভাবেন না এবং শিক্ষার দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের হানি হইবে, এমত ভরও করেন না। এখনকার দিনে যে সকল বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাজ্ঞানজাত নব নব আবিষ্কার এবং মত দর্শনে পশ্চিম যুরোপের বহুল চিন্তাশীল খ্রীষ্টান অতিশয় ভীত হইতেছেন, রুঘীয়ার ধর্মসমাজ তৎপ্রতি যে সম্পূর্ণ উদাসনেত্রে দৃষ্টিদান করিতেছেন, বাস্তবিক ইহা একটা গণনীয় তথ্য বলিতে হইবে। এরূপ কেন হইতেছে, আমি অতঃপর তাহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। ইহা এত গুরুতর যে, দুই চারিটা কথায় শেষ করা যায় না।

যদিও গ্রাম্য পাদরীদিগের এই অসন্তোষজনক অবস্থা শিক্ষিতশ্রেণী সাধারণে স্বীকার করেন, কিন্তু কিরূপে এই অবস্থা পরিবর্তিত হইতে পারে, অতি কম লোকেই সে বিষয়ে কষ্ট স্বীকার পূর্বক বিশেষ চিন্তা করেন। বর্তমান সম্রাটের শাসনারম্ভের প্রথমে যে সংস্কারের আগ্রহ প্রবলরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, সে সময়ে এই ধর্ম-বিভাগের প্রতি আদৌ মনোযোগ প্রদত্ত হয় নাই; এবং এখন সেই সংস্কার-বাত্যা বিদূর্তিত হওয়ায়, উদাসীনতা বিরাজ করিতেছে, স্মরণ্য এ বিভাগে আরও দৃষ্টি দান করা হয় না। সত্য কথা এই যে, নিয়মমত শিক্ষিত রুঘীয়গণ ধর্মসমাজ দৃষ্টিগোচর কোন বিষয়ে দৃষ্টি দান করে না, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আবার এতদূর উন্নতিশীল যে, তাঁহারা ধর্ম এবং তাহার সমস্ত অলুষ্ঠানকে প্রাচীন জগতের কুসংস্কার বলিয়া জ্ঞান করেন, এবং সেই ধর্ম ও বিধান গুলিকে যথা নস্তব নীরবে মরিতে দিতে বলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট গ্রাম্য পাদরীদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে কিছু করিয়াছেন বটে। যে সকল প্রতিবন্ধক, পাদরীদিগকে একটা স্বতন্ত্র জাতি রূপে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত ছিল, তাহার মধ্যে অনেক প্রতিবন্ধক দূর করা হইয়াছে, এবং এক্ষণে পাদরীগণের শত শত পুত্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনবিভাগে প্রবিষ্ট হইতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইতেছেন এবং শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্যে লিপ্ত হইতেছেন। ইহার উপর বর্তমানে উপাসক মণ্ডলীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া, পাদরীদিগের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইতেছে। আমার বিশ্বাস যে, এই পরিবর্তন সূত্রে পরিণামে উপকারজনক ফল ফলিবে। কিন্তু এই শ্রেণীর শিক্ষা জ্ঞান এবং মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইতে, অবশ্যই বহু বিলম্ব হইবে।

পঞ্চম অধ্যায় ।

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পরামর্শ ।

অপ্রত্যাশিত পীড়া—গ্রামা চিকিৎসক—সাইবিরীয় মড়ক—আমার শিক্ষা—রুশীয় ইতিবৃত্তা-
গণ—ডিকেন্সের রুশীয় অনুকরণকারী—জৈনিক ভূতপূর্ব সাংসারিক দাস—ঔষধ এবং
জাহ্নম—পৌত্তলিকতার একটি অংশ—কৃষকদিগের হটাৎ বিশ্বাস—অসঙ্গত
জনরব—সেন্ট বারবারার বিচিত্র পুনরাবির্ভাব—একখানি বাষ্পতরীযক্ষে
ওলাউঠার ঐচ্ছিকাব—হাসপাতাল—উন্মাদাশ্রম—উন্মাদগণ ।

রুশীয়রা যে যে প্রান্তে জনসাধারণের তত গতিবিধি নাই, সেই সেই প্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে, যেগুলির প্রয়োজন বলিয়া আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিতে বিন্মত হইয়াছি ; পর্য্যটকের পক্ষে ইহা সর্বদাই অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি একজন বিশেষ স্বস্থকায় পুরুষ, এবং যদি তাঁহার পীড়া হয়, তাহা হইলে নিয়মিত চিকিৎসার আশাও পরিত্যাগ করিতে হইবে ; আমি যৎকালে ইভানোফকাতে ছিলাম, তখন অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা জানিয়াছিলাম ।

যে লোক চিরদিনই আপনাকে স্বস্থ বলিয়া জ্ঞানেন, এবং সেই স্বস্থে রক্তমাংসের শরীর যে সাধারণ রোগের অধীন, যিনি আপনাকে সেই রোগ হইতে সর্বদাই মুক্ত জ্ঞান করেন, তিনি যদি হটাৎ একদিন আপনাকে পীড়িত হইতে দেখেন, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে অন্যায়রূপে আঘাত করিলে, তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হইবেন, সে সময়ে ঠিক সেইমত ক্রুদ্ধ হইয়া পাকেন । প্রথমতঃ তিনি পীড়িত হইয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে এবং যতদূর সম্ভব রোগের সেই বিরক্তিকর লক্ষণ গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে চাহেন না ।

একদা প্রাতঃকালে নিজা হইতে জাগরিত হইবার পর আমি কখনও যে সকল বিচিত্র লক্ষণ দেখি নাই, রোগের সেই সকল লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, আমার মনে ঠিক উক্ত প্রকার ভাবের উদয় হয় । আমি যে বাস্তবিক পীড়িত হইয়াছি, ইহা স্বীকার করিতে মনে মনে অনিচ্ছু হইয়া, পাত্রোখান করি, এবং প্রাত্যহিক নিয়মমত পরিচ্ছদ ধারণ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু অনতিদিলম্বেই জানিতে পারি যে, আমার পীড়া-ইবার শক্তি নাই । তখন আর প্রকৃত তথ্য স্বীকার করিবার উপায় ছিল না ; আমি যে কেবল পীড়িত হইয়াছিলাম, এমত নহে, রোগটী যে কি, তাহা ঠিক করিবার ক্ষমতাও আমার ছিল না ; এবং যখন সেই দিন ও সেই রাত্রিতে রোগের লক্ষণ ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণরূপ নম্রতা

একমাত্রা দিতে পারি।” সেই স্বদীর্ঘ কথাটা কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

“আমার কি হইয়াছে, তাহা যতক্ষণ না জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আপনার একমাত্রা ঐযথং খাইতে পারি না। যদিও আমি নিজে যৎকিঞ্চিৎ চিকিৎসাশাস্ত্র জানি, কিন্তু রোগটা যে কি, আমি তাহা কল্পনা করিতে পারিতেছি না, এবং আমি বিবেচনা করি, আপনিও ঠিক বুঝিতে পারিছেন না।” আমার এই কথায় তাঁহার মুখ মণ্ডলে ব্যবসাগর্ব্বের বিকৃত লক্ষণ দেখিয়া, তাঁহার সম্ভাষণ জন্য আমি পরে বলিলাম, “এ রোগটা বাস্তবিক এক প্রকার বিচিত্র, এমন কি দেশের সর্বপ্রধান চিকিৎক যদি এখানে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ তিনিও আমাদের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইতেন।”

এই মিষ্ট কথায় প্রার্থনীয় ফল ফলিল। তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিক মনুষ্যের স্বরে বলিলেন, “মহাশয়, আপনাকে নত্যা কথা বলিতে কি, রোগটা যে কি, তাহা আমি পরিস্কাররূপে ঠিক করিতে পারিতেছি না।”

“ঠিক কথা ; এবং সেই জন্যই আমি বলি যে, স্বভাবের উপরেই আরোগ্যের ভার দেওয়াই ভাল এবং স্বভাবের চিকিৎসা-প্রণালীর ব্যাঘাত দেওয়া কর্তব্য নহে।”

“হয়ত তাহাতে ভালই হইতে পারে।”

“তাহার কোন সন্দেহ নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি শয্যায় পড়িয়া আছি, এবং একাকী বড় কষ্টও বোধ হইতেছে, সুতরাং আমি আপনার সহিত কিছু কথা কহিতে ইচ্ছা করি। আমি আশা করি যে, আপনার তাড়াতাড়ি যাইবার তত দরকার নাই?”

“কিছু মাত্র না। আমি কোথায় আনিয়াছি, আমার সহকারী তাহা জানেন এবং আবশ্যক হইলে, তিনি আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইবেন।”

“আপনার একজন সহকারীও আছেন,—কেমন?”

“হাঁ, আছেন ; তিনি একজন চতুর যুবক ; তিনি দুই বর্ষকাল ফিল্ডসারদিগের বিদ্যালয়ে পড়িয়াছেন এবং এক্ষণে আমার সাহায্যের জন্য এবং চিকিৎসার দ্বারা শিক্ষা লাভ জন্য আনিয়াছেন। এরূপ পছন্দ নুতন। আমি কিন্তু উক্ত প্রকার কোন বিদ্যালয়ে পড়ি নাই, কিন্তু যখন আমি হাসপাতালের ভূত্য ছিলাম, তখন সেই স্ত্রে ঘাঘা কিছু পাইয়াছি, শিক্ষা করিয়াছি। আমার বিশ্বাস যে, আমার সময়ে এরূপ কোন বিদ্যালয় ছিল না। আমার সহকারী যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহা জেমস্‌ভো কর্তৃক স্থাপিত হয়।”

“নবস্থাপিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনসমাজকে জেমস্‌ভো বলে না?”

“তাহাই ঠিক। আমি একজন সহকারী ব্যতীত কাজ চালাইতে পারি না।” আমার নরপরিচিত ব্যক্তি ধীরে ধীরে কঠোরভাবে ত্যাগ করিয়া, তিনি বাস্তবিক

কিরূপ স্বয়ংস্বয় এবং কথোপকথনপ্রিয় লোক, তাহাই প্রকাশ দ্রুত বলিতে লাগিলেন, “আমাকে প্রায়ই অন্যান্য গ্রামে যাইতে হয়, এবং প্রত্যহই অনেক কৃষক আমার নিকট আসিয়া থাকে। প্রথম প্রথম কেহই আমাকে চিকিৎসার জন্য ডাকিত না, কারণ লোকেরা ভাবিত যে, আমি একজন রাজকীয় চিকিৎসক এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিব, তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে সমধিক অর্থ দিতে হইবে; কিন্তু এখন তাহারা জানিয়াছে যে, তাহাদিগকে কিছুই দিতে হয় না, সুতরাং এক্ষণে তাহারা দলে দলে আসিয়া থাকে। এবং এখন আমি তাহাদিগকে যাহা কিছু ঔষধ দান করি (যদিও মধ্যে মধ্যে প্রকৃত রোগটা কি, তাহা আমি নিজে পরিষ্কার বুঝিতে পারি না), তাহার দ্বারাই উপকার হইতেছে দেখিতে পাই। আমার ধারণা যে, ঔষধের ন্যায় বিশ্বাসের দ্বারাও কাজ হইয়া থাকে।”

আমি বলিলাম, “আমার দেশে একরূপ একশ্রেণীর চিকিৎসক আছেন, যাহারা উক্ত নীতিসূত্র দ্বারা উপকার পাইয়া থাকেন। তাহারা রোগীদিগকে আলপিনের মাথা অপেক্ষা অনধিক বড় দুই একটা বড়ি অথবা সাদশূন্য দুই এক ফোঁটা ঔষধ দেন, এবং তাহার দ্বারা মধ্যে মধ্যে অতি আশ্চর্যজনক আরোগ্য সাধিত হইয়া থাকে।”

“সেরূপ প্রণালীতে কিন্তু আমাদের এখানে কাজ চলিবে না। রুঘীয় মুঝিকগণ (Muzhik—চাষা) গুরুতর প্রকার ঔষধ খাইলে, কোনমতেই ঔষধ খাইলাম বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। যাহা নিতান্ত বিশ্বাস, তাহাই অধিক পরিমাণে খাইলেই তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মে। ঔষধ সম্বন্ধে তাহাদিগের ধারণাই এইমত; এবং তাহারা ভাবে যে, যত অধিক পরিমাণে ঔষধ খাইবে, ততই তাহাদিগের আরোগ্যলাভ নিশ্চয় হইবে। যখন আমি কোন চাষাকে একাধিক মাত্রা ঔষধ খাওয়াইতে ইচ্ছা করি, তখন সেই প্রত্যেক মাত্রা ঔষধ খাইবার জন্য তাহাকে আসিতে বলি, কারণ আমি জানি যে, যদি আমি সেরূপ না করি, তাহা হইলে সে, সমস্ত ঔষধ একেবারে লইয়া, আমার চাকের বাহিরে গিয়াই একেবারে সেই সমস্তটাই খাইয়া ফেলিবে। কিন্তু এখানে তেমন বড় শক্ত রোগ—সেকস্নাতে আমি যে সকল রোগ দেখিতাম, তেমন রোগও প্রায় হয় না। আপনি সেকস্নায় গিয়াছিলেন কি?”

“না, এপর্যন্ত যাওয়া হয় নাই, কিন্তু সেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা আছে।” সেকস্না একটা নদী এবং তাহা ভলগানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তাহা জলপথে যাত্রার একটা প্রধান অঙ্গরূপে ভলগার সহিত নেভানদীর সংযোগ সাধন করিতেছে।

“আপনি যখন সেখানে যাইবেন, তখন অনেক প্রকার রোগ দেখিতে পাইবেন। যদি সেখানে গ্রীষ্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সেই সময়ে সেই স্থান দিয়া বহুল তরঙ্গী যাতায়াত করিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হয় অরবিকার, নয় কৃষ্ণ বসন্ত, নয় সাইবিরীয় মড়ক, একটা না একটা দেখা দিবেই দিবে। সাইবিরীয় মড়ক একটা

বিচিত্র ব্যাপার। বাস্তবিকই তাহা নাইবিরীয়া হইতে আইসে কি না, তাহা জগদীশ্বর জানেন। সেই মড়ক উপস্থিত হইবা মাত্রই বহুল ঘোটক মরিতে থাকে, এবং তাহা মনুষ্যের পীড়া না হইলেও সময়ে সময়ে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগকেও আক্রমণ করে। তাহারা বলে যে, মক্ষিকারা মৃত ঘোটক হইতে বিব লইয়া, মনুষ্য শরীরে লইয়া যায়। ফোক্ষার ন্যায় আকার ও তাহার চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণের রেখা দেখা দিলেই রোগের লক্ষণ জানা যায়। যদি যথা সময়ে সেই ফোক্ষা গালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই আক্রান্ত ব্যক্তি বাঁচিয়া যাইতে পারে, এবং যদি তাহা না করা হয়, তাহা হইলে সে পোক নিশ্চয়ই মরিয়া যায়। সেখানে কখন কখন ওলাউঠাও দেখা দেয়।”

আমি মনে মনে বলিলাম, “যে যুবক চিকিৎক, রোগবিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারাভিলাষী, তাহার পক্ষে এই প্রদেশ কি আনন্দপ্রদ!” এই অনুগ্রহীত প্রদেশে যে সকল রোগের আবির্ভাব হয়, উক্ত তালিকায় তাহা পূর্ণ হয় নাই, কারণ এই সময়ে তাঁহার প্রতিনিধি আসিয়া বলেন যে, তাঁহাকে রোগীর জন্য ডাকিতে আসিয়াছে, সুতরাং তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ফেল্ডসারের সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ মোটামুটি বলিতে গেলে সন্তোষপ্রদ। তিনি চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার কোন সাহায্য করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি এক ঘণ্টাকাল আমাকে আমোদিত থাকিবার সহায়তা করেন, এবং আমি যে সংবাদ জানিতে ইচ্ছুক ছিলাম, তাহাও কতকটা দেন। ইহার পর তাঁহার সহিত আমার যে কয়বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও এইমত আনন্দপ্রদ। তিনি সত্যবতই একজন বুদ্ধিমান, বহুদর্শী লোক। তিনি কৃষায় জগতের অনেকটা দেখিয়াছেন, এবং তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমস্ত অবিকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে সক্ষম। কিন্তু ছুঁভাগ্যের বিষয় যে, সে সময়ে আমাকে রোগের জ্ঞান শয্যার উপর তীক্ষ্ণভাবে শায়িত থাকিতে হওয়ায়, তিনি সে সময়ে আমার নিকট যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা করিতে থাকেন, আমি তৎসমস্ত বর্ণনাক্রিয়া লইতে পারি নাই। তিনি, কারল কারলিচ এবং পাদরী, তিনজনেই সে সময়ে আমার নিকট আগমন করিতে থাকায়, বিশেষ পাদরী দয়া করিয়া, সমধিক সময় আমার নিকট অবস্থান জ্ঞাতব্য করায়, আমি সেই সময়টী সহজে অতিবাহিত করিতে সক্ষম হই, নতুবা সে সময় আমার পক্ষে বড়ই কষ্টজনক হইত।

যৎকালে আমি একাকী থাকিতাম, সেই সময়ে আমি কখনও বা কুরীয় ইতিহাস এবং কখনও বা উপাখ্যান পাঠ করিতাম। ইতিহাসখানি কারামজিনের লিখিত, এবং তাঁহাকে স্বেচ্ছন্দে কুরীয় লিভি (Livy—খ্যাতনামা রোমীয় ইতিহাসবেত্তা) বলা যাইতে পারে। সেই ইতিহাসের মধ্যে বহুল তথ্য থাকায়, আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ হয়, কিন্তু আলাঙ্কারিক ভাষায় লিখিত হওয়ায়, নিতান্ত বিরক্তজনকও হইয়া উঠে। ইহার পর যখন আমি সলোভিয়ফ বা সলোভিয়েফ-

(কখন কখনও নামগুলি শব্দোচ্চারণবোধকরূপে লিখিত হয় না) প্রবীত বিরাটকার অষ্টাদশ খণ্ড গ্রন্থ, যাঁহাতে কেবল বহুল প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ নিয়মিতরূপে বিস্তৃত হয় নাই, তৎসমূহ পাঠ করি, তখন কিন্তু ইহার অলঙ্কৃত ভাষা এবং নিত্যন্ত রঞ্জিত বর্ণনার প্রতি কম বিরাগ প্রদর্শন করি। আমি যে প্রথম উপন্যাসখানি পাঠ করি, তাহা গ্রিগোরোভিচ কর্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি গল্প, আমি যখন সেট পিটার্সবর্গ হইতে আসি, তখন গ্রন্থকার নিজে তাহা আমাকে দেন। গ্রন্থকার পরে আমার নিকট স্বীকার করেন যে, তিনি ডিকেন্সের আদর্শে কুবীরার গ্রাম্য জীবনের বর্ণনামূলক এই গল্পগুলি লিখিয়াছেন। ডিকেন্সের শেষ গ্রন্থ সমূহে যে সকল সামান্য সামান্য ছলনা এবং ছলপূর্বক কৃত্রিমভাব কষ্টদরূপে অন্যান্য স্থান প্রাপ্ত হয়, কুবীর আবারও আবৃত সেগুলির অনেককেই চিনিয়া লইতে আমার পক্ষে কঠিন বোধ হয় না। এই দোষ সত্ত্বেও এ পুস্তক খানি আমি সুখপাঠ্য বোধ করি, এবং কুবীরার কৃষকদিগের জীবন সম্বন্ধে কতক নূতন ধারণা প্রাপ্ত হই—অবশ্য অতঃপর তাহা প্রমাণিত হইবে।

সেই গল্পগুলির মধ্যে একটি গল্প আমার মনে দৃঢ়রূপে সম্বন্ধিত হয়, ছয় বর্ষাদিক কাল পরে সেই গল্পের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কাজেই স্মরণ করিতে পারি। হেমন্তের অন্তে একটি গ্রামের বর্ণনার সহিত গল্পটি আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক দিন হইতে অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টি হইতেছিল, এবং পথগুলি কৃষ্ণকায় গভীর কর্মমরাশিতে সমাবৃত হইয়া গিয়াছিল। একটি বৃদ্ধা রমণী—সামান্য অধিপানিনী—বাটিতে এক বন্ধুর সহিত বসিয়া চা পান করিতেছিলেন এবং কতকগুলি তাপ লইয়া ভবিষ্যৎ গণনার চেষ্টা করিতেছিলেন। একটি দাসী প্রবেশ করায়, হটাত্ সেই কার্গের ব্যাঘাত হয়। দাসী আসিয়া বলে যে, বহির্কোণীতে একটি বৃদ্ধ—বাহ্যদৃশ্যে বোধ হয় পীড়িত—পড়িয়া রহিয়াছে এমত দেখিয়া আসিলাম। বৃদ্ধা জীলোকটী তাহার অনাহৃত অতিথিকে দেখিবার জন্ত যাইতে চাহিলেন। তিনি সদয়হৃদয়া ছিলেন, স্মরণ্য তাহাকে অল্প একটি বাটিতে স্বচ্ছন্দতাজনক স্থানে রাখিতে ও তাহার শুষ্কতা করিবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন যে, লোকটী হৃৎশবিত্ত ভিক্ষু হইলেও হইতে পারে। এই কথায় রমণীর হৃদয়ের উদারতার গতি রোধ হইল। যখন জানা গেল যে, সে সন্দেহটী সম্পূর্ণ সত্য, এবং সেই বৃদ্ধের হস্তে ছাড়পত্র কিছুই নাই, তখন বৃদ্ধা রমণী মহা ভীত হইলেন। পুলিশ যদি জানিতে পারে যে, তিনি একজন ছাড়পত্রবিহীন হৃৎশবিত্ত ভিক্ষুককে স্বীয় বাটিতে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহা হইলে কিরূপ ভয়ানক ফল ফলিবে, তিনি কল্পনা দ্বারা তাহা ভাবিতে লাগিলেন। হয় ত এই সূত্রে তাঁহার যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ আছে, পুলিশের লোকে তাহা কাড়িয়া লইবে। আর যদি সেই বৃদ্ধ লোকটী তাঁহার বাটী বা গোলা-প্রাঙ্গনে মরিয়া যায়! সেরূপ কাণ্ডে যে কতদূর ভয়ঙ্কর ফল ফলিতে পারে, তাহা চিন্তনীয় নহে।

সেইরূপ হইলে যে, কেবল তাঁহার সর্কস ঘাইবে, এমত নহে, হয় ত তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ হইতে হইবে। এই সকল বিপদ দেখিয়া, সেই বুদ্ধ রমণী সম্বাদয়তা ভুলিয়া যাইলেন, এবং নিষ্ঠুর হইয়া পড়িলেন। সেই বুদ্ধ লোকটা রোগের যাতনায় মৃত্যুমুখে পড়িলেও তদুত্তরে তাঁহাকে অবশ্যই সেই বাটা ছাড়িয়া যাইতে হইল। বুদ্ধ সে সময়ে অন্য কোথাও আশ্রয় পাইবে না, ইহা পূর্বেই জানিত, কিন্তু সে অগত্যা সেই অন্ধকারময় কড়বাত্যাপূর্ণ শীতের রজনীতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল, এবং পরদিন প্রাতঃকালে গ্রাম হইতে কিয়দূরে একটা মৃতদেহ দৃষ্ট হয়।

এই গল্পটাতে তাদৃশ কোন প্রশংসনীয় চিত্তাকর্ষক কল্পনা বা রচনা-নৈপুণ্য না থাকিলেও কেন ইহা আমার হৃদয়ে সেরূপ দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধিত হইয়া যায়, আমি তাহা ভালরূপে প্রকাশ করিতে পারি না। হয় ত আমি নিজের সে সময়ে পীড়িত ছিলাম, এবং ভাবিয়াছিলাম, সেই অক্টোবর মাসের শীত এবং বৃষ্টির রজনীতে বাটা হইতে আমাকে কর্মমাত্ত পথে বাহির করিয়া দিলে, কি ভয়ানক কষ্ট হইত, সেই জন্যই এই গল্পে আমার মন আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ নিকোলাসের শাসন-কালে পুলিশ করূপ ভয় বিস্তার করিত, এই গল্পে তাহা বিবৃত থাকায়, ইহা আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ হয়। পুলিশের লোকেরা করূপ নব নব আবিষ্কৃত উপায়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে উৎপীড়ন পূর্বক অর্থ সংগ্রহ করিত, উক্ত গ্রন্থখানি যে সময়ে প্রচারিত হয়, সেই সময়েই তদ্বিবরণপূর্ণ ব্যঙ্গহৃদক বহুল গ্রন্থ প্রচার হইয়াছিল। কিছু দিন পরে আমি সেইরূপ এক খানি গ্রন্থ পাঠ করি, এবং তাহাও এইমত আমার মনে সম্বন্ধিত আছে। যতদূর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে ঘটনাটী এইঃ—গ্রাম্য পুলিশের এক জন কর্মচারী একদা এক গ্রামের পথপার্শ্বে একটা শব দেখিতে পান। এতদর্শনে তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিয়া, নিকটবর্তী গ্রামে গমন করেন, এবং গ্রামবাসীগণকে জ্ঞাত করেন যে, আইন অনুসারে সকলের নামে অন্বেষণ উপস্থিত করা হইবে, এবং তাহা হইলেই প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়িবে। চাষারা অবশ্যই ইহাতে মহা ভীত হয়, এবং যাহাতে তিনি এ ঘটনা সংগোপনে রক্ষা করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দান করে। পুলিশ কর্মচারী যেমন হইয়া থাকে, এব্যক্তি সেরূপ হইলে, এই টাকাতেই সম্পূর্ণ তুষ্ট হইতেন, কিন্তু এ ব্যক্তি সেরূপ লোক নহে, এবং ইহার অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল; সুতরাং অল্প এক গ্রামে আর একবার এইরূপ পরীক্ষা করিবার মতলব আঁটিতে লাগিল। সে সেই শবটাকে স্বীয় টারান্টাস যানে ভুলিয়া লইল, এবং কয়েক ঘণ্টা পবে কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আনিয়া, তথাকার লোকদিগকে বলিল যে, তাহাদিগের মধ্যে অবশ্যই কেহ ইহাকে খুন করিয়াছে, এবং সে তজ্জন্য সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বাহুসন্ধান করিবে। যাহাতে তত্ত্বাহুসন্ধান না হয়, সেই ভয়ে চাষারা যথেষ্ট অর্থ দান করে এবং সেই নীচ পুলিশ কর্মচারী এইরূপে সফলতা লাভে সাহসী হইয়া, বিভিন্ন গ্রামে এইরূপ উপায়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া লয়।

বর্তমান সম্রাটের শাসনের প্রথম কয়েক বর্ষ কাল, সম্রাট নিকোলাসের কঠোর শাসনমূলক আদেশের বিরুদ্ধে প্রজাদিগের মনোমথো সঞ্চিত ক্রোধরাশি প্রকাশক এবং উক্ত কঠোর রাজনীতিসম্বন্ধ শাসনশক্তির অবিস্থান্য অপব্যবহারের নির্ভীক ভাবে নিশ্চালক উক্ত প্রকার বহুল গল্প এবং আখ্যান প্রকাশ হইতে থাকে । কিন্তু সাধারণে এক্ষণে সেরূপ শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত পরিচালনার জন্য অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন ।

যখন আমার পাঠ করিবার ইচ্ছা হইত না, বা নিকটে কোন নিয়মিত দর্শক উপস্থিত থাকিতেন না, তখন যে বুদ্ধ ভূতা আমার পরিচর্যা করিত, তাহার সহিত আমি প্রায় দুই এক ঘণ্টা কাল কথোপকথনে অতিবাহিত করিতাম । সেই ভূত্যের নাম আটন, এবং সে বাস্তবিকই বুদ্ধ, কিন্তু বয়স যে কত, তাহা আমি কখনও ঠিক জানিয়া লইতে পারি নাই, কারণ হয় সে নিজের তাহার বয়স কত তাহা ঠিক জানিত না, নয় কোন কারণে সে তাহা আমাকে জানাইতে ইচ্ছা করে নাই । তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, তাহার বয়স প্রায় ষাট বর্ষ, কিন্তু তাহার একগাছি কেশও পড় না হইলেও তাহার কোন একটী কথায় আমি অমুমান করিয়া লই যে, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় সত্তর বর্ষ হইবে । পিতা কে, বিখ্যাত টপসির * ন্যায় এ ব্যক্তিও পরিষ্কার কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু এক বিষয়ে টপসি অপেক্ষা ইহার কিছু অধিক জ্ঞান ছিল, অর্থাৎ ইহার মাতামহবংশের নামাদি এ ব্যক্তি জানিত । ইহার মাতা জীতদাসী ছিল, এবং কিছুকাল এক সম্ভ্রান্ত মহিলার পরিচারিকার কাজ করিয়াছিল, এবং তাহার প্রভুপত্নির মৃত্যুর পর সংসারের একরূপ একটী পদে নিযুক্ত হয় যে, সে পদের দায়িত্ব কিরূপ তাহা স্পষ্ট জানা যায় না । অতীত শতাব্দীর শেষে অথবা বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে তাহার মাতার উক্ত পদোন্নতি হয় । আটনও তাহার সময়ে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয় । সেই সংসারে সে সর্বপ্রথমে তাম্বকুট-নল-রক্ষকের সহকারী পদে নিযুক্ত ছিল, সেই সামান্য পদ হইতে সে ক্রমে ক্রমে বাটলার অর্থাৎ সংসারের মদ্যরক্ষকের পদ প্রাপ্ত হয় । পূর্বে তাহার মাতা যেমন দাসী ছিল, আটনও সেইমত এতদিন দাস ছিল, কিন্তু তাহাব স্বভাব জড়ের ন্যায় থাকায়, সে যে বাস্তবিক দাস, তাহা ধারণা করিতে পারিত না, এবং দাস-অবস্থা হইতে যে অবস্থান্তর হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, সে নিশ্চয়ই তাহা কখনও ভাবিত না । তাহার প্রভু যিনি, তিনি প্রভু এবং সে নিজের আটন, সে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য, অথবা অবাধ্যতা সংগোপন করিতে পারে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ইহাই তাহার একমাত্র অমুমেয় ছিল এবং দার্শনিকগণ আদিম তথ্য বা স্বতঃস্ফূট মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমত ভাবেন, এ ব্যক্তিও সেইমত কোন পরীক্ষা না করিয়াই আপনাব অবস্থা সম্বন্ধে সেইরূপ স্থির করিয়া লইয়াছিল । ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সে উক্ত স্বতঃসিদ্ধান্ত অনুসারে কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়া, দাসরূপে স্বীয় জীবনান্তি-

* পাঠক, অক্সেল টম'স ক্যাবিন নামক গ্রন্থে টপসির পরিচয় পাইবেন ।—অনুবাদক ।

বাহিত করে, পরে উক্ত অংশে ইতানোফকার তাহার স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হয় । কৃষসম্রাট যে দাসদিগকে মুক্তিদানপূর্বক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, ইতানোফকার ভজনাগারে বাটুমকা তাহা সর্বসমক্ষে পাঠ করেন, কিন্তু আন্টন নিজে ভজনালয়ে তাহা শ্রবণ করিতেও যায় নাই, তাঁহার প্রভু নিজে ভজনাগারে উক্ত ঘোষণা পত্র পাঠ শুনিয়া আসিয়া, আন্টনকে ডাকিয়া বলিলেন, “আন্টন, এক্ষণে তুমি স্বাধীন হইলে, কিন্তু সম্রাট বলিতেছেন যে, তোমাকে পূর্বের ন্যায় আরও দুই বর্ষ কাল দাসের মত বাড়ীর কাজ করিতে হইবে ।”

এই আকস্মিক সংবাদে আন্টন উদাসভাবে উত্তর করিল, ‘শ্লুসাইয়ুস’ অর্থাৎ আমরা যেমন বলিয়া থাকি, ‘হাঁ মহাশয় ।’ এবং অন্য কোন কথা না বলিয়া, প্রভুর প্রান্তভোজনের দ্রব্যাদি আনিয়া দেয়; কিন্তু তাহার পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ কাল যে সব কাণ্ড দেখিতে পায় ও যে সব কথা শুনিতে পায়, তাহাতে মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে এবং মনুষ্যের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাহার যে প্রাচীন ধারণা ছিল, তাহা গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হয় । আমি অনুমান করি, তাহার মুখমণ্ডলে স্বভাবতই যে মানসিক গোলযোগের চিহ্ন প্রকাশ পাইত, তাহা উক্ত দিন হইতে উৎপন্ন হয় ।

তাহার সহভূতাগণের আচরণেই তাহার সর্বপ্রথমে ক্রোধের উদ্রেক হয় । সে সময়ে প্রায় সমস্ত অবিবাহিত ভূতাই হটাৎ বিবাহ-বাতিকগ্রস্তরূপে প্রকাশ পায় । সেরূপ হইবার কারণ এই যে, নূতন আইন মধ্যে এরূপ স্পষ্টভাবে আজ্ঞা দেওয়া হয় যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দাসগণ প্রভুর অহুমতি না লইয়াও আপন আপন ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিবে । সেই জন্মই বিবাহকালে পাদরীর দক্ষিণা দান জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, অনেকের সেই পরিমিত অর্থ সংগ্রহের শক্তি না থাকিলেও প্রায় সমস্ত অবিবাহিত ভূতাই নবোপার্জিত স্বত্বসম্ভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে । তৎপরেই কৃষকশ্রেণীর মধ্যে নিয়ম ভঙ্গ, বৃদ্ধ প্রভুর মৃত্যু এবং প্রভু-পরিবারের প্রথমতঃ সেন্ট পিটার্সবার্গে এবং শেষে জার্মানিতে গমন ঘটে । আন্টনের মন তেমন প্রবলশক্তিশূন্য ছিল না, সুতরাং এই প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি তাহার পক্ষে মহা সঙ্গীনাশজনক বলিয়া বোধ হয় । যখন দুই বর্ষ পরে কারল কারলিচ তাহাকে জানাইলেন যে, এক্ষণে তাহার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পারে, তখন সে শূন্যদৃষ্টিতে অকৃত্রিম আশ্চর্য্যান্বিতভাবে উত্তর করিল, ‘আমি কোথায় যাইব?’ কোন একটা নূতন উপায়ে যে, জীবিকা উপার্জনের সম্ভাবনা আছে, সে তাহা পূর্বক কখনও চিন্তা করে নাই, সুতরাং সে কারল কারলিচের নিকট প্রার্থনা করে যে, সে যেখানে আছে, সেইখানেই তাহাকে থাকিতে দেওয়া হউক । তাহার এই প্রার্থনা অবিলম্বেই গ্রাহ্য করা হয়, কারণ আন্টন একজন সরল এবং বিশ্বাসী ভৃত্য এবং অকৃত্রিমভাবে পরিবারের অন্তরঙ্গ ছিল, এবং সেই জন্যই ধার্য্য হয় যে, সে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বেতনস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, এবং প্রধান ভৃত্য ও প্রধান রক্ষী কুর্কুভের মধ্যস্থ একটি পদ তাহাকে দেওয়া হয় ।

আন্টনকে যদি প্রকৃত প্রহরী কুহুরে পরিণত করা হইত, তাহা হইলে, সে যত সময় নিদ্রা যাইত, সে তাহার অতিরিক্ত নিদ্রা যাইতে পারিত না । তাহার নিদ্রা-গমন শক্তি এবং যখন সে ভাবিত যে, সে আগরিত আছে, সে সময়ে সে যে তজ্জীবন্য থাকিত, এই দুইটা তাহার স্বভাবের প্রধান দ্রষ্টব্য । তাহাকে বুদ্ধ দেখিয়া, এবং তাহাকে নিদ্রাপ্রিয় জানিয়া, আমি যতদূর সম্ভব, তাহাকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করিতাম না ; কিন্তু আমি তাহাকে যে অল্প সময় মাত্র কাজ করাইতাম, সে সময়টুকুও সে কৌশলযুক্ত উপায়ে হার করিয়া লইত । তাহার এবং আমার ঘরের মধ্যস্থ স্থানটুকু চলিয়া আসিতে কষ্ট এবং সময় নষ্ট হয় বলিয়া, সে সেই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে ; এবং সেই জন্যই সে আমার গৃহদ্বারসংলগ্ন একটি পার্শ্বের ঘরে স্বীয় শয্যা পাতিয়া, তথায় স্থায়ীরূপে আশ্রয় লয় । মধুর নানাদ্রব্য যদি নিদ্রার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে সাহস করি যে, আন্টন তাহার চারি অংশের তিন অংশ সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিত, অবশিষ্ট চতুর্থ অংশের অনেকটা হাই তুলিতে এবং সমুচ্চ কঠিনবস্তুতে ব্যয় করিত । প্রথম প্রথম এই বন্দোবস্তে আমার যথেষ্ট বিরক্তি বোধ হইত, কিন্তু আমি ইহা নীরবে সহ করি, এবং পরিণামে ইহার পুরস্কারও পাই, কারণ আমার পীড়ার সময় নিকটে পরিচারককে প্রাপ্ত হওয়ায় বিশেষ সুবিধা বোধ করি, কিন্তু আন্টনের প্রতি সুবিচার জন্য অবশ্যই বলিব যে, সে ঘুমের ঘোরেও স্বীয় কর্তব্য কার্যা উত্তমরূপে সাধন করিত । সে যখন নিদ্রা যাইত, তখন কথা শুনিতে পাইত, তাহার এমত শক্তি ছিল, এবং প্রায়ই সে নিদ্রা হইতে ছুইটা চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলন করিতে সক্ষম হইবার পূর্বেই আমার গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিত ।

আন্টন কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে অনেক বিষয়ে স্বীয় মত সংগঠন করিতে সময় পায় নাই, কিন্তু কোন না কোন উপায়ে তাহার মনোমধ্যে দুই একটি বিষয়ে ধারণা হয় । প্রধানতঃ সেগুলি রক্ষণশীল মতাবলম্বিত, এবং সেই ধারণাগুলির মধ্যে একটি ধারণা যে, ফেল্ডনারগণ সমাজের মধ্যে অকর্মণ্য এবং অনিষ্টকারক লোক । যে ফেল্ডনার আমার নিকট আইসে, তাহার কোন কথা যাহাতে আমি না শুনি, তজ্জন্য সে বারম্বার আমাকে অহরোধ করে, এবং কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে মাস নাগ্নী যে এক বৃদ্ধা নারী বাস করিত, তাহাকে ডাকাইবার জন্য সে একাধিকবার অহরোধও করে । ঋষীয়ায় যাহাকে জাঁথারকা বলে, মাসা তাহাই, অর্থাৎ অর্দ্ধ-জাহ্নমজ্জা এবং অর্দ্ধ-চিকিৎসাব্যবসায়িনী রমণীকেই জাঁথারকা কহে । ইহাদিগের সমস্তই প্রভাবাধীন । আন্টনের মতে উক্ত মাসা, গাছ গাছড়া এবং জাহ্নমজ্জা দ্বারা সকল লোককেই অরোগ্য করিতে পারে, এমন কি মৃত ব্যক্তিকেও বাঁচাইতে পারে, কিন্তু সে মৃতব্যক্তির পুনর্জীবন দান সম্বন্ধে নিজে কোনো মতবাদ প্রকাশ করে না ।

যে বৃদ্ধা রমণী সম্ভবতঃ গাছ গাছড়া বা জাহ্নমজ্জার গুপ্ত গুণ কিছু মাত্র জানে না,

তাহার চিকিৎসাধীনে থাকিবার কল্পনা আমার পক্ষে ভাল বোধ হইল না, এবং সেই অপবিত্র উপায় অবলম্বন করিতে আমি স্পষ্টই একাধিকবার অস্বীকার করি। কিন্তু বিশেষ চিন্তার পর আমি ভাবিলাম যে, জাহ্নমদ্বারা বৃদ্ধার সহিত চিকিৎসা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ করা আমোদজনক হইবে, এবং তৎপরে আমার মনে আর একটা চমৎকার কল্পনার উদয় হয়! ফেল্ডসার এবং এই জাঁথারকাকে একসঙ্গে আনাইয়া, কিলকেনির বিভাল-বিদ্বেষের ন্যায় ইহাদিগের মধ্যেও নিঃসন্দেহ সেইমত বিশেষ থাকায়, বিজ্ঞানের উপকার এবং আমার মনোরঞ্জনের জন্য আমার সমক্ষে দুই জনের যুদ্ধ বাধাইয়া দিব। আমাদিগের এই উন্নত যুগের পূর্বে যুযুদ্দ, মোরগ-যুদ্ধ, এবং ঘৃষ্যুদ্ধ প্রভৃতি যে কুইচ্ছা-সম্ভূত অহুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, আমি বোধ করি, মানবসমাজের হৃদয় হইতে সেরূপ ইচ্ছা আজিও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই।

যতই আমি এবিষয়ে চিন্তা করিতে থাকি, ততই এই চমৎকার কল্পনার সৃষ্টি করায় মনে মনে আনন্দিত হই; কিন্তু হায়! এই অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্ট জগতে আমাদিগের উজ্জ্বল কল্পনাগুলি প্রায় কার্যে পরিণত হয় না, এবং এবিষয়েও আমি নিরাশ হই। সেই বৃদ্ধা নারী কি তাহার জাহ্নমদ্ব দ্বারা সতর্ক হইয়াছিল যে, তাহার আসন্ন বিপদ উপস্থিত? না সে কেবল মাত্র ব্যবসাবিদ্বেষের জন্য, বা পীয় ব্যবসাসম্মম রাখিবার জন্য আসিতে অসম্মত হয়? এ প্রশ্নের আমি কোন নিশ্চিত উত্তর দান করিতে পারি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, সে কোনমতেই আমার নিকট আসিতে চাহে না, এবং সেই স্বত্রে আমার প্রত্যাশিত আমোদ অদৃশ্য হইয়া যায়। আমি কিন্তু সেই প্রাচীনা জাহ্নমদ্ব সন্ধে অপ্রত্যাশিতাবে কিছু কিছু অবগত হইতে সক্ষম হই। সেই নারী তাহার প্রতিবাদীগণের মধ্যে স্থায়ী এবং গুরুতর সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে—সে সম্মান অনিশ্চিত অবর্ণনীয় ভয়সম্ভূত এবং অনেকের বিশ্বাস যে, সে অনেক ছুশ্চিকিৎসা রোগ আরোগ্য করিয়াছে। ক্রমীয়র কৃষকদিগের মধ্যে উপদংশ রোগ সাধারণে অত্যন্ত প্রবল। প্রকাশ যে, উক্ত রমণীর সেই রোগ আরোগ্য করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে, এবং আমি এতৎসম্বন্ধে যে কিছু অস্পষ্ট বিবরণ জানিতে পারি, তাহাতে এট রোগে সে, যে জাহ্নকর দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহা পারাঘটিত। কিছু দিন পরে আমি তাহার দ্বারা চিকিৎসিত একটা নিগৃহীত রোগীকে দেখিতে পাই। উক্ত রমণী, সেই রোগীর শরীরস্থ সমস্ত বিষ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি না, তাহা জানি না বটে, কিন্তু ইহা জানি যে, সে, রোগীর দন্তগুলি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কিরূপে পারদ সংগ্রহ করে, এবং পারদের আরোগ্যশক্তি কিরূপে আবিষ্কার করে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আরগট অবরাই নামক দ্রব্যের একটা বিচিত্র শক্তি আছে, ইহা চিকিৎসা-গ্রন্থ-পাঠকগণ বিশেষ জানেন, কিন্তু এই শ্রেণীর রমণীগণ তাহা সর্বদাই কুকার্যে প্রয়োগ করে। তাহারা কিরূপে ইহার এই বিচিত্র শক্তি জানিল, তাহাও আমি বলিতে পারি না।

জাঁখারকা এবং ফেল্ডনার, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের দুইটা বিভিন্ন সময়ের—
ঐন্দ্রজালিক এবং বৈজ্ঞানিক সময়ের সৃষ্ট। ঋষীয় কৃষকদিগের এখনও প্রথমোক্ত
প্রকার প্রতি অনেক বিশ্বাস আছে। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সাধারণ অবস্থায়
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা করাইতে সম্পূর্ণ সম্মত হয়; কিন্তু হটাৎ ভয়ানক
মড়ক উপস্থিত হইলে, এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার না
হইলে, তাহাদিগের প্রাচীন বিশ্বাস তখন জাগরিত হইয়া উঠে, এবং তখন ঐন্দ্র-
জালিক মন্ত্রাবলম্বন ও অমুষ্ঠান করিতে থাকে। সেই অমুষ্ঠাননিচয়ের মধ্যে
অনেকগুলি অতি বিচিত্র। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আমি যে গ্রামের নিকট
বাগ করিতাম, তথায় উক্ত প্রকার যে এক অমুষ্ঠান হয়, দৃষ্টান্তরূপে এস্থলে তাহা
বিবৃত করিতেছি। কিছু দিন হইতে উক্ত প্রদেশে ওলাউঠার বিশেষ প্রাদুর্ভাব
হইয়াছিল। উক্ত গ্রামে তখনও কাহারও ওলাউঠা হয় নাই, কিন্তু অধিবাসি-
গণের এই ভয় হয় যে, শীঘ্রই সেই মারাত্মক রোগ দেখা দিবে। সেই বিপন্নি-
বারণ জন্য তাহারা নিম্নলিখিত নূতন উপায় অবলম্বন করে। মধ্য রজনীতে যে
সময়ে সমস্ত পুরুষ নিদ্রিত, সেই সময়ে গ্রামের সমস্ত রমণী রাত্রির বেশ পরিয়া,
পূর্বপ্রস্তাবমত গ্রামের বাহিরে সমবেত হইয়া, একত্র গমনারম্ভ করে। সর্বপ্রথমে
একটা বালিকা একখানি আইকন ধরিয়া অগ্রসর হয়। ঋষীয়ার চাষারা আদিম-
কালের যে হল ব্যবহার করিয়া থাকে, সখা নামক সেই হলে সুদীর্ঘ রজ্জু বন্ধন
করিয়া, উক্ত বালিকার পশ্চাতে তাহার সহচরীগণ টানিয়া লইয়া যায়। এই
রূপে সমস্ত গ্রামটী প্রদক্ষিণ করা হয়, এবং সকলে একরূপ বিশেষ বিশ্বাস করে যে,
হল দ্বারা যে, ঐন্দ্রজালিক রেখা প্রদত্ত হয়, ওলাউঠা কোনমতেই সেই রেখার
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জীলোকেরা কি করিতেছে, অনেক পুরুষ জানিতেও
পারে, এবং সন্দেহও করে, কিন্তু তাহারা বাটীর মধ্যে থাকিয়া বুদ্ধির কার্য্য করে,
কারণ তাহারা জানে যে, যদি তাহারা সে সময়ে উকি মারিয়া দেখে যে, কি কাণ্ড
হইতেছে, এবং যদি জীলোকেরা তাহা দেখিতে পায়, তাহা হইলে, তাহাকে
বিলক্ষণরূপে প্রহার করিতে দ্বান্ত হয় না।

এই প্রথাটী নিশ্চয়ই প্রাচীন পৌত্তলিক প্রথার অবশিষ্ট চিহ্নরূপ রহিয়াছে।
আইকন প্রচলন প্রথাটী মধ্য সময়ে হইয়াছে, এবং তাহা পৌত্তলিকতার
সহিত খ্রীষ্টধর্মের বিরূপ বিচিত্র সংমিলনজনক তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে।
ঋষীয়ায় একরূপ অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং আমি অন্যস্থানে এসম্বন্ধে
আরও অনেক বলিব।

কোন কোন সময়ে মহামারী উপস্থিত হইলে, যে সাধারণ মহাভয় উপস্থিত হয়,
সেই ভয় অতি বিপজ্জনক মূর্ত্তি ধারণ করে। লোকেরা মনে করে যে, চিকিৎসক-
গণের দ্বারাই এই মহামারী ঘটয়াছে, অথবা কতকগুলি দুষ্টলোক হুতভিবন্ধিতে
কুপসমূহের জল বিবাক্ত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সামান্য দ্বাদ্ব্যমূলক অমুষ্ঠানের প্রতি

তাহারা যে সম্ভাব্যতাই কিছুমাত্র দৃষ্টি দেয় না, এবং সেই হুজুই যে, মহামারী উপস্থিত হয়, তাহা কোনমতেই বিশ্বাস করে না। আমি জানি, একবার একজন ভ্রমণকারী ফটোগ্রাফারের প্রতি এইরূপ সন্দেহে ভয়ানকরূপে অত্যাচার করা হয়। সম্রাট নিকোলাসের শাসনকালে সেন্ট পিটার্সবর্গে এই হুজুই একবার মহা দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, উত্তেজিত লোকেরা কতিপয় চিকিৎসককে হাসপাতালের গবাক্স হইতে নিয়ে ফেলিয়া দিলে, সম্রাট, শরীররক্ষী সৈন্য সঙ্গে না লইয়া, অনাবৃত যানে ঘটনাস্থলে আসিয়া, কেবল মাত্র উপস্থিতির দ্বারা এবং উচ্চ স্বর সহযোগে সেই দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণ করিয়া দেন।

রুশীয় কৃষকদিগের মূখ্যতাজনিত বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি বহুল বিচিত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারি। কখন কখন একটা নিতান্ত অসার জনরব, সমস্ত প্রদেশে মহা চঞ্চলতা উপস্থিত করিয়া দেয়। সেই শ্রেণীর জনরবের মধ্যে একটা সর্বসাধারণে বিদিত জনরব উঠে যে, পুরুষদিগকে যেমন সৈন্যদলভুক্ত করিবার জন্য ধরিয়া, তাহাদিগের নাম লিখিয়া লওয়া হয়, স্ত্রীলোকদিগকেও সেইমত করা হইবে। ডিউক অব এডিনবর্গের বিবাহের সময় এইরূপ জনরব বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। তখন জনরব উঠে যে, বহুল রুশীয় যুবতীকে এক খানা লোহিতবর্ণের জাহাজে ইংলণ্ডে পাঠান হইবে। কিন্তু জাহাজ খানা কেনই বা লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইবে, এবং রুশীয় যুবতীগণ ইংলণ্ডে নীত হইলে, তাহারা কি করিবে, আমি তাহা আবিষ্কার করিতে কোনমতে সক্ষম হই নাই। সম্ভবতঃ লোকেরা ভ্রমক্রমে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ডাহোমির রাজা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল, অথবা ডাহোমির রাজা যেরূপ বিচিত্র প্রণালীতে সৈন্য সৃষ্টি করেন, আমরাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিব এমত ভাবিয়াছিল, কিম্বা যেমন এক জন চাষা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল যে, ইংলণ্ডে অতি অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোক আছে বলিয়া, রুশীয়া হইতে যুবতীদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে। এই ভ্রান্ত ধারণা, যে এক জন ভূম্যমির দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিত, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং তাঁহার নিকট হইতে আমি শুনিতে পাই যে, ব্রিটীস দ্বীপসমূহের সমস্ত অধিবাসির মধ্যে তিন অংশের এক অংশ কুমারী, পুরুষাভাবে অবিবাহিতাবস্থায় আজীবন রহিয়াছে।

নিতান্ত হাস্যজনক বিশ্বাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণটি উক্ত গ্রাম হইতে আগত। একটা কৃষক-রমণী আমার নিকট ব্যক্ত করে। এক দিন শীতকালে সূর্যের অন্তগমন সময়ে এক কৃষক-পরিবার, একটা অপবিচিত্র আগন্তকের আবির্ভাব দেখিয়া বিচলিত হয়। সে মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের, এবং ধর্মসম্বন্ধীয় চিত্রপট সমূহে সেন্ট বারবারার বেশ সচরাচর যে ভাবে চিত্রিত থাকে, তাহার বেশও সেই মত। উপস্থিত সকলেই এই আকস্মিক আবির্ভাবে চমকিত হয়, কিন্তু সেই মূর্ত্তি অল্পকালকোমলপরে তাহাদিগকে বগে যে, আমি সেন্ট বারবারা, তোমরা আনন্দিত

হও, এবং তোমাদিগের ধর্মনিষ্ঠার পুরস্কার দান জন্যই আমি তোমাদিগকে সম্মানিত করিতে আসিয়াছি। যে কৃষকের বাটীতে তিনি অহুগ্রহ করিয়া ফাইসেন, বাস্তবিক সে ব্যক্তি ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া খ্যাত ছিল না, কিন্তু সে, সাক্ষী আগন্তকের সেই ভ্রম সংশোধন করা কর্তব্য বোধ না করিয়া, তাঁহাকে উপবেশন করিতে বলে। সেই মূর্তিটা তৎক্ষণাৎ সেই আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া, উপদেশপূর্ণ বাক্যে কথোপকথন করিতে আরম্ভ করে। ইত্যদ্বসরে এই আবির্ভাব-সংবাদ দ্বারানলের ন্যায় চারিদিকে ব্যপ্ত হইয়া পড়ে, এবং সেই গ্রামের ও অর্ধ ক্রোশ দূরবর্তী আর এক খানি গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই সেই অহুগ্রহীত কৃষকের বাটীর মধ্যে এবং চারিদিকে সমবেত হয়। কিন্তু তাহাদিগের সহিত স্থানীয় পাদরীও আসিয়াছিলেন কি না, উক্ত রমণী তাহা আমাকে জ্ঞাত করে নাই। যে সকল লোক আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সেই মূর্তির কথা শুনিতে পায় নাই, কিন্তু যাহারা সেই জনতার বাহিরে ছিল, তাহারা আশা করে যে, সাক্ষী অন্তর্ধানের পূর্বে অবশুই একেবার বাহিরে আসিয়া দেখা দিবেন। তাহাদিগের সেই আশা পূর্ণ হয়। মধ্য রজনীতে সেই বিচিত্র আগন্তক বলিল যে, আমি এখন ঘাইতেছি এবং অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন সেট নিকোলাসকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছি। আমার অহুপস্থিতকালে তোমরা সকলে সম্পূর্ণ স্থির হইয়া বসিয়া থাক। সেই জনমণ্ডলী সমুদয়ে তাঁহার গমন জন্য পথ ছাড়িয়া দিল, এবং তিনি সেই অন্ধকারে চলিয়া যাইলেন। ঋষীর কৃষকদিগের নিকট যে সেট নিকোলাস বিশেষরূপে প্রিয়, সকলে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে কয়েক ঘণ্টা অতীত হইল, তিনি আর দেখা দিলেন না। অবশেষে সূর্যোদয়ের সময়ে দর্শকদিগের মধ্যে যাহাদিগের আগ্রহ কিছু কম ছিল, তাহারা স্ব স্ব ভবনে প্রত্যগ্গমন করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা নিকটবর্তী গ্রাম হইতে আসিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব বাটীতে গিয়া দেখে যে, তাহাদিগের অহুপস্থিতিতে তাহাদিগের অশ্বগুলি অপহৃত হইয়াছে! সেই দণ্ডেই তাহারা মহা গোলযোগ এবং চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল; এবং সেই স্বতঃস্ফূট সেট বারবারা এবং তাহার সহযোগীদিগের অহুসন্ধান জন্য কৃষকেরা চারিদিকে ধাবমান হইল, কিন্তু তাহারা তাহাদিগের অপহৃত সম্পত্তি আর পাইল না। যে জ্বীলোকটা আমার নিকট এই গল্প করে, সে সময়ে সে গ্রামমধ্যে উপস্থিত না থাকায়, সেই ফাঁদমধ্যে পড়ে নাই, সুতরাং সে অবশেষে বলে, “বোকারা উচিৎ ফলই পাইয়াছে।”

কিন্তু ইহাও প্রকাশ করা কর্তব্য যে, ঋষীর কৃষকেরা যদিও কোন কোন বিষয়ে নিতান্তই সহজে বিশ্বাস করে, এবং অন্যান্য জাতীয় লোকদিগের মত মধ্যে মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহারা সহসা ভীত হয় না। যাহারা তাহাদিগকে অগ্নিকাণ্ডে পতিত হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই এই উক্তি বিশ্বাস করিবেন। আমি তাহাদিগকে

অনেকবার অসাময়িক শ্রেণীর বিপদে বহুবার পতিত হইতে দেখিয়াছি, এবং সে সময়ে তাহারা যে, সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে অবস্থান করে, তজ্জন্য আমি তাহাদিগের প্রশংসা করিয়াছি। যখন মহামারী নিত্য প্রবল হইয়া উঠে, কেবল সেই শব্দেই তাহারা ভীত হয়। একদা ভলগাবক্ষে একখানি বৃহৎ বাষ্পতরীর উপর আমি সেই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলাম। সে সময়টা ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের হেমন্তের প্রথম, এবং সে দিনটা অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। সে সময়ে দেশের সর্বত্র আদিমিক ওলাউঠার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল জানিয়া, বুদ্ধিমান লোকেরা সে সময়ে অপেক্ষকল ভাঙ্গণে ক্ষান্ত হয়; কিন্তু কৃষক কৃষকেরা সাধারণ্যে বুদ্ধিমান নহে, এবং যে সকল কৃষক সেই বাষ্পতরীতে ছিল, আমি তাহাদিগকে বহল পরিমাণে কাঁচা শসা এবং খরমুজ খাইতে দেখি। সেই নির্বুদ্ধিতার ফলস্বরূপ শীঘ্রই স্বাভাবিক দণ্ড দেখা দেয়। পরে যে দৃশ্য দৃষ্ট হয়, আমি এখানে তাহা বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত হইতেছি, কিন্তু ইহা বলিতেছি যে, যাহারা ওলাউঠারোগাক্রান্ত হয়, তাহারা সে সময়ে অপর লোকদিগের নিকট হইতে সকল প্রকার সম্ভাব্য সাহায্য পাইতে থাকে। যদি সে সময়ে একটা অপ্রত্যাশিত আকস্মিক দুর্ঘটনা না হইত, তাহা হইলে, আমরা পরদিন প্রাতঃকালে কাজানে আসিয়া পৌঁছিতে এবং রোগীদিগকে সেই নগরের চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিতে পারিতাম; কিন্তু নদীতে কম জল থাকায়, আমরা রজনীতে নদ্র করিয়া থাকি। পরদিন প্রাতঃকালে বাষ্পতরী চড়ায় আটকাইয়া একেবারে আবদ্ধ হইয়া যায়। আমরা তথায় বহুক্ষণ ধরিয়া সাহায্য-প্রতীক্ষায় থাকিলে, দূরে একখানি ক্ষুদ্র বাষ্পতরী দেখিতে পাই, কিন্তু সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেহই কিছুমাত্র আতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশ করে না, এবং যখন সেই ক্ষুদ্র বাষ্পতরী থানি নিকটে উপস্থিত হয়, তখন সেই মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত বাষ্পতরী হইতে পলায়ন করিবার জন্য কেহই উন্নততা প্রকাশ করে না, অথচ সকলেই জানিত যে, সেই ক্ষুদ্র বাষ্পতরীতে অতি অল্পসংখ্যক আরোহী লইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। যাহারা জাহাজের আরোহণীয় স্থানের নিকটে ছিল, তাহারা কেবল ধীরভাবে ক্ষুদ্র জাহাজে গমন করে, এবং যাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অল্প সৌভাগ্যবান, তাহারা যতক্ষণ না আর একখানি বাষ্পতরী সেই স্থান দিয়া গিয়াছিল, ততক্ষণ নীরবে ধীরভাবে প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

পাঁড়া সম্বন্ধে যে একটা প্রাচীন ধারণা—জাহ্মস্র বা সেই শ্রেণীর উপায়ে সফলতর সহিত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, এই ধারণা এক্ষণে দ্রুতগতি অদৃষ্ট হইতেছে। জেমস্‌ভো অর্থাৎ নবস্থাপিত স্বায়ত্তশাসন সমাজ এক্ষণে প্রজাদিগের পক্ষে ভাল রকম চিকিৎসক এবং ঔষধ প্রাপ্ত হইবার সুবিধা সাধন করিয়া দিয়া, সেই ব্রান্ত ধারণা নাশের অনেক সহায়তা করিতেছে। সমস্ত অথবা প্রায় সমস্ত নগরেই এক্ষণে সাধারণ হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে, এবং সেগুলির অবস্থা অতি সন্তোষপ্রদ—অন্ততঃ অচিকিৎসকদিগের চক্ষে সেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত

হাসপাতাল সমূহের মধ্যে অনেক হাসপাতালের স্থায়ী চিকিৎসক প্রত্যাহই বহুল ক্লমক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেন, এবং তাহার নিকট বা দূরবর্তী স্থান হইতে চিকিৎসার পরামর্শ এবং ঔষধ লইতে আইসে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন প্রদেশের প্রধান প্রধান গ্রামে ফেল্ডনার নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং চিকিৎসকগণ সেই সেই স্থানে সর্বদাই পরিদর্শন জন্য গিয়া থাকেন। চিকিৎসকগণ সাধারণে সুশিক্ষিত লোক, এবং অনধিক পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়াও বহুল কার্য করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ প্রধান প্রধান হাসপাতাল-সংলগ্ন যে সকল বাতুলশ্রম আছে, আমি কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে ভাল মত প্রকাশ করিতে পারি না। তৎসমস্তের মধ্যে দুই একটি, কাজানের নিকটস্থ প্রধান মধ্য-আশ্রমের ন্যায় সর্বোৎকৃষ্ট ভাল, কিন্তু অপর আশ্রম বাটীগিলির নির্মাণকার্য যেমন মন্দ, সেইমত তন্মধ্যে বহুল উন্নাদ রক্ষা করা হইয়া থাকে। সেই শ্রেণীর যে দুই একটি উন্নাদাশ্রম আমি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, সেগুলি কিরূপ নিয়মে পরিরক্ষিত হয়, তাহা নিম্নের ঘটনা চিত্রিত করিয়া দিতেছি।

আমি একটি বৃহৎ হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, এবং সেখানে এত অধিক সময় অতিবাহিত করি যে, আমি তৎসংলগ্ন উন্নাদাশ্রমে গমন করিবার পূর্বে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সেই আশ্রমের গবাক্ষে আলোক না দেখিতে পাইয়া, আমি আমার সহচরের নিকট—যিনি উন্নাদাশ্রমের একজন পরিদর্শক, তাহার নিকট প্রস্তাব করি যে, আমরা আগামী কল্য প্রাতঃকালে না হয় যাইব, কিন্তু তিনি আমাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন যে, এমত নিয়ম আছে যে, অধিক রাত্রি না হইলে, আলোক নিব্বাপিত করা হয় না, সুতরাং এক্ষণে আমাদের তথায় যাইবার কোন বাধা নাই। যদিও আইনসম্মত কোন বাধা ছিল না, কিন্তু একটা বৃহৎ কাঠের দ্বার বিশেষ বাধা প্রদান করে, এবং দ্বাররক্ষক বা উন্নাদাশ্রমমধ্যস্থ অন্য কোন লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে আমরা একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়ি। অবশেষে বহুল চীৎকার, করাঘাত, এবং শৃঙ্খল-ধ্বনির পর ভিতর হইতে প্রস্থ হইল যে, আমরা কে এবং কি চাই? আমার সহযোগী অপ্রিয় এবং অসম্মতসূচক বাক্যে উত্তর দান করিবা মাত্র অর্গলধ্বনি শুনা গেল, এবং দ্বারটি অতি দ্রুতগতি উদঘাটিত হইয়া যাইল। দেখিলাম, আমাদের সম্মুখে এলোথেলো চলে এক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান। তাহার মুষ্টি দুটো বোধ হইল, সেও একজন উন্নাদ। সে ব্যক্তি অবনতমস্তকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমরা একটা আশ্চর্যময় দ্বারান্দা হাতড়াইতে হাতড়াইতে পার হইয়া, আরও গভীর অন্ধকারময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ এবং চাবি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। চাবি বন্ধ করিবামাত্রই ঘরের মধ্যে সেই অন্ধকারে বিকট ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। তৎপরে আর্জনাৎ এবং চীৎকারধ্বনি এবং তৎপরে এরূপ নানা প্রকারের ধ্বনি হইতে লাগিল যে, ভাষার এমত কথা নাই, যাহার দ্বারা আমি তাহা বুঝাইতে পারি। সেই পরম্পরে অসং

মিলিত বিকট বিভৎসধ্বনি দাত্তের বর্ণিত নরককুণ্ডের কোন এক কক্ষের উপযোগী বটে । কেন সেরূপ ধ্বনি হইতে থাকে, আমি তাহার কিছু মাত্র ধারণা করিতে পারি না । ক্রমে ক্রমে আমার চক্ষুদ্বয় সেই অন্ধকারে দৃষ্টিদান করিতে সক্ষম হইলো, সেই ঘরের মধ্যে একটা খেতমূর্ত্তি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাই । শেষে কে একজন যেন আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, আমার কক্ষের অতি নিকটে একজোড়া চক্ষু এবং সুদীর্ঘ বিলম্বিত কেশরাশি দেখিতে পাই, এবং আমার আর এক পার্শ্বে সেইমত নিকটে একটা রমণীর বজ্রনী-উষ্ণীয় দেখিতে পাই । যদিও আমি সম্ভবতঃ বিচলিতচিত্ত নহি, কিন্তু আমি সে অবস্থাটা বড় স্বচ্ছন্দজনক বোধ করিলাম না । একটা অন্ধকারময় কক্ষে অনিশ্চিত সংখ্যক উদ্ভেজিত উদ্ভাদের সহিত অবস্থান করা কখনই স্বচ্ছন্দজনক নহে । আমি কতক্ষণ পর্যন্ত আবদ্ধ ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না—সম্ভবতঃ দুই তিন মিনিটের অধিক হইবে না, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা বহুক্ষণ বিবেচিত হইয়াছিল । অবশেষে একটা আলোক আনীত হইলো, আমাকে সমস্ত বুকাইয়া দেওয়া হয় । তত অধিক রাত্রিতে পরিদর্শক সেখানে আসিবেন, ইহা আশা না করিয়াই উদ্ভাদাশ্রমরক্ষক আলোক সকল নির্কাপিত করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সে রাত্রির মত শয্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন । আমরা যে কক্ষে গিয়াছিলাম, দ্বার খুলিবার সময় সেই ঘরের একটা উদ্ভাদ জাগরিত হইয়া উঠে, এবং তাহার মূর্ছাজনিত চীৎকারে অপর উদ্ভাদ সকলে মহাভীত হইয়াছিল ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, উদ্ভাদাশ্রম, হাসপাতাল এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য অস্থান দ্বারা পীড়া সম্বন্ধে লোকদিগের প্রাচীন সাধারণ বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইতেছে, কিন্তু জাঁখারকারা আজিও পূর্বমত রহিয়াছে । জাঁখারকা এবং ফেল্ডসার এই দুইটাই বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট, কিন্তু এই দুইটির একত্র অস্তিত্বহুত্রে বিচিত্র সংমিলন দৃষ্ট হইতেছে, এবং এই তথ্যটিও কৃত্রিম সভ্যতার এক বিচিত্র দৃশ্যস্বরূপ । কোন প্রাণীতত্ত্ববিদ গবেষণায় নিমুক্তকালে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতরূপে উৎপ্রাধান দক্ষিণ কেন্দ্রের কোন ক্ষেত্রে যদি প্রলয়ের পূর্ববর্ত্তী মেগাথেরিয়া নামক কোন পশুকে (যে পশুর এক্ষণে অস্তিত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে) ধীরতাবে বিচরণ করিতে দেখেন, তাহা হইলে তিনি যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, উক্ত তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তি তদপেক্ষা অল্প আশ্চর্যান্বিত হইবেন না । তিনি আদিমকালের সৃষ্ট প্রাণীর পার্শ্বেই ক্রান্তের নবাবিস্কৃত শেষ সৃষ্ট মতবাদ দেখিতে পাইবেন, এবং নিতান্ত শিশু-স্বভাবস্বলভ কুসংস্কারের পার্শ্বে নিতান্ত উন্নত স্বাধীনচিন্তা-সম্মত মতবাদকে দেখিতে পাইবেন । প্রথম মুহূর্ত্তে তিনি আপনাকে স্মরণভীত আদিমকালে উপস্থিত দেখিয়া, পর মুহূর্ত্তেই আবার অপ্রত্যাশিতরূপে অজ্ঞের ভবিষ্যমুখগামী অসম্পূর্ণ পথে আপনাকে উপস্থিত হইতে দেখিবেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মীর বা গ্রাম্যমণ্ডলী ।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব—মীরের সহিত সংসারের তুলনা—গ্রাম্যমণ্ডলী সমিতির
মূলমন্ত্র—মূলমন্ত্র হইতে প্রত্যক্ষ কার্যমূলক পার্থক্য—মীর নিত্য প্রজ্ঞা প্রভৃতি
মূলক শাসনের উত্তম আদর্শ—গ্রাম্য সমিতি—গ্রীষ্মভা—নির্যাস—গ্রাম্য-
মণ্ডলীর অধিকৃত ভূমিবটন ।

যখন আমি কৃষক-পরিবারদিগের প্রকৃত অবস্থা প রিকাররূপে জানিতে সমর্থ হই এবং কৃষকদিগের আচারব্যবহার এবং কার্য সম্বন্ধে কতক তথ্য সংগ্রহ করি, তখন আমি গ্রাম্য মণ্ডলী সৃষ্টি-প্রথার প্রতি মনোযোগ দান করি। এই প্রস্তাবটী আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, কারণ আমি জানিতাম যে, রুবীয় অল্পষ্ঠান-বলীর মধ্যে মীর অর্থাৎ গ্রাম্যমণ্ডলী অতীব বিচিত্র অল্পষ্ঠান। রুবীয়র আগমনের বহুবর্ষ পূর্বে আমি হক্সথসেনের বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই গ্রন্থ থানির দ্বারা রুবীয়র গ্রাম্য মণ্ডলীর বিচিত্র প্রথা প্রথমতঃ পশ্চিম-ইউরোপে বিদিত হয়, এবং যখন আমি সেন্ট পিটার্সবর্গে ছিলাম, তখন তথাকার বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত রুবীয়গণ আমাকে সর্বদাই জ্ঞাত করিতেন যে, যে সকল কঠিন সামাজিক প্রশ্ন মীমাংসার জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং নীতিজ্ঞগণ দীর্ঘকাল হইতে চেষ্টা করিয়া, কোনমতে সফল হইতেছেন না, রুবীয় গ্রাম্য মণ্ডলী প্রত্যক্ষরূপে সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেছে। আমি যে অগণিত আলোচনা শ্রবণ করি, তাহার সার মর্ম্ম যথা—“প্রাচ্য জাতিসমূহ এক্ষণে রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয় বিপ্লবের উচ্চ পথে ধাবমান, এবং ইংলও সর্বত্র ধাবিতরূপে চিহ্নিত হইতেছে। লোকসংখ্যার দ্রুতবিকৃতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূদামী অপেক্ষা বড় বড় জমীদার-সংখ্যাধিক্য হুত্রে বিপ্লবজনক এবং চিরপরিবর্তনশীল নিঃশ্রেণী সৃষ্টি করিয়া দিতেছে, অগণিত মনুষ্যকে পরস্পরের মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, তাহার গৃহশৃঙ্খল, স্থায়ী বাসভূমিশূন্য, সকল প্রকার সম্পত্তিশূন্য এবং প্রচলিত সমাজনীতি বা অল্পষ্ঠানগুলির প্রতি একেবারে সংশ্রবশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে একাংশ কৃষিকার্যের শ্রমজীবীরূপে অতি যৎসামান্য পারিশ্রমিক পায় এবং তাহার জীতলাসদিগের অপেক্ষা অসীম মন্দ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। অপর সকলে চিরদিনের জন্য বাসগ্রাম হইতে বিদূরিত হইয়া, বড় বড় নগরে সমবেত হইয়াছে; এবং তথায় তাহার শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া, অনিশ্চিত আয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, অথবা অপরাধী দৃষ্টান্তশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। কৃষক বলিলে প্রকৃতরূপে বাহাদিগকে বুঝায়, আপনাদিগের

ইংলণ্ডে সেরূপ কৃষকশ্রেণী এখন আর নাই, এবং যদি শীঘ্রই একটা সম্পূর্ণ নতুন প্রবল বিধি অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে আপনারা সেরূপ কৃষকশ্রেণী কোন কালেই সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন না, কারণ যে সকল লোক বহুকাল হইতে নাগরিক জীবনের অমঙ্গলজনক প্রাবল্যের অধীনে অবস্থান করিয়া আসিতেছে, তাহারা শারীরিক এবং নৈতিক কারণে কৃষিজীবী হইতে অপারক। এতদিন ইংলণ্ড, তাঁহার ভৌগোলিক অবস্থা, তাঁহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং প্রভুত কয়লা এবং লৌহের স্বাভাবিক খনির দ্বারা শ্রমসাধ্য শিল্প-জগতে সম্পূর্ণ অতুলনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। প্রতিযোগিতার কোন ভয় না থাকায়, ইংলণ্ড, স্বাধীন বাণিজ্য-নীতির ঘোষণা করিয়া দেন এবং তাঁহার শিল্পদ্রব্য দ্বারা সমস্ত জগৎ প্রাবৃত করিয়া দেন—মাক্কেটার এবং বাম্বিংহাম হইতে যে তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার গতি রোধ করিবার জন্য যে কিছু বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হয়, তৎসমস্ত বিধ্বস্ত করিবার জন্য স্বীয় প্রবল শক্তিসম্পন্ন রণতরী এবং স্বীয় অধীনস্থ অন্যান্য সমস্ত বল নির্ভয়ে প্রয়োগ করিতে থাকেন। সেই উপায়েই ইংলণ্ডের-ক্ষুধার্ত নিঃস্ব জন-মণ্ডলীকে আহার দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের সেই শ্রমসাধ্য শিল্পজগতের প্রবল প্রাধান্য ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য জাতি, স্বাধীন বাণিজ্য-নীতির অবিস্থাস্য প্রবন্ধনা জানিতে পারিয়াছে, এবং ইংলণ্ডের নিকট হইতে বহুল অর্থদানে শিল্পদ্রব্যাদি ক্রয় না করিয়া, আপনাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি আপনারা নিজে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিতেছে। অতি শীঘ্রই ইংলণ্ডের মাল আর বিদেশের বাজারে স্থান পাইবে না, তখন ক্ষুধার্ত নিঃস্বদিগকে আহার দিবার উপায় কি হইবে? ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের লোকসাধারণের পক্ষে যত প্রয়োজন, তদপেক্ষা অনেক কম পরিমিত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এমন কি, যখন অতিরিক্ত প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, তখনও জগতের সকল প্রান্ত হইতেই বহুল পরিমিত গম ইংলণ্ডে আমদানী হয়। এতদিন বর্ষে বর্ষে যে সকল শিল্পদ্রব্য রপ্তানী হইত, তাহারই আর হইতে শস্তের মূল্য দেওয়া হইত, কিন্তু বিদেশের লোকেরা যখন আর এই সকল দ্রব্য লইবে না, তখন কিরূপে গম প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? এবং সেই ক্ষুধার্ত নিঃস্ব সাধারণে কি করিবে?”

ইংলণ্ডের এই আধারময় ভবিষ্য চিত্র প্রায়ই আমার নিকট উপস্থিত করা হইত, এবং প্রত্যেকবারই আমাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করা হইত যে, গ্রাম্য মণ্ডলী নামক যে অল্পভানটী অতি সহজ প্রণালীগত এবং যাহার উপযোগিতা গণনীয় নহে, কৃষীরা তাহারই দ্বারা উক্ত ভয়ঙ্কর কুফল হইতে যে রক্ষা পাইয়াছে, পশ্চিম-যুরোপীয়গণ ইহা বুঝিতে এবং মনোমত জ্ঞান করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ এমনত দেখা যাইতেছে।

একণে পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে, এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের সমস্ত তথ্য বিদিত হইবার জন্য আমি কত চেষ্টা করিয়াছি, এবং কতদূর উদ্যমের সহিত

আমি তহাযুসকান করিরাছি। যে অমুঠানটী সমাজের অতীব গুরুতর ভবিষ্যৎ প্রথম সম্ভাব্যপ্রদরূপে মীমাংসিত করিয়া দিতেছে বলিয়া প্রকাশ, যে রুবীয়া, সমাজ-তহাযুবীর পক্ষে বিশেষ শিক্ষাহুলরূপে গণ্য, সে রুবীয়াতেও সেরূপ অল্প অমুঠান লচরাচর দৃষ্ট হয় না।

আমার ইভানোফকার আগমনের পর, যে সকল লোক, বিশেষ তহাযুসকান না করিয়া, মোটামুটি একেবারে মত গঠন করিতে এবং আলঙ্কারিক বক্তৃতা দ্বারা বর্ণনা করিতে ভাল বাসেন, উক্ত অমুঠান সহজে আমার অভিজ্ঞতা সাধারণ্যে তাঁহা-দিগেরই নিকট হইতে সঞ্চিত হওয়ায়, তাহা অনিশ্চিত এবং বাহ্যিকশ্রেণীভুক্ত ছিল, বিশেষ আগ্রহ এবং গভীর গবেষণাসম্পন্ন ছিল না। আমি জানিতাম যে, রুবীয় গ্রামের প্রধান ব্যক্তি সেলস্কি ঠারোষ্টা বা গ্রাম্য মণ্ডল, এবং গ্রামের সমস্ত প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয়ই সেলস্কি স্কোড অর্থাৎ গ্রাম্যমণ্ডলীর দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। আমি আরও জানিতাম যে, গ্রামের নিকটবর্তী সমস্ত ভূমিই গ্রাম্যমণ্ডলীর অধিকারভুক্ত, এবং সেই ভূমি করেকবর্ষ অন্তর গ্রামের সমস্ত পরিবারবর্গের মধ্যে এরূপ উপায়ে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক স্নাতকায় কৃষকই এক এক অংশ পাইয়া থাকে, এবং তাহা তাহার পরিবারপালনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বা প্রায় উপযুক্ত। এই করণী মূল সংবাদ ব্যতীত আমি এসম্বন্ধে আর কিছু মাত্র অবগত ছিলাম না।

এসম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির প্রথম চেষ্টা কিন্তু তত সফল হয় নাই। আমার বন্ধু ইভান, এসম্বন্ধে আমার সাহায্য করিতে পারিবেন, এমন আশা করিয়া, এবং মণ্ডলীর প্রচলিত নাম “মীর” অর্থাৎ “জগৎ” ইহা পূর্বে জ্ঞাত থাকায়, আমি তাঁহাকে একবার সহজ প্রশ্ন করি যে, “মীর কাহাকে বলে?”

ইভান সহজে বিচলিতচিন্ত হন না, কিন্তু তাঁহার মূর্তিটী যেন কিংকর্তব্য-বিমুঢ়ের ন্যায় দৃষ্ট হইল এবং তিনি শূন্যমননে আমার প্রতি দৃষ্টি দান করিলেন। তখন তাঁহাকে আমার প্রশ্নটির উত্তর দিতে বলি, তখন তিনি কেবল ভ্রুকুণ্ডিত করিয়া, মন্তকের পৃষ্ঠদেশে হস্তামর্শণ করিলেন। কোন একটা চিন্তনীয় বিষয় জিজ্ঞাস্য করিবার জন্য রুবীয় কৃষকেরা এইরূপে মন্তকের পৃষ্ঠভাগ আমর্শণ করে; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহারা কোন প্রত্যক্ষ ফল ফলিল না। ইভান সম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াও কেবল এইমাত্র বলিতে পারিলেন যে, “কাক ভাম স্বাতাট?” অর্থাৎ “আমি কিরূপে বলিব?”

আমি যে তহাযুসকানের নিতান্ত ভ্রান্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম, ইহা অনুমান করিতে কঠিন বোধ হইল না, এবং মুহূর্তমাত্র চিন্তাই আমাকে আমার প্রশ্নের অন্যায়তা দেখাইয়া দেয়। একজন অশিক্ষিত লোকের নিকট হইতে সার তথ্য সকল উদ্ধার করিয়া লইয়া, পরে আমি নিজে তাহার টীকা প্রস্তুত না করিয়া, একেবারেই তাহার নিকট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সেই মূল সার তথ্যগুলি ইভান প্রকাশ করিতে যেমন সমর্থ ছিলেন, সেইমত ইচ্ছুকও ছিলেন।

পরে আমি সহজভাবে প্রস্তারিত করিবামাত্রই তিনি আমাকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞাতব্য প্রচুর তথ্য প্রদান করিতে থাকেন । সেই তথ্যগুলি এবং তৎপরে আমি বহুল কথোপকথন এবং গ্রন্থপাঠ দ্বারা যে সকল তথ্য জ্ঞাত হই, এক্ষণে পাঠকগণকে আমার নিজের কথায় সেগুলি বিদিত করিতে অভিলাষী ।

আমরা যেমন ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, প্রাচীন শ্রেণীর কৃষক-পরিবারগুলি সেই আদিম সামাজিক অস্থিষ্ঠানের মত, অর্থাৎ সংসারের প্রায় সকল দ্রব্যেই সকলেরই সমান অধিকার । এক কথায় ইহাও বলা যাইতে পারে, গ্রামগুলিও সেইমত বৃহদাকারের আদিম সামাজিক অস্থিষ্ঠান মাত্র ।

এই দুইটি সামাজিক অস্থিষ্ঠানের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য বিরাজমান । দুইটিতে সকলেরই সমান স্বার্থ এবং সমান দায়িত্ব আছে । দুইটিতেই এক জন করিয়া প্রধান ব্যক্তি থাকেন, এবং তিনি কতক পরিমাণে শাসনকর্তাপরূপ এবং বহির্জগতের সম্বন্ধেও প্রতিনিধিরূপ । এক জনের উপাধি খোজাইন অর্থাৎ বাটীর কর্তা, এবং অপরের উপাধি ঠারোষ্টা অর্থাৎ গ্রামের মণ্ডল । দুই জনের শাসনক্ষমতা সীমাবদ্ধ ; এক পক্ষে বাটীর বয়স্কগণ যেমন বাটীর কর্তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, অন্তপক্ষে বাটীর কর্তাগণ সেই গ্রাম্য মণ্ডলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে । দুইটিতেই এমত কতকগুলি সম্পত্তি আছে, যাহাতে সর্বসাধারণের অধিকার থাকে । একপক্ষে বসতিবাটী, বাটীর প্রায় সমস্ত দ্রব্য এবং অন্ত পক্ষে কর্ণভূমি এবং পশুচারণভূমি সর্বসাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য । দুইটিতেই সাধারণের কতক পরিমিত দায়িত্ব আছে । একটিতে সংসারের সমস্ত স্ত্রণের দায়িত্ব এবং অন্যটিতে রাজকীয় কর এবং মণ্ডলীর সমস্ত কর্তব্যপালন-দায়িত্ব আছে । অক্ষম স্ত্রণির বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনসম্মত দ্বারা, দুইটির উপরই কতক পরিমাণে বর্জিতে পারে না, অর্থাৎ কোন মহাজনই কোন বাটী বা প্রয়োজনীয় কর্ণভূমি কাহারও কোন স্ত্রণের জন্ত বিক্রয় করিয়া লইতে বা গ্রাম্যমণ্ডলীর সাধারণ অধিকৃত জমি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না ।

অন্তপক্ষে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে উভয়ের বিশেষ অসাদৃশ্যও আছে । গ্রাম্য মণ্ডলী অবশ্যই পরিবার অপেক্ষা অতি বৃহৎ, এবং পরিবারের ও গ্রাম্য মণ্ডলীর সভ্যগণের পরস্পর সম্বন্ধ সমান নহে । সকল পরিবারের সকল লোকেই সমভাবে একত্রে কৃষিকার্য্য করে, এবং যে সকল লোক অন্য কোন উপায়ে অর্থোপার্জন করে, তাহাদিগের সেই উপার্জিত অর্থ সংসারের সাধারণের ভাগারে অর্পণ করিতে হয় ; অন্য পক্ষে গ্রাম্য মণ্ডলীর সকল লোকে স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করে, এবং সেই গ্রাম্যমণ্ডলীর ধনাগারে কেবল নির্দিষ্ট অংশমত অর্থ দিয়া থাকে ।

এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার দ্বারা পাঠক সহজেই মনে করিতে পারেন যে, গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিলে, আমরা সচরাচর যাহা বুঝি, কৃষিকার্য্য এই গ্রাম তদপেক্ষা সম্পূর্ণ

জন্য প্রকার, এবং কৃষীয়ার গ্রামবাসীগণ ইংলণ্ডের গ্রামবাসীগণের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত সম্বন্ধবন্ধনে পরস্পরে আবদ্ধ । ইংলণ্ডের কোন গ্রামে কোন পরিবার বাস করিলে, সেই পরিবার, যীর প্রতিবাসীগণের কোন বিষয়েই কিছু মাত্র নিজের স্বার্থ বোধ করে না । কোন এক পরিবারের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যভাবে থাকা অবশ্য ভাল নহে, কারণ মজুদ্য, সামাজিকতাপ্রিয় জীব হওয়ার, তাহার চারিদিকে যাহারা বাস করে, তাহাদিগের সকল বিষয়েই তিনি গুভারুধ্যারী হয়েন, বা হওয়া উচিত । সার্কজনীন মজলসাদন জন্য যতদূর আগ্রহের প্রয়োজন, জীলোকেরা এ বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক আগ্রহের সহিত সেই সামাজিক দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন ; কিন্তু গ্রামের সর্বসাধারণের স্বার্থ এক জ্ঞান না করিয়া, সেই গ্রাম মধ্যে পরিবারসকল বহু বর্ষ বাস করিতে পারে । যত দিন পর্য্যন্ত না জোন্সের পরিবার ইচ্ছা পূর্বক সাধারণের শান্তিনাশক কোন কার্য অর্থাৎ সাধারণের গন্তব্য পথে কোন প্রকার বাধা দান না করেন, বা বাটীতে অগ্নি লাগাইয়া না দেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতিবাসী ব্রাউণ তাহাদিগের কোন বিষয়েই সম্ভবতঃ কোন কথা কহেন না, এবং তাহাদিগের যে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার স্বত্ব আছে, তাহাতে হস্তক্ষেপও করেন না । জোন্স এক জন মাতালই হউন বা দেউলিয়া অক্ষম ঋণীই হউন, এবং তিনি কোন রক্মনীতে সমস্ত পরিবারের সহিত গুপ্তভাবে পলায়নই করুন এবং পরে তাহার কোন সংবাদ পাওয়াই না যাউক, ব্রাউণ যদি নির্ভরু দ্বিতা পূর্বক কৃতাপরাধীর সহিত সামান্য প্রতিবাসী সম্বন্ধ অপেক্ষা অধিক কোন সম্বন্ধ আছে, এরূপ না ভাবেন, তাহা হইলে উক্ত সকল কার্য দ্বারা তাহার স্বার্থের কোন হানি হয় না । কিন্তু এক্ষণে কৃষীয়ার গ্রামসমূহে যে সকল পরিবার বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে সেরূপ স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অসম্ভব । প্রত্যেক সংসারের কর্ত্তা প্রায়ই সর্বদা গ্রাম্য সমিতিতে সমবেত হইয়া থাকেন এবং তাহাদিগের দৈনিক কার্য সেই সমিতির দ্বারা নির্দ্ধারিত ব্যবস্থামত অবশ্যই সাধিত হইয়া থাকে । যতক্ষণ না গ্রাম্য মণ্ডলী একমতে প্রস্তাব দাখ্য করিয়া দেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ শস্য কর্ত্তন করিতে বা জমিতে লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করিতে পারেন না । যদি কোন চাষা মাতাল হয়, অথবা যদি দেউলিয়া বা অক্ষম ঋণী হইবার উপযোগী কার্য করিতে থাকে, তাহা হইলে গ্রামের প্রত্যেক পরিবারই অহুযোগ করিবার অধিকার রাখেন, এবং তাহারা যে কেবল সাধারণ নীতি অক্ষুণ্ণ রক্ষার জন্য তাহা করেন, এমত নহে, আপনাদিগের স্বার্থ জনক উদ্দেশ্যে তাহা করিয়া থাকেন । গ্রামের প্রত্যেক পরিবারই সেই ব্যক্তির দেয় রাজকরের জন্য একত্র দায়ী, এবং সেই কারণেই কোন কৃষকই গ্রাম্য মণ্ডলীর অহুমতি ব্যতীত চিরদিনের জন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না এবং তাহার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রত্যেক দায়িত্ব সে পূর্ণ করিবার সম্ভাবপ্রদ প্রতিজ্ঞা যতক্ষণ না দিতে পারে, ততক্ষণ সেই অহুমতি প্রদত্ত হয় না । যদি কোন কৃষক অন্যত্র কাজ করিবার জন্য কিছুদিনের নিমিত্ত যাইতে ইচ্ছা করে, তাহা

হইলে, অবশ্যই তাহাকে লিখিত অনুমতি লইতে হয়, এবং সেই অনুমতি পত্র তাহার অন্যত্র গমন কালে ছাড়পত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, এবং গ্রাম্য মণ্ডলী মনে করিলে, যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাকে প্রত্যাহ্বান করিতে পারেন। তাহার দেয় কর এবং সেই অস্থায়ী ছাড়পত্রের জন্য দেয় অর্থ, যত দিন পর্যন্ত সে নিয়মিতরূপে সম্পূর্ণ পরিমাণে বাটীতে প্রেরণ করিতে থাকে, ততদিন পর্যন্ত প্রায় তাহাকে প্রত্যাহ্বান করা হয় না, কিন্তু কখন কখনও অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ কামনায় গ্রাম্য মণ্ডলী তাহাকে প্রত্যাহ্বান করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তরূপ, যদি ইহা জানিতে পারা যায় যে, অনুপস্থিত লোকটী কোন একটা নগরে উচ্চ বেতন পাইতেছে, তাহা হইলে এক দিন সে হটাৎ স্বীয় বাসগ্রামে অবিলম্বে প্রত্যাগত হইবার জন্য আদেশপত্র পায়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তভাবে তাহাকে ইহাও জ্ঞাত করা হয় যে, যদি সে অধিক পরিমিত অর্থ গ্রাম্য মণ্ডলীকে দান করে, তাহা হইলে তাহার আসিবার দরকার হইবে না। সেইরূপে প্রেরিত অর্থ সাধারণ্যে গ্রামের ভোজ্যোৎসবে ব্যয়িত হইয়া থাকে। গ্রাম্য মণ্ডলী সর্বদাই এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করেন কি না, তাহা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে, কারণ এরূপ দুই একটা ঘটনা আমার জ্ঞাতসারে হইয়াছিল, এবং আমি জানি যে, সম্প্রতি সেন্ট পিটার্সবার্গের পুলিশ এরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কেবল ছলনার পবিবর্ত্তে বিশেষ গুরুতর কারণে প্রত্যাহ্বান করা হইতেছে, এরূপ প্রমাণ না পাইলে, যেন কোন কৃষককে তাহার বাসগ্রামে প্রেরণ করা না হয়।

কৃষীয় গ্রাম্য প্রণালী কিরূপ, ইহা বিদিত হইতে ইচ্ছা থাকিলে, পাঠককে দুইটা প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে, অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্র এবং পশুচারণ-ভূমি স্বতন্ত্ররূপে বিভিন্ন পরিবারের সম্পত্তিরূপ নহে, গ্রাম্য মণ্ডলীর সম্পত্তি, এবং সম্রাটের ধনাগারে দেয় সমস্ত বার্ষিক করের জন্য গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি একত্র এবং স্বতন্ত্ররূপে সম্পূর্ণ দায়ী।

সকল দেশেই দেখা যায় যে, শাসনবিধি যেভাবে যেরূপ প্রণালীতে নির্দিষ্ট হয়, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তাহার সহিত অনেক বিষয়ে মিলে না। কৃষীয়ায় এ সম্বন্ধে যেরূপ অসাধারণ দৃষ্ট হয়, অন্যত্র কোথাও সেরূপ দেখা যায় না, এবং গ্রাম্য মণ্ডলী রূপ অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমত অধিক দৃষ্ট হয়, কৃষীয়ার অন্য কোন অনুষ্ঠানে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। সেই কারণে নির্দিষ্ট মূলসূত্রটী কার্যক্ষেত্রে কিরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক। উক্ত দুইটির মধ্যে প্রথমটী অধিক সহজ, স্মরণীয় সেইটীই অগ্রে বিবেচ্য। যখন আমরা মূলনীতিসূত্রটী সম্পূর্ণ রূপে অবগত হইতে পারিব, তখন স্থানীয় অবস্থার বৈলক্ষণ্যের কারণেই যে সেই মূল সূত্রানুসরণ করা হয় না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিব।

সেই জন্যই মূল শাসননীতিসূত্রানুসারে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তবাসী পুরুষ

কৃষকদিগের নাম জনসংখ্যার তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়, এবং সেই তালিকাই প্রত্যেক করস্থাপনের মূল ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। অনিয়মিত সময় অন্তর সেই তালিকা সংশোধিত করা হয়, এবং সেই পুনরায় সংশোধনের সময় সেই তালিকায় প্রত্যেক জীবিত পুরুষের—নবজাত শিশু হইতে শতবর্ষ বয়স বৃদ্ধ পর্যন্তের নাম নিয়মিত রূপে বর্ণন করা হয়। প্রত্যেক গ্রাম্য মণ্ডলীর এইমত সতন্ত্র সতন্ত্র তালিকা আছে। সেই সকল তালিকায় যত নাম থাকে, সেই নামের সংখ্যামুসারে—চলিত কথায় “সংশোধিত লোকসংখ্যা”—অনুসারে প্রত্যেক গ্রাম্য মণ্ডলী, সম্রাটকে বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। যতদিন পর্যন্ত না তালিকা নূতন সংশোধন করা হয়, ততদিন জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে রাজপক্ষ হইতে কোন সংবাদ লওয়া হয় না। কোন গ্রামে সংশোধনের সময় যদি এক শত পুরুষ থাকে, কয়েক বর্ষের মধ্যে হয় ত সেই গ্রামের পুরুষ-সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে, আবার হয় ত উক্ত সংখ্যাপেক্ষা অনেক পরিমাণে কমও হইতে পারে, কিন্তু যত দিন না পুনরায় সমগ্র সাম্রাজ্যে উক্ত তালিকা সংশোধন হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত সেই একশত জনের হারে কর দিয়া আসিতে হয়।

এক্ষেণে ঋষীয়ার—অন্ততঃ গ্রাম্য অধিবাসীদিগের—দেয় কর, তাহাদিগের অধিকৃত ভূমির পরিমাণের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লবযুক্ত। যে প্রত্যেক কৃষক, কর দিয়া থাকে, সে গ্রাম্যমণ্ডলীর অধিকৃত কর্ণভূমি এবং পশুচারণভূমিতে স্বীয় অংশ আছে এমনত জ্ঞান করে। যদি গ্রাম্য মণ্ডলীর সংশোধিত তালিকার মধ্যে একশত নাম থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রাম্য মণ্ডলীর জমি একশত অংশে বিভক্ত করিতে হইবে, এবং সংশোধিত তালিকায় লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় দেয় করের বিনিময়ে এক এক অংশ সন্তোগ করিবার অধিকারী।

যে পাঠক এ পর্যন্ত আমার এই ব্যাখ্যার অনুগমন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি সম্ভাবতই এই সিদ্ধান্ত করিবেন যে, কৃষকেরা যে কর দেয়, তাহা তাহারা যে ভূমি সন্তোগ করে, প্রকৃত পক্ষে কেবল তাহারই খাজানারূপ। এইরূপ অনুমিত হয় বটে, এবং কখন কখনও এরূপ বর্ণিতও হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অল্প দেশে যখন কোন ব্যক্তি এক খণ্ড জমি জমা লয়, তখন সে আপন বিবেচনামত কার্য্য করে, এবং ভূস্বামীর সহিত আপন ইচ্ছায় চুক্তি পত্র ধার্য্য করে; কিন্তু ঋষীয় কৃষক সেই ভূমি সন্তোগ করিতে ইচ্ছুক হউক বা না হউক, কর দান করিতে সে অবশ্যই বাধ্য। সুতরাং মোটামুটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, কেবল জমির বিনিময়ে কর দেওয়া হইয়া থাকে, এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। এবং সেই কর এক প্রকার জমির কর বলিয়া যে, সিদ্ধান্ত করা হয়, ভ্রান্তও সত্য নহে। যে কোন প্রকার প্রচলিত ভূমির করগ্রহণ-প্রণালীর মধ্যেই দেখা যায় যে, যে গুণসম্পন্ন যে পরিমিত ভূমি ভোগ করা হয়, তাহার অনুযায়ী কর প্রদত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ঋষীয়ার কোন এক গ্রাম্য মণ্ডলীর সন্তোগ

ছয় একর পরিমিত ভূমি ভোগ করিতেছে, এবং অন্য এক গ্রাম্য মণ্ডলীর সন্তানগণ সাত একর পরিমিত ভূমি ভোগ করিতেছে, অথচ হই গ্রামেই সমান হারে কর লওয়া হয়। প্রকৃত সত্য কথা এই যে, এট করটা ব্যক্তিগত কর, পুরুষ অধিবাসী সংখ্যা-অনুসারে ইহা গৃহীত হয়, এবং গ্রামের জমি কিরূপে অধিবাসীগণের মধ্যে বণ্টিত হয়, সম্রাটের পক্ষ হইতে তাহার কোন সন্ধান লওয়া হয় না। গ্রাম্যমণ্ডলী, কেবল “সংশোধিত লোক”-তালিকা অনুসারে রাজস্বনাগারে নির্দিষ্ট বার্ষিক কর দিয়া থাকেন এবং গ্রাম্যমণ্ডলী যেমত উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সেইমত মণ্ডলীর সন্তানদিগের মধ্যে ভূমি বিভক্ত করিয়া দেন।

গ্রাম্যমণ্ডলী কিরূপে ভূমি বিভক্ত করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নের একটা নিশ্চিত ঠিক উত্তর দান করা অসম্ভব, কারণ প্রত্যেক গ্রাম্যমণ্ডলী আপন আপন ইচ্ছামত কাজ করিয়া থাকেন। কোন কোন মণ্ডলী ঠিক মূলনীতিসূত্রমত কাজ করেন। সেই সকল গ্রাম্য মণ্ডলী, ভূমির পুনর্কটনের সময় সংশোধিত তালিকা-বদ্ধ লোকসংখ্যানুসারে ভূমির অংশ করেন, এবং প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে যত পুরুষ থাকে, সেই পুরুষ-সংখ্যানুসারে সেই পরিমিত জমি প্রত্যেক পরিবারকে বিভাগ করিয়া দেন। শাসননীতির পক্ষে ইহা অতি সহজ প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রত্যেক পরিবারের কত পরিমিত ভূমির প্রয়োজন, জনসংখ্যার তালিকা দৃষ্টে তাহা নির্দ্ধারিত হয়। অনিয়মিত কাল পরে যখন পুনরায় তালিকা সংশোধিত হয়, কেবল সেই সময়েই নির্দিষ্ট জমির পরিবর্তন হইয়া থাকে। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এপর্যন্ত দশবার মাত্র উক্ত তালিকা সংস্কৃত করা হইয়াছে, অতএব গড়ে পোনের বৎসর অন্তর সংশোধিত হইয়াছে, ইহাকে সুদীর্ঘকালের জন্য নির্দ্ধারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্যপক্ষে এই প্রণালীর একটা গুরুতর দোষ আছে। সংশোধিত তালিকায় কেবল পরিবারের লোকসংখ্যা কত তাহাই লিখিত থাকে, কিন্তু সংসারের প্রকৃত কার্যক্ষম লোকসংখ্যা প্রায় মূল সংখ্যানুযায়ী হয় না। আমাদিগের অনুমান করা যাউক যে, সংশোধনের সময় দুইটা পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারে পাঁচজন করিয়া পুরুষ ছিল। জনসংখ্যার তালিকামত এই দুইটা পরিবারই সমান, এবং দুইটাই সমান পরিমিত জমি পাইবার অধিকারী; কিন্তু প্রকৃত কার্যকালে এমত ঘটিতে পারে যে, একটা পরিবারের মধ্যে বলিষ্ঠ প্রৌঢ় পিতা এবং তাঁহার সবলকায় পুত্র চতুষ্টয় আছেন, এবং অন্য পরিবারের মধ্যে কেবল এক বৃদ্ধা মাতা এবং পাঁচটা অল্পবয়স্ক বালক আছে। এই দুইটা পরিবারের অভাব এবং কার্যকরণশক্তি অবশ্যই সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অতএব যদি শীর্ষোক্ত প্রণালীমত ভূমি বিভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি স্বীয় চারিটা পুত্র এবং অনেক পৌত্রের সহিত স্বীয় নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডকে নিতান্ত সামান্য জ্ঞান করিবে, অন্যপক্ষে উক্ত বিধবা তাহার পাঁচটা অল্পবয়স্ক পুত্রকে লইয়া, তাহার জন্য নির্দিষ্ট পাঁচ অংশ ভূমি কর্ষণ করা মহা কঠিন বোধ করিবে, এবং সেই সংখ্যানুসারে কর দান করা সম্পূর্ণ

অসম্ভবও হইয়া উঠিবে, কারণ ইহা বিশেষরূপে অন্ন রাখিতে হইবে যে, যে পরিবারকে যে পরিমিত ভূমি দেওয়া হয়, সেই পরিবারকে সেই পরিমিত কর গ্রাহ্য মণ্ডলীর জন্য বহন করিতে হয় ।

কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সেই বৃদ্ধা কেনই বা তাহার নির্দিষ্ট পাঁচটা অংশ লইয়া, যে পরিমিত ভূমি তাহার প্রয়োজন হয় না, সেই পরিমিত ভূমি অপরকে জমা দেয় না ? সেরূপ করিলেও সে জমা ভূমির জন্য যে অর্থ পাইতে পারে, তদ্বারা তাহার দেয় কর দান করিয়া, অন্নবরক পুত্রদিগকে পালন করিতে পারে ।

যিনি ইংলণ্ডের গ্রাম্য প্রণালী বিদিত আছেন, তাঁহার চক্ষে এমত দৃষ্ট হইতে পারে, কারণ ইংলণ্ডে ভূমি হুপ্রাপ্য এবং তাহাতে যে আয় হয়, তদ্বারা দেয় কর দান করিয়াও অনেক অর্থ বাঁচিয়া থাকে । কিন্তু কৃষীয়ার গ্রাম্য মণ্ডলীর ভূমির এক অংশে অধিকার লাভ সৌভাগ্যজনক নহে, ভারবোধক । কৃষীয়ার কোন কোন গ্রাম্য মণ্ডলীর ভূমির পরিমাণ এত অধিক এবং তাহা এরূপ অল্পবয়স্ক যে, কোন মূল্যেই কেহ জমা লয় না । দৃষ্টান্তরূপে, স্কটল্যান্ড প্রদেশের বহুল গ্রামে পর্যটকেরা গ্রাম্য মণ্ডলীর অধিকারভুক্ত বহুল অকর্ষিত পতিত ভূমি দেখিতে পাইবেন । অত্যন্ত ভূমিতে কৃষিকার্যের শ্রমের ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার উচিৎ আয়ের দ্বারা রাজস্ব এবং গ্রাম্য মণ্ডলীকে দেয় কর সংকুলান হয় না ।

সহজনির্দিষ্ট বটন-প্রণালীর উক্ত অসুবিধাজনক ফল দূর করিবার জন্য কোন কোন গ্রাম্য মণ্ডলী, সংশোধিত লোকসংখ্যা অনুসারে ভূমির অংশ বিভাগ করিয়া না দিয়া, পরিবারের কৃষিকার্য-করণশক্তি বুঝিয়া, তদনুযায়ী ভূমির অংশ বিভাগ করিয়া দিবার নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন । এমতে পূর্বোক্ত পরিবারদ্বয়ের মধ্যে বৃদ্ধ, সম্ভবতঃ দুইটা অংশ এবং যে বৃহৎ পরিবারমধ্যে পাঁচটা কার্যক্ষম লোক আছে, সেই পরিবার সাত বা আটটা অংশ পায় । যে অবধি বৃহৎপরিবার-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, তদবধি আমি যে, অসাদৃশ্যের কথা বলিলাম, তাহা বিরল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর এক প্রকার সামান্য বিষয়ে অতিরিক্ত অসাদৃশ্য এখনও বিরাজমান, এবং সংশোধিত ভালিকামত ভূমি বিভাগকরণ-প্রথা পরিবর্তন যে প্রয়োজনীয়, তাহা প্রমাণিত করিতেছে ।

সংশোধনের সময় যদি ভূমির অংশ সমান এবং উপযুক্তরূপে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও স্বাভাবিক জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধিতে তাহা অল্পপযুক্ত এবং ভীষণজনক বিবেচিত হয় । কয়েক বর্ষের মধ্যেই জন্ম এবং মৃত্যু অনেক পরিবারের মধ্যেই কার্যকরণশক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করিতে পারে । বৃদ্ধার পুত্রগণ বয়স্ক পুরুষ হইতে পারে, আবার অন্য পক্ষ কোন পরিবারের দুই তিন জন স্বেচ্ছায় পুরুষ সংক্রামক রোগে মারাও যাইতে পারে । এমতে নূতন সংশোধনের অনেক দিন পূর্বেই বিচ্ছিন্ন ভূমির অবস্থা, গ্রাম্য মণ্ডলীর বিভিন্ন পরিবারের অভাব এবং

যোগ্যতার অনুরূপ থাকিতে পারে না। তাহা সংশোধন জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়। কোন কোন গ্রাম্যমণ্ডলী অবস্থা বৃদ্ধি, কোন নির্দিষ্ট ভূমি খণ্ড অন্য কোন পরিবারকে দিয়া থাকেন; অন্যপক্ষে অন্যান্য গ্রাম্যমণ্ডলী তালিকা নূতন সংশোধিত হইবার পূর্বে মধ্যে মধ্যে ভূমিগুলি নূতনরূপে বিভক্ত করিয়া বন্টন করেন।

উপরোক্ত প্রকার বন্টনকার্য সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্যমণ্ডলীর ইচ্ছাধীন। এ সম্বন্ধে গ্রাম্যমণ্ডলী সম্পূর্ণ একাধিপত্য করিয়া থাকেন, এবং কোন কৃষকই স্বল্পেও সেই মণ্ডলীর নির্দ্ধারিত ব্যবহার বিরুদ্ধে অহুযোগ করিবার ইচ্ছা করে না। উচ্চ-শ্রেণীর রাজপুরুষগণ কেবল যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর জমিবিভাগ-কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে একেবারে ক্ষান্ত থাকেন, তাহা নহে, গ্রাম্যমণ্ডলী কিরূপ প্রণালী অবলম্বনে ভূমি বন্টন করেন, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অবস্থায় থাকেন। যদিও সমভাবে পর্যায়ান্তরসারে প্রস্তুতকৃত তালিকাবলীর জন্য সম্রাটের শাসনবিভাগের বিষম ক্ষুধা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃ অধীনস্থ রাজপুরুষগণের মনগড়া হিসাব অনুসারেই সেইরূপ অনেক তালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু এই নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের তালিকাগুলি যাহাতে সম্পূর্ণ সত্য হিসাবপূর্ণ হয়, এবং তদ্বারা এ সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোক পাওয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে তাদৃশ বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিধি নির্দেশ জন্য যথেষ্টশাসনভারপ্রাপ্ত প্রধান শাসকসমাজ নিয়মিতরূপে অবি-শ্রান্ত চেষ্টা করিলেও গ্রাম্যমণ্ডলীসমূহে সাম্রাজ্যের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে যে ছয় অংশের পাঁচ অংশ পরিমিত লোক বাস করে, অনেক বিষয়েই তাহার সেই শাসকগণের সকল প্রকার দৃষ্টির সম্পূর্ণ বাহিরে—এমন কি তাঁহাদিগের স্প্রের বাহিরেও তাহারা বাস করিতেছে! কিন্তু পাঠক যেন ইহাতে অতিরিক্ত আশ্চর্য্যান্বিত না হয়েন। তিনি সময়ে জানিতে পারিবেন যে, কৃষীয়া অবিখ্যাস্য বা অসম্ভবনীয় সত্যের দেশ; এবং ইত্যবসরে তিনি এরূপ বিচলিতকারক একটা সংবাদ জানিতে পারিবেন, যাহা বিজয়ভেরীর সহিত বিঘোষিত হইবে—“সম্রাটের পেছাচার শাসন এবং মধ্যগত শাসনপ্রণালীরূপ প্রবল দুর্গের” মধ্যস্থ সমগ্র অধি-বাসীর ছয় অংশের পাঁচ অংশ পরিমিত লোকপূর্ণ গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি আত্যন্তিক প্রজা-প্রভুত্বজনক শ্রেণীর প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীর চূড়ান্ত নিদর্শন স্বরূপে বিরাজমান!

আমি যে, গ্রাম্যমণ্ডলীকে বিধিবদ্ধ শাসনের উত্তম আদর্শ বলিতেছি, তাহা ইংরাজি অর্থে বলিয়াছি, অন্য দেশে সে অর্থ যে ভাবে গৃহীত হয়, সে ভাবে বলিতেছি না। যে শাসনপ্রণালীর বহুল ধারাসম্বিত সুদীর্ঘ লিখিত দলীল আছে, এবং যাহার মধ্যে বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত প্রণালীর কার্যশক্তি, এবং বিভিন্ন রাজপুরুষের ক্ষমতা নির্দিষ্ট আছে এবং যাহার মধ্যে যেরূপ প্রণালীতে শাসনকার্য নির্বাহিত হইবে, তৎসমস্ত সতর্কতার সহিত বিবর্ণিত আছে, অন্যান্য দেশের

ভাষায় তাহাই বিধিসম্মত শাসনপ্রণালী বুঝায়। কুবীরীর গ্রাম্যমণ্ডলীসমূহে সেরূপ দলীলের কথা কখনও শুনা যায় নাই। তৎসমস্তের শাসননীতি ইংলণ্ডীয় ধরণে গঠিত, অর্থাৎ কতকগুলি বংশাঙ্কক্রেমে প্রচলিত অলিখিত ধারণা মাত্র, সেগুলি চিরপরিবর্তনশীল প্রত্যক্ষ আবশ্যকতার অধীনে পরিবর্তিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। যদি গ্রাম্যমণ্ডল এবং গ্রাম্যসমিতির পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা কখনও স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে মণ্ডলগণ বা সমিতির সভ্যগণ সেরূপ নির্দেশের কথা কিছুই জানে না, অথচ প্রত্যেক কৃষক স্বভাবতই গ্রাম্যমণ্ডল, এবং গ্রাম্যসমিতি কি করিতে পারেন, কি করিতে না পারেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানে। বাস্তবিক গ্রাম্যমণ্ডলী একটি জীবন্ত অস্থান, এবং ইহার স্বয়চ্ছূত কার্যকারিতাশক্তি থাকায়, ইহার পক্ষে লিখিত আইনের বা উপদেশের সহায়তার প্রয়োজন হয় না।

ইহার সম্পূর্ণ প্রজ্ঞাপ্রভুত্বাব সম্বন্ধে কোন সম্ভাব্য সন্দেহ নাই। মণ্ডল কেবল কার্যকরী ক্ষমতার প্রতিনিধি মাত্র। সমস্ত প্রকৃত শক্তি সমিতির হস্তেই অর্পিত, এবং সেই সমিতির সভ্যপদে সমস্ত পরিবারের কর্তাই নিযুক্ত হয়েন।

সমিতির অধিবেশনের যে সহজ সরল নিয়মাবলী আছে, অথবা যে কোন প্রকার নির্দিষ্ট লিখিত নিয়মাবলী নাই, ইহার দ্বারাই এই সমিতির মূলতঃ কার্যসাধিকা-শক্তিটী প্রশংসনীয়রূপে চিত্রিত করিয়া দিতেছে। অনাবৃতস্থানে সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে, কারণ কেবল মাত্র ধর্ম্মকার্যের জন্য ব্যবহৃত ভজনাগার ব্যতীত গ্রামের মধ্যে একটীও এমত বৃহৎ বাটী নাই, যাহার মধ্যে সমস্ত সভ্যসমবেত হইতে পারে; এবং রবিবার ও পূর্নদিবসেই প্রায় অধিবেশন হয়, কারণ সে সময়ে কৃষকদিগের যথেষ্ট অবসর থাকে। সমস্ত লোক ধরিতে পারে, এবং কর্ম্ম না থাকে, এমত একটী স্থানকে সভাস্থলরূপে নির্ধারিত করা হয়। মধ্যে মধ্যে তর্কবাদটা বিশেষ সজীব বোধ হয়, এবং বক্তৃতা করিবার চেষ্টা প্রায় করা হয় না। যদি কোন যুবক সভ্য বাগ্মিতাশক্তিপ্রকাশের আভাস প্রদর্শন করে, তাহা হইলে এক জন বুদ্ধ সভ্য, যিনি সুবক্তৃতার প্রতি কোনকালে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই, তিনি নিশ্চয়ই হটাৎ বাধা প্রদান করেন। সেই সমিতির দৃষ্ট দর্শনে বোধ হয় যে, জনশ্রেণী যেন হটাৎ ঘটনাক্রমে তথায় একত্র সংমিলিত হইয়াছে, এবং এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলভুক্ত হইয়া স্থানীয় প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। ক্রমে ক্রমে যে কোন একটী দলের মধ্যে প্রতিবাসীদিগের উপর অধিক নৈতিক প্রাবল্যচালনাকারী দুই তিনটি কৃষক থাকে, সেইদলটী অল্প দলকে আকর্ষণ করে, এবং তখন সাধারণ্যে তর্কবাদ আরম্ভ হয়। ছুই বা তদধিক কৃষক একসঙ্গে একত্রে বলিতে পারে, এবং পরিষ্কার এবং অরঞ্জিত ভাষায় (সভ্য অনোচিৎ নহে) স্বাধীনভাবে পরস্পরের উক্তির বাধা দিতে পারে, এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তর্কবাদ গণ্ডগোলময় হয় এবং সে সময়ে “রাক্ষসের কর্ণ বধির হইয়া যায়, এমত শব্দ”

রূপ হুর্দোয় গোলমাল উপস্থিত হয় ; এবং যে সময়ে দর্শকেরা অস্থমিত করে যে, তর্কবাদটা শেব রীতিমত হাতাহাতিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন সেই গণ্ডগোল স্বতঃই থামিয়া যায়, অথবা উচ্চহাস্যসহকারে প্রকাশিত হয় যে, এক জন, ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ বা ব্যক্তিগত শ্রেষ্ণ দ্বারা প্রবলরূপে পরাস্ত হইয়াছে। কিন্তু কখনই কোন কথা লইয়া বিবাদকারীগণের মধ্যে ঘৃণাঘৃণি আরম্ভ হয় না। এ অগতে ক্রবীর ক্রবকদিগের মত সংস্কাবিশিষ্ট এবং প্রশান্তভাবযুক্ত মানব-শ্রেণী আর দ্বিতীয় নাই। যখন তাহারা মতপানে অস্থমিত থাকে, তখন তাহারা কোনমতে ঘৃণাঘৃণি করে না, এবং যখন তাহারা মদ্যপানে উন্মত্ত হয়, তখন তাহারা কুৎসিৎভাবে বিবাদ না করিয়া, বরং সম্ভবতঃ নিতান্ত স্নেহপ্রকাশক হইয়া থাকে। যদি দুই জন ক্রবীর ক্রবক একত্রে মদ্যপান করে এবং কোনকালেও পরস্পরে কাহাকে দেখিয়া না থাকে, তাহা হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহারা খুব সম্ভবতঃ পরস্পরের প্রতি সম্মান এবং ভালবাসা প্রবলরূপে বিজ্ঞাপন করিতে থাকিবে, এবং সেই সম্মান ও ভালবাসা প্রমাণিত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পরস্পরে আলিঙ্গন দান করিতে থাকে।

মূল কথা মত বলিতে গেলে, এই গ্রাম্য মহাসভার একজন করিয়া বক্তা থাকেন, তিনি—গ্রাম্য মণ্ডল। সভাপতি শব্দ অপেক্ষা কর্তা শব্দটা প্রয়োগ করা কম আপত্তিজনক, কারণ মণ্ডল কখনও সভাপতির ন্যায় উপবেশন করেন না, সাধারণ সভ্যগণের ন্যায় জনমণ্ডলীর মধ্যে মিশ্রিত হইয়া যান। অন্যান্য অনেক সভ্য অপেক্ষা তিনি অনেক কম কথা কহেন বলিয়া, কর্তা শব্দ প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলে কমল হাউসের স্পিকার বা বক্তা সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। আমরা তাঁহাকে যাহাই বলি না কেন, গ্রাম্যমণ্ডলই সেই সমিতির চিহ্নিত প্রধান ব্যক্তি, এবং তিনি স্বপদের চিহ্নপ্রকাশক স্বল্প পিতল-শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা ক্ষুদ্র পদক গলদেশে হইতে বিলম্বিতভাবে ধারণ করেন। কিন্তু তাঁহার কর্তব্য কার্য অতি লঘু। তর্ককালে কেহ বাধা দান করিলে, তাহাকে নিরস্ত করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া গণ্য নহে। তিনি যদি কোন মাননীয় সভ্যকে “ডুরাক” অর্থাৎ নীড়েট বোকা বলেন বা কোন বক্তাকে “মোলচি” অর্থাৎ “চুপ কর!” বলিয়া বাধা দেন, তাহা যে তিনি স্বপদের একটা বিশেষ ক্ষমতাবলে করেন, এমত নহে, কেবলমাত্র চিরাগত প্রাচীন প্রথামত করিয়া থাকেন। উপস্থিত সকলেরই সেরূপ ক্ষমতা আছে, এমন কি সেই মণ্ডলের বিরুদ্ধেও সেইমত কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাস্তবিক ইহা মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, উক্তি প্রয়োগ বা কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোন একটা বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত নাই। যখন সমিতির সকলের মনোভাব কিরূপ ইহা জানিবার প্রয়োজন হয়, কেবল সেই সময়েই মণ্ডল, সর্বপ্রায়ে অগ্রসর করেন। সেরূপ সময়ে তিনি জনসমিতি হইতে কিঞ্চিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টিপাত করেন, “ভাল

তোমারা কি এইরূপ মত স্থির করিয়াছ ?” এবং সেই সময়ে সম্ভবতঃ জনসমিতি উচ্চ-
স্বরে বলিয়া উঠে, “লাভনো ! লাভনো !” অর্থাৎ “সম্মত হইয়াছি ! সম্মত হইয়াছি !”

গ্রাম্যমণ্ডলীর বিধিগুলি এইরূপ উপায়ে সাধারণের সম্মতিরোক্তিস্বত্ব মতামতসারে
ধারণ্য হইয়া যায় ; কিন্তু এক এক সময়ে এমতও হয় যে, দুইটি পক্ষের এরূপ
বিভিন্ন মত দেখা যায় যে, উক্তরূপে মত গ্রহণ কালে, কোনপক্ষে অধিক সংখ্যক
সভ্য আছেন, তাহা বলা কঠিন হইয়া উঠে। সেরূপ অবস্থায় মণ্ডল, একমতাব-
লম্বীদিগকে দক্ষিণে এবং অন্য মতাবলম্বীদিগকে বামে দণ্ডায়মান হইতে বলেন।
তৎপরে দুইটি দলের লোকসংখ্যা গণনা করা হয়, এবং যে দলে কম লোক থাকে,
সেইদল অধিক লোকবিশিষ্ট দলের মত গ্রাহ্য করিয়া লয়, কারণ স্বপ্নেও কেহ
প্রকাশরূপে “মীরের” আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কামনা করে না।

প্রায় অষ্ট শতাব্দী অতীত হইল, সম্রাটের খাস অধিকারভূক্ত প্রদেশের অধীনস্থ
কৃষকদিগের গ্রাম্যমণ্ডলী সমূহের কার্যপ্রণালী, লিখিত নিয়মবিধিমত সাধন করি-
বার চেষ্টা করা হয়, এবং অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় মতদান কার্যে ব্যবহার্য গুলির
দ্বারা মতগ্রহণ-প্রথা প্রচলিত করা হয় ; কিন্তু সেই নূতন প্রথাটি কোনমতে বন্ধমূল
হইতে পারে নাই। কৃষকেরা সেই নূতন প্রণালী কোনমতে ভাল জ্ঞান করে না,
এবং সেই গুলি বারম্বার আনয়ন করিতে দেখিয়া, তাহা “গুলিক্রৌড়া” বলিয়া অবজ্ঞা
প্রকাশ করিতে থাকে। রুবীয়ার তত্ত্বাবধীগণ এইস্থলে আর একটা আশ্চর্য্য এবং
অসাদৃশ তথ্য দেখিতে পাইবেন ; সম্রাট নিকোলাস, যিনি মুষ্টিমান স্বেচ্ছাচার-
শাসন, এবং সমস্ত যুরোপের অল্পদার প্রতিক্রিয়াভিলাষী সম্প্রদায়ের নেতা, তিনিই
তাঁহার কয়েক কোটি প্রজার মধ্যে বলপূর্ব্বক নিতান্ত উদারমতাবলম্বী সম্প্রদায়
কর্তৃক আবিষ্কৃত ব্যালট বক্স বা মতসংগ্রহজন্য ব্যবহৃত গুলিপূর্ণ বাক্স প্রচলন
করিতে যত্নবান হইলেন !

উক্ত জনতার মধ্যে—বিশেষতঃ উত্তরাঞ্চলের যে স্থলের সমধিক সংখ্যক পুরুষ
সর্ব্বদাই গ্রামে অল্পপস্থিত থাকে, সেই সকল গ্রামের অধিবেশনস্থলে কতকগুলি
করিয়া কৃষকপদ্ধিকে সাধারণ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জ্বীলোক, হয়
তাঁহাদিগের স্বামীর মৃত্যুতে নতুবা স্বামীর অল্পপস্থিতিতে সে সময়ে বাটীর কত্রীরূপে
আগমন করে। কত্রী বলিয়াই তাহারা সেই সভ্যস্থলে উপস্থিত হইবার অধিকারিণী,
এবং ভর্কবাদকালে তাহারা যে মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখে, সে সম্বন্ধে কখনও
কোন প্রশ্ন উঠে না। গ্রাম্যমণ্ডলীর সাধারণ উপকারমূলক কোন বিষয়ে তাহারা
প্রায়ই কোন কথা কহে না, এবং যদি তাহারা সেরূপ বিষয়ে কোন মতবাদ প্রকাশ
করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে কোন
সুবিধা পায় না। জ্বীজাতির পুরুষের ন্যায় সমগ্রই আছে বলিয়া যে আধুনিক
মতবাদ চলিত হইয়াছে, রুবীয় কৃষকেরা এখনও সেই মতবাদে দীক্ষিত হয় নাই,
সুতরাং জ্বীজাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে তাহারা এরূপ বলিয়া থাকে যে, “তাঁহাদিগের কেশ-

রাশি স্তলীর্ঘ বটে, কিন্তু বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র ।” একটা রুবীয় প্রবাদের মতে সাতটা রমণীকে এক করিলে, তবে একটা আত্মা পাওয়া যায়, এবং আর একটা সাধারণ্যে প্রচলিত প্রবাদ যে, জীলোকদিগের আদৌ আত্মা নাই, কেবল বাষ্প আছে মাত্র । সেই কারণেই অর্থাৎ জীলোকেরা কেবল জীলোক বলিয়াই তাহাদিগের কথা বিশেষ বিবেচ্য বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু যে জীলোক কোন পরিবারের কর্তা, তাহার অধীনস্থ পরিবারের স্বার্থ সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে তাহার কথা কহিবার সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে । দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি সেই রমণীর পরিবারের গ্রাম্য ভূমির অংশ বা দেয় কর বৃদ্ধি বা হ্রাস করিবার প্রস্তাব করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বাধীনভাবে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়, এবং যে পুরুষ তাহার প্রতিবাদী হয়, তাহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে সে কতকটা ক্ষমতা পায় । সে রূপ কার্য্য সূত্রে সেই রমণী নিজে সেইরূপ বাক্যে ভৎসিত বা নিন্দিত হইবারও যোগ্য হয়, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু সে যে রূপ বাক্যে ভৎসিত বা নিন্দিত হইবে, সেইমত বাক্যেই স্তম্ভসহ তাহাই আবার প্রত্যার্পণ করিবে—আক্রমণকারী পুরুষের সাংসারিক ব্যাপারের কথা অবস্থার উপযোগী কটুরূপে প্রয়োগ করিবে । এবং যখন দেখিবে যে, তর্কবাদ এবং কুৎসায় কোন ফলোদয় হইল না, তখন নিশ্চয়ই গলদজ্বলোচনে কাতর করণ পরিবেদনার আশ্রয় লইতে থাকিবে, কিন্তু রুবীয় কৃষকগণ তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত হয় না ।

গ্রাম্যসমিতি যেমন সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিগণনমূলক অস্থান, সেইমত গ্রাম্য-লোকদিগের সং এবং অসংখ্য গুলি ইহাতে অধিকতরভাবে প্রতিবিম্বিত হইতেছে । সেই কারণেই ইহার শেষ মীমাংসাগুলি সরল সহজ জ্ঞানপ্রসূতরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রধানতঃ মাদকসত্ত্ব অপকারক প্রাবল্যের অধীনে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এই মণ্ডলীকে নিদ্রিষ্ট পথভ্রষ্ট হইতে দেখা যায় । আমার ইভানোফকায় অবস্থানকালে এই-রূপ তথ্যপ্রকাশক একটা কাণ্ড হইয়াছিল । গ্রামের মধ্যে “কাবাক” অর্থাৎ জিন মদ্য বিক্রয়ের দোকান প্রতিষ্ঠিত করিতে দেওয়া হইবে কি না, এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হইতেছিল । প্রদেশীয় নগরের এক জন ব্যবসায়ী, সেইরূপ একটা দোকান খুলিতে ইচ্ছা করে, এবং প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য গ্রাম্যমণ্ডলীকে বার্ষিক কতক পরিমিত অর্থ দিইতে চাহে । মণ্ডলীর বিশেষ সম্মানিত এবং শ্রমশীল সভ্যগণ এবং তাহাদিগের পশ্চাৎস্তা সেই গ্রামের সমস্ত রমণী, সেই প্রস্তাবের দৃঢ় প্রতিবাদ করে, কারণ তাহারা সম্পূর্ণ জানিত যে, কাবাকের দ্বারা গ্রামের একাধিক পরিবার নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু উদ্যমশীল ব্যবসায়ী প্রবলযুক্তি প্রদর্শন করিয়া, এবং বহুসংখ্যক সভ্যকে হস্তগত করিয়া, শেষে তাহার নিজের অমুকূলে মত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় ।

গ্রামের মঙ্গলমূলক সমস্ত বিষয়েই এই সমিতি আলোচনা করিয়া থাকেন, এবং সেই বিষয়গুলি আইন দ্বারা এখনও বিবৃত না হওয়ায়, এবং সমিতির মতের বিরুদ্ধে

পুনরায় অল্পযোগ করিবার কোন উপায় নির্দিষ্ট না থাকায়, ইহার যোগ্যতা অতি বিস্তৃতরূপে স্বীকৃত হয়। কোন সময়ে ঘাষ প্রস্তুত করিতে হইবে, কোন দিন হইতে কৃষিকার্য আরম্ভ করিতে হইবে, এই সমিতিই তাহা নির্ধারণ করিয়া দেন ; যাহারা নিয়মিতরূপে কর দান করে না, তাহাদিগের বিরুদ্ধে কি উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহা স্থির করিয়া দেন ; কোন নূতন ব্যক্তিকে গ্রাম্যমণ্ডলীর সভ্য করা হইবে কি না, অর্থাৎ গ্রাম্যমধ্যে কোন নূতন ব্যক্তিকে বাস করিতে দেওয়া হইবে কি না, এবং কোন গ্রামবাসীকে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে দেওয়া হইবে কি না, সমিতি তাহার মীমাংসা করেন ; মণ্ডলীর অধিকৃত জমিতে কোন নূতন বাটী নির্মাণ করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকেন, অথবা নির্মাণ করিতে দেন না ; মণ্ডলীর কোন সভ্যের সহিত বা কোন অন্য ব্যক্তির সহিত যে কোন চুক্তিপত্র ধার্য হয়, তাহা প্রস্তুত এবং তাহাতে স্বাক্ষর করেন ; এবং গ্রামের কোন পরিবারের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক বিবেচিত হইলে, তাহাও করিয়া থাকেন। মণ্ডল, এবং গ্রাম্য করসংগ্রাহক, এবং যে যে স্থলে প্রহরী আছে, তথাকার প্রহরী, এবং মণ্ডলীর অধিকৃত ভূমির পত্ৰ-পালক বালক নির্বাচন করেন, এবং সর্বাংগে যেমন উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সেই মত গ্রামের সকল পরিবারের জন্য ভূমি বিভাগ ও বণ্টন করিয়া দেন।

ইংরাজ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, এই সকল বিভিন্ন কার্যের মধ্যে নির্বাচন কার্যটিই সর্বাংগে উত্তেজক এবং গোলযোগপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ অল্পমান ভ্রান্ত। নির্বাচনকার্যে কিছুমাত্র উত্তেজনা দৃষ্ট হয় না, তাহার সামান্য কারণ এই যে, নিয়মমত কেহই নিন্দাচিত হইতে চাহে না। প্রকাশ যে, একদা এক জন কৃষক সামান্য প্রকার দুর্ব্যবহারাপরাধে অপরাধী হওয়ায়, শাস্তিবিভাগের মধ্যস্থগণ (এই পদধারীদিগের বিষয়ে আমি পরে বর্ণনা করিব) তাহাকে বিদিত করেন যে, তিনি গ্রাম্যমণ্ডলীর কোন পদে আর নিযুক্ত হইবার যোগ্য নহেন ; কিন্তু সে ব্যক্তি এই স্বচ্যুত হওয়ায় কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া, নিতান্ত অবনত মস্তকে সসন্ত্রমে বলিল যে, “আমার প্রতি এই যে, নূতন অল্পগ্রহ প্রদর্শিত হইল, তজ্জন্য আমি ধন্যবাদ দিতেছি।” এই কথাটা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু কবীর কৃষকগণ যে, কোন পদকে সম্মানসূচক জ্ঞান না করিয়া, ভার বোধ করিয়া থাকে, সেই সন্দেহহীন সত্যটিকে উহা চিত্রিত করিয়া দিতেছে। এই ক্ষুদ্র গ্রাম্যমণ্ডলীর মধ্যে পদসম্মতাকাঙ্ক্ষা নাই। গ্রাম্যমণ্ডলকে যতদূর কষ্ট স্বীকার, বিরক্তি স্বীকার, এবং দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তাহাতে তিনি যে কয়টা কবল মুক্তা বেতনস্বরূপ পাইয়া থাকেন, এবং গলদেশে যে পদক ধারণ করেন, (সে পদকে কিছুমাত্র সম্মান প্রাপ্ত হয়েন না) তদ্বারা তাহার সেই কষ্ট, শ্রম, এবং দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হয় না। সেই কারণে নির্বাচনকার্য সাধারণে নিতান্ত অনাগ্রহযুক্ত এবং সামান্য ব্যাপারে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত বর্ণনাটী দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রয়োগ করা হইতেছে।

সময়টী—রবিবার অপরাহ্ন। কৃষকগণ—স্ত্রী পুরুষ সকলেই রবিবারীয় পরিচ্ছদ

পরিধান করিয়া বহির্গত হইয়াছে, এবং দ্রীলোকদিগের উজ্জল বেশগুলি (দ্রীলোকেরা সচরাচর কপিশবর্ণের বেশ পরিধান করে) স্বর্ধ্যাকিরণে সেই দৃষ্টের নৌল্য কতকটা বুদ্ধি করিতেছে। ভজনগারের পার্শ্ব অনাবৃতস্থলে ধীরে ধীরে ভ্রমমণ্ডলী সমবেত হইতে লাগিল। সকলশ্রেণীর অধিবাসীই উপস্থিত হইল। দূরে সর্বশেষে স্নকেশ আনন্দোদৎক্ল একদল শিশু—কতকগুলি ঘাসের উপর দণ্ডায়মান বা শায়িত এবং কতকগুলি মনোযোগের সহিত সমিতির কার্য দেখিতেছে, এবং অপর সকলে ধাবনক্রীড়া বা অন্যান্য ক্রীড়া করিতেছে। তাহাদিগের সন্নিকটে একদল যুবতী দাঁড়াইয়া অঙ্গলুকাইত হস্তে চলিয়া পড়িতেছে। তাহাদিগের সেক্সপ হাঙ্গের কারণ এই যে, সপ্ত দশবর্ষীয় একটা যুবক—(বোধ হয় গ্রামের প্রধান রহস্যরসিক) বংশী হস্তে তাহাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া, সে ক্রুরপে মণ্ডলরূপে নির্ঝাচিত হইবে, এবং মণ্ডল হইলে, ক্রুরপ উদ্ভাদজনক কার্য সফল করিবে, তাহা অশুভ্রমের বর্ণনা করিতেছিল। যখন যুবতীদিগের মধ্যে একজন উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, তখন অদূরস্থ এক বয়স্ক রমণী, তাহার দিকে গম্ভীরবদনে ভয়প্রকাশক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; এবং আর একটা বয়স্ক নারী অগ্রসর হইয়া, কত্রীর ন্যায় স্বরে অপরাধিনী যুবতীকে বলিল যে, “যদি ধীরভাবে থাকিতে না পার, বাটা চলিয়া যাও।” অপরাধিনী যেন শিথরচ্যুতা হইয়া প্রস্থিতা হইল, এবং যে যুবকটা হাঙ্গোদ্দীপনা করিয়াছিল, সে সেই পলায়ন ব্যাপারটা আবার নূতন বিক্রপের উপায়স্বরূপে ব্যবহার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তর্কবাদ আরম্ভ হইল। সভাগণের মধ্যে অনেকেই একত্র কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, এবং যে তিনটা ক্রুর, একটা রমণীকে লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দূরে ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে লাগিলেন। কেবল এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যেই উপস্থিত প্রমত্ত রীতিমত সমালোচিত হইতেছিল। দ্রীলোকটা সজলনয়নে বহল অনর্থক বাক্য বারম্বার ব্যয় করিয়া, বলিতেছিল যে, তাহার “বুদ্ধ লোকটা” (স্বামী), যিনি তৎকালীন মণ্ডল ছিলেন, তিনি নিতান্ত পীড়িত এবং তিনি তাঁহার কর্তব্য কর্ম করিতে নিতান্ত অপারক।

সেই ক্ষুদ্র দলের মধ্যস্থ সর্কাপেক্ষা কনিষ্ঠ ক্রুরক বলিল, “কিন্তু তিনি এখনও একবৎসর মণ্ডলের কাজ করেন নাই, এবং তিনি পরে আরোগ্যও হইবেন।”

দ্রীলোকটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “তিনি যে আরোগ্য হইবেন, তাহা কে বলিতে পারে? তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আমি কখনই এমত বিশ্বাস করি না যে, তিনি আবার এই ভূমিতে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইবেন। ফেব্রুয়ারি তাঁহাকে চারিবার দেখিতে আসিয়াছিল, এবং ডাক্তার নিজেও একবার আসিয়াছিল, এবং বলিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিতে হইবে।”

“তাঁহাকে এখনও সেখানে লইয়া যাওয়া হয় নাই কেন?”

“কেমন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইব? কে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে? ভূমি তাঁহাকে একটা বালক মনে করিতেছ নাকি? হাসপাতালটা চান্সি

ভাষ্ট্র দূরে, যদি তুমি তাঁহাকে শকটে তুলিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলে তিনি এক ভাষ্ট্র পথ না খাইতে বাইতেই মরিয়া যাইবেন । এবং কে বলিতে পারে যে, হাসপাতালের লোকেরা তখন কি কাণ্ড করিবে ?” চিকিৎসকের আজ্ঞা কেন পালন করা হয় নাই, এই শেষ প্রশ্নটী তাহার প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিতেছে ।

সেই ক্ষুদ্রদলের মধ্যস্থ কটাদাড়ীবিশিষ্ট লোকটী, জীলোকটীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “আচ্ছা, যথেষ্ট হইয়াছে ; তুমি এখন চূপ কর ।” পরে অন্যান্য কৃষকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, “কিছুইত করিবার দেখিতেছি না । আজ কালের মধ্যেই ঠানোভোই (গ্রাম্য পুলিশকর্মচারী) এখানে আসিবেন, এবং যদি আমরা একজন নূতন মণ্ডল নির্বাচন না করি, তাহা হইলে মহা হান্দামা উপস্থিত করিবেন । আমরা এখন কাহাকে নির্বাচন করি, বলুন ?”

এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র কতকগুলি কৃষক, যাহাতে তাহাদিগের নাম প্রস্তাব করা হয়, এইভায়ে মুক্তিকার দিকে মুখ অবনত করিয়া, যাহাতে তাহারা দৃষ্টি পথে পতিত না হয়, এমতভাবে উপবিষ্ট হইল । দুই এক মিনিটকালস্থায়ী নীরবতার পর, সেই কটাদাড়ীবিশিষ্ট লোকটী বলিল, “এই যে, এখানে আলেকসি ইভানফ রহিয়াছে ; এ ত এপর্যন্ত একবারও মণ্ডল হয় নাই !”

“হাঁ, হাঁ, আলেকসি ইভানফ !” ছয়টী স্তর একত্রে ইহা বলিয়া উঠিল । সম্ভবতঃ যাহারা নির্বাচিত হইবার ভয়ে ভীত, তাহারই বলিয়া উঠিল ।

আলেকসি দৃঢ় উক্তি প্রতিনিবন্ধ করিতে লাগিল । সে যে পীড়িত, একথা সে বলিতে পারিল না, কারণ তাহার স্নেহ রক্তিম মুখমণ্ডল সে কথাটী যে অসত্য, তাহা প্রমাণিত করিয়া দিতেছিল, স্বতরাং সে কেন নির্বাচিত হইবে না, সে সম্বন্ধে অন্য ছয়টী কারণ প্রদর্শন করিয়া, যাহাতে তাহাকে নির্বাচন করা না হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল । কিন্তু সে প্রতিবাদে কেহই কর্ণপাণ্ড করিল না, কার্য শেষ হইয়া যাইল । একজন নূতন মণ্ডল নিয়মিতরূপে নির্বাচিত হইলেন ।

নির্বাচন অপেক্ষা মণ্ডলীর অধিকৃত ভূমিবটন কার্যই বিশেষ গুরুতর । পরিবারের কর্তারা নিজে যাহাতে মণ্ডলরূপে নির্বাচিত না হয়েন, এই চেষ্টা ব্যতীত তাহারা নির্বাচন সম্বন্ধে অন্য কোন তত্ত্ব রাখেন না । গ্রাম্যমণ্ডলীর যে কোন পদেই নির্বাচিত হওয়া যাউক না কেন, গ্রাম্যমণ্ডলীর কোন পদের দ্বারা প্রাবল্য বিস্তার করা যায় না বলিয়া, আলেকসি, বা ইভান, অথবা নিকোলাই যে কেহ নির্বাচিত হইলে, সমভাবে তাহাকেই মণ্ডল বলিয়া স্বীকার করে । কিন্তু ধ্রু সময়ে ভূমিবিভাগ এবং বটন সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে, সে সময়ে কোনমতেই উদাস দর্শকের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারে না, কারণ ভূমির পরিমাণ এবং দেয় করের উপরই সমধিকরূপে প্রত্যেক পরিবারের স্থায়ী উন্নতি এবং মঙ্গল নির্ভর করে ।

দক্ষিণাঞ্চলের ভূমি উর্বরা এবং দেয় কর নিম্নহারের থাকায় অপেক্ষা অধিক

না হওয়ায়, সে প্রদেশে ভূমি বিভাগ এবং বন্টন কার্য সহজেই সমাধা হয়। সেখানে প্রত্যেক কৃষকই যতদূর পাইবার সম্ভব, ততদূর পরিমিত ভূমি পাইতে ইচ্ছা করে, এবং সেই জন্যই প্রত্যেক পরিবার যে পরিমিত ভূমি পাইবার অধিকারী, সেই পরিমিত ভূমির জন্য দাবী করে, অর্থাৎ শেষ সংশোধিত তালিকায় পরিবারের যত জন পুরুষের নাম লিখিত থাকে, সেই পুরুষ-সংখ্যা অনুসারে ভূমির অংশ প্রার্থনা করে। সেই জন্যই তথাকার গ্রাম্য সমিতিতে কোন গুরুতর প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হয় না। গ্রাম্যগুনীর সংশোধিত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, ভূমি কত অংশে বিভাগ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক পরিবারকে কত অংশ ভূমি প্রদান করিতে হইবে। কোন ভূমিগুণ কোন পরিবার পাইবে, কেবল ইহাই মীমাংসা করা কঠিন হইয়া উঠে, কিন্তু স্থিতিক্রিড়ার ত্রায় প্রচলিত উপায়াবলম্বনে সে কাঠিন্যও বিদূরিত করা হয়। কোন সময়ে পুনরায় ভূমি বিভাগ ও বন্টিত হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সমিতির মত গ্রহণ দ্বারা সে প্রশ্নেরও মীমাংসা হইয়া যায়।

উত্তর প্রদেশের অনেক গ্রাম্যগুনীর ভূমি বিভাগ এবং বন্টনপ্রণালী কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেখানকার ভূমি প্রায়ই অস্বত্বের, এবং খাজানা অপেক্ষা দেয় কব-হার অধিক, সুতরাং সেই জন্যই কৃষকেরা যতদূর কম সম্ভব জমি পাইতে চেষ্টা করে। একরূপ স্থলে নিম্নলিখিত প্রকার দৃষ্ট দৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর।

ইতানকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে গ্রাম্যগুনীর অধিকৃত ভূমির কয়টি অংশ গ্রহণ করিবে? সে ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে উত্তর করিল, “আমার দুইটি পুত্র আছে, এবং আমি নিজে আছি। অতএব আমি তিনটি অংশ লইব, অথবা যদি আপনাদের অনুগ্রহ হয়, তাহা হইলে, আর কিছু কম লইতে পারি।”

একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ, সে মওল নহে, কিন্তু প্রতিপত্তিশালী, এবং বন্টনকার্যে বিশেষরূপে নিযুক্ত, সে বলিয়া উঠিল—“কম! তুমি নির্দোষের মত কথা কহিতেছ। তোমার ছেলেদুটি এত বড় হইয়াছে যে, তাহারা ইতিমধ্যেই তোমার সাহায্য করিতে পারে, এবং শীঘ্রই তাহারা বিবাহ করিবে, সুতরাং সেই সূত্রে তাহারা আর দুটি শ্রমজীবিনী আনিবে।”

ইতান বলিল, “আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্বদাই মস্কাউতে কাজ করে, এবং অশুচী গ্রীষ্মকালে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।”

“কিন্তু তাহারা দুই জনেই ত বাটীতে টাকা আনে বা পাঠায়? তাহারা আবার বিবাহ করিলে, তাহাদিগের স্ত্রীরাও ত তোমারই নিকট থাকিবে?”

প্রতিবাদীর প্রথম কথায় কোন উত্তর না দিয়া, ইতান বলিল, “কি হইবে তাহা জ্ঞান করি। তাহারা যে বিবাহ করিবে কে বলিতে পারে?”

“তুমি নিজেই সহজে বিবাহের ব্যবস্থা করিতে পার?”

“আমি তাহা পারি না। এখন আর সেকাল নাই। এখন যুবকেরা নিজে

যেমন ইচ্ছা সেই মত করে, এবং তাহারা বিবাহ করিলেই নিজের স্বতন্ত্র বাটী করিতে চায়। আমার পক্ষে তিনটী অংশ নিতান্ত অধিক হইবে।”

“না, না। যদি তাহারা তোমার সহিত পৃথক হইয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে, তোমার নিকট হইতেই তাহারা কতক জমি লইবে। তোমাকে অন্ততঃ চারিটী অংশ লইতেই হইবে। ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটার ছেলেগুলি অতি ছোট ছোট, স্মৃতরাং সে লোক-সংখ্যাহুসারে জমির অংশ লইতে অসমর্থ।”

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, “ও একজন ধনবান মুন্সিক ! (চাষা) উহার উপর পাঁচটা জীব (অর্থাৎ জমির পাঁচটা অংশ এবং তাহার দেয় করভার) চাপাইয়া দাও !”

“আমি পাঁচটা জীব লইতে পারি না ! ঈশ্বরের দিব্য আমি পারি না !”

প্রধান ব্যক্তি ইভানকে বলিলেন, “ভাল, তোমাকে চারিটী অংশ লইতে হইবে।” পরে জনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন ?—ইহাই ঠিক ত ?”

জনতার মধ্যে রব উঠিল, “চারিটী ! চারিটী !” প্রেমের মীমাংসা হইয়া যাইল।

উপরে যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা হইয়াছে, শেষ তাহার অংশের কথা উঠিল। তাহার স্বামী একজন চিররোগী, এবং তাহার যে তিনটী পুত্র আছে, তন্মধ্যে একটী মাত্র কৃষিকার্য্য করিতে পারে। যদি সংশোধিত তালিকামত তাহার অংশ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে, তাহাকে চারিটী অংশ লইতে হয় ; কিন্তু সে কোনমতেই চারিটী অংশের জন্ত মণ্ডলীর দেয় কর দিতে পারিবে না। স্মৃতরাং চারিটীর কম অংশ অবশ্যই তাহাকে দিতে হইবে। যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে কত অংশ লইবে, তখন সে অবনতবদনে বলিল, “মীর যাহা ধার্য্য করিবেন, তাহাই হউক।”

“তবে তোমাকে তিনটী অংশ লইতে হইবে।”

এই কথা শুনিয়া রমণী হটাৎ সেই বিনীত নম্রভাব ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, “বাহা ! তুমি বলিতেছ কি ? হে ধার্ম্মিকগণ ! কথাটা শুনিলে কি ? ইহারা আমার স্বক্ষে তিনটী অংশ চাপাইতে চাহেন ! এমন কথা কি আর কখনও কেহ শুনিয়াছ ? সেন্ট পিটারের পর্ব্ব দিন হইতে আমার স্বামী শয্যাগত—বোধ হয়, ডাইনী প্রাপ্ত, কারণ কিছুতেই আরাম হইতেছেন না। তিনি মাটীতে এক পাও বাড়াইতে পারেন না—তিনি যেন মরিয়া গিয়াছেন, এই ভাবে আছেন ; কেবল তিনি রুটী খাইতে পারেন মাত্র !”

একজন প্রতিবাসী বলিল, “তুমি নির্কোষের মত বলিতেছ। গত সপ্তাহে তাহাকে আমি কাবাকে (জিন মণ্ডের দোকানে) দেখিয়াছি।”

স্ত্রীলোকটী তখন উপস্থিত কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত্যন্তর করিল, “আর তুমি ! শেষ গ্রাম্য উৎসবের দিনে তুমি কি করিয়াছিলে ? তুমিই না মদ খাইয়া মাতাল

হইয়া জ্বীকে দারুণ প্রহার করিয়াছিল, এবং তাহার ক্রন্দনধ্বনিতে সমস্ত গ্রাম জাগিয়া উঠিয়াছিল ? গত রবিবারের পর আর হয় নাই—হি !”

বিক্রপ-বিবাদের ব্যাঘাত দান করিয়া, বৃদ্ধ লোকটী দৃঢ়ভাবে বলিল, “শোন, তোমাকে অবজ্ঞাই অন্ততঃ আড়াইটা অংশ লইতে হইবে। যদি তুমি নিজে কৃষি-কার্য চালাইতে না পার, সাহায্যের জন্য তুমি অন্য লোক নিযুক্ত করিতে পার।”

জ্বীলোকটী সজলনয়নে মহা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, “তাহা কিরূপে হইবে ? শ্রমজীবির বেতনের টাকা আমি কোথায় পাইব ? তোমরা দরিদ্র অনাথ-দিগের প্রতি দয়া কর ! দৈশ্বর তোমাদের ভাল করিবেন।” এইরূপ প্রকার অনেক কথা বলিতে লাগিল।

আমি আর পাঠককে এরূপ ঘটনার অবশিষ্ট বর্ণনা দ্বারা বিরক্ত করা আবশ্যিক বোধ করি না, ঘটনাগুলি প্রায়ই দীর্ঘ এবং মধ্যে মধ্যে প্রবল হাস্যামূলক। উপস্থিত সকলেই ভূমিবর্টনকালে দৃঢ়রূপে মনোযোগ প্রদান করে। বাক্যব্যয় ও তর্ক না করিয়া, যদি বটনকার্য শেষ হয়, তাহা হইলে সেটা কৃষীয় কৃষকদিগের জীবনের একটা গুরুতর ঘটনা বলিয়া গণ্য হয়। প্রত্যেক পরিবার কত অংশ জমি লইবে, ইহা নির্ধারিত হইলে, বটনকার্যের সময় আবার এক নূতন গোলযোগ উপস্থিত হয়। যে কৃষকপরিবার পূর্বে যে জমিতে প্রচুর পরিমিত সার দান করিয়াছিল, তাহার সেই পূর্বের জমি পুনরায় পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে, এবং নূতন বন্দোবস্তের যাহাতে কোন হানি না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, গ্রাম্য সমিতি তাহাদিগের সেই দাবীর সুবিচার করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে যে, গুপ্ত স্বার্থের সহিত গ্রাম্যমণ্ডলীর স্বার্থ অব্যাহত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে, সেরূপ স্থলে ব্যক্তিগত স্বার্থ একপে নাশ করা হয় যে, এংগ্লো স্কাউসন জাতীয় লোকেরা তাহা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এ সূত্রে কোন শোচনীয় কাণ্ড ঘটে না। কৃষকেরা এইরূপে একত্রে কাজ করিতে, এবং গ্রাম্যমণ্ডলীর মঙ্গল উন্নতির জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে এবং মীরের চূড়ান্ত আজ্ঞার নিকট মস্তক অবনত করিতে বিশেষ অভ্যস্ত। আমি এমত অনেক ঘটনা দেখিয়াছি, যেখানে কৃষকেরা পুলিশের আজ্ঞা, প্রদেশীয় শাসনকর্তার আজ্ঞা, এমন কি প্রধান শাসনসমাজের আজ্ঞা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছে, কিন্তু আমি এমত কখনও শুনি নাই যে, কোন সভ্য, মীরের আজ্ঞা প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করিয়াছে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে আমি বারম্বার “গ্রাম্যমণ্ডলীর ভূমির অংশ” এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। ভ্রম নিরসন জন্য আমার পক্ষে সতর্কতার সহিত সেই শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। একটা অংশে কেবল এক খণ্ড বা একটুকরা জমি বুঝায় না; বরং তদ্বিপরীতে এক একটা অংশে চারি খণ্ড ভূমি থাকে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমিখণ্ড তন্মধ্যে থাকে। এখানে আমরা পশ্চিম যুরোপের গ্রামগুলির সহিত কৃষীয় গ্রামগুলির একটা বিষয়ে নূতন পার্থক্য দেখিতেছি।

কুবীর গ্রাম্যমণ্ডলীর ভূমি তিন শ্রেণীর ; যে জমির উপর গ্রাম স্থাপিত, যে জমি কর্ণণীয়, এবং তৃণাচ্ছাদিত বা ঘাসের জমি । প্রথম জমির উপর প্রত্যেক পরিবারের এক একখানি বলতি বাটী এবং উদ্যান আছে, তাহা পরিবারের বংশানুক্রমে উপভোগ্য সম্পত্তিরূপ ; এবং মধ্যে মধ্যে যখন ভূমি বিভাগ ও বণ্টন করা হয়, তখন ইহাতে হস্তক্ষেপ করা হয় না । কিন্তু অপর দুই প্রকার জমি মধ্যে মধ্যে বিভক্ত ও বণ্টিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার নিয়মানুসারে হয় ।

গ্রাম্যমণ্ডলীর অধীনস্থ সমস্ত কর্ণণভূমি ইতঃপূর্বে বর্ণিত তিন সময়ের কৃষির সুবিধার জন্য সর্বাদৌ তিনটী প্রধান খণ্ডে বিভক্ত করা হয়, এবং সেই প্রত্যেক প্রধান খণ্ডে আবার মণ্ডলীয়মান্থ পুরুষ-সংখ্যানুসারে সূদীর্ঘ কিন্তু অপ্রসস্ত উপখণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করা হয়, এবং প্রত্যেকে যাহাতে সমগুণবিশিষ্ট সমপরিমিত জমি পাইতে পারে, সেজন্য সম্ভবমত চেষ্টা করা হয় । কোন কোন সময়ে মুক্তিকার উর্বরতাশক্তি অনুসারে প্রধান ক্ষেত্রগুলি কতকগুলি অংশে বিভাগ করা হয়, এবং পরে যত খণ্ড জমির প্রয়োজন, তাহা আবার উপখণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয় । ক্রমে প্রত্যেক পরিবারই প্রত্যেক প্রধানখণ্ডে এক এক উপখণ্ড জমি পাইয়া থাকে ; এবং যেস্থলে আবার সেই খণ্ডীকৃত মূল জমি উপখণ্ডে বিভক্ত করা প্রয়োজন হয়, সেস্থলেও প্রত্যেক পরিবার তাহার এক এক উপখণ্ড প্রাপ্ত হয় । কেবলমাত্র সামান্য পরিমাপক যষ্টির দ্বারা কৃষকেরা নিজে এই ভাগ এবং উপভাগ কার্য সমাধা করে, এবং সেই পরিমাণ যেরূপ জাস্তিশূন্য হয়, তাহা দেখিলে বাস্তবিক বিশ্বাসিত হইতে হয় ।

পশুদিগের আহাৰ্য্য উৎপাদন জন্য যে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি থাকে, কৃষিক্ষেত্র যে কয় সংখ্যায় বিভক্ত হয়, তাহাও সেইমত সংখ্যায় ভাগ করা হইয়া থাকে, কিন্তু এই জমি বিভাগ এবং বণ্টনকার্য্য যে অনিয়মিত সময়ে হইয়া থাকে, তাহা নহে, প্রতি বর্ষে বর্ষেই হয় ।

প্রত্যেক বর্ষেই সমিতি কর্তৃক নির্দিষ্ট দিবসে গ্রামবাসীরা সকলে একত্রে তাহা-দিগের সম্পত্তির সেই অংশে গমন করিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যামত বিভাগ করে । পরে যাহার ভাগ্যে যে জমি উঠে, সে তাহা প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে স্বীয় স্বীয় অংশের কর্তনকার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয় । কোন কোন মণ্ডলীতে সমগ্র কৃষক একত্রে পশু-দিগের আহাৰ্য্য ঘাস উৎপাদন করে, এবং পরে ঘাসগুলি কাটিয়া, তাড়া বাঁধিয়া সকল পরিবারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয় ; কিন্তু এরূপ প্রথা সকল সময়ে অবলম্বিত হয় না ।

গ্রাম্যমণ্ডলীর সমস্ত জমি, যখন একজনের অধীনস্থ একটা বড় রকম কৃষিক্ষেত্রের মত দৃষ্ট হইতেছে, তখন কৃষি কার্য্য দৃষ্টকোণে কতকটা নিয়ম প্রয়োজনীয় । যে পরিবারকে যে ভূমিখণ্ড বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার যাহা ইচ্ছা সে সেই জমিতে তাহার চাষ করিতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা জমি বাদ দিবার যে, নির্দিষ্ট প্রথা আছে, তাহা কিন্তু সকল পরিবারকেই মান্য করিতে হয় । এমতে

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন পরিবার হৈমন্তিক চাষ করিতে পারে না, কারণ তাহারা অন্যান্য পরিবারের স্বার্থে আঘাত পড়ে, অর্থাৎ তাহারা সে সময়ে কেত্রকে পণ্ডচারণভূমিক্রমে ব্যবহার করে ।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে যে, সেই প্রাচীনকালের ভূমিকর্ষণ-প্রণালী জীবিত রহিয়াছে, ইহা বড় সামান্য বিচিত্র নহে, এবং আরও বিচিত্র কথা এই যে, শাসন প্রণালীর মধ্যে এই প্রথা একটা মূল অংশ বলিয়া বিবেচিত । অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই প্রণালীকে ভবিষ্যতের একটা মহান অহুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করেন, এবং ভাবেন যে, ইহা সামাজিক এবং রাজনৈতিক সকল প্রকার উপদ্রব-অনিষ্টনিবারক । এই তথ্যগুলির যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা কবীরার সামাজিক ইতিহাসের একটা প্রয়োজনীয় অধ্যায়রূপ । *

* উক্ত অধ্যায়ের কতক অংশ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ম্যাকমিলনস্ মেগেজিনে “কবীরার গ্রাম্য সম্প্রদায়” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি ।

সপ্তম অধ্যায় ।

গ্রাম্যমণ্ডলী কিরূপে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে,

এবং তাহার ভবিষ্য কল ।

বর্তমান সম্রাটের শাসন-প্রারম্ভে আমূলসংস্কার—যথেষ্ট নীতিসূত্রের প্রতিবাদ—নিঃস্ব

জনমণ্ডলী সৃষ্টির ভয়—ইংলণ্ডীয় এবং রুষীয় বিধিসূত্রের তুলনা—নিশ্চিত আশা—

গ্রাম্যমণ্ডলীর ভবিষ্য কুফল—ভবিষ্য গ্রাম্যমণ্ডলী—নগরের

নিঃস্ব জনমণ্ডলী—বর্তমান অবস্থা অস্বাভাবিক ।

পাঠক হয় ত অবগত আছেন যে, কয়েকবর্ষ অতীত হইল, দাসদিগকে স্বাধীনতা দান, নূতন প্রাণালীর স্বায়ত্তশাসন প্রচলন প্রভৃতির স্রায় রুষীয়র অনেকগুলি আমূল সংস্কার হইয়া গিয়াছে, এবং গ্রাম্যমণ্ডলীর স্রায় অতি প্রাচীনকালের বিচিত্র অল্পষ্ঠানটি যে, স্বেচ্ছাচারশাসনের সেই প্রবল প্রভাবের মুখ হইতে কিরূপে রক্ষা পাইয়াছে, ইহা দেখিয়া স্বভাবতই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। এক্ষণে আমি সেই বিচিত্র কারণটি বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কারণ একপক্ষে এ বিষয়টি স্বভাবতই বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং অপরপক্ষে এতদ্বারা রুষীয়র বর্তমান শিক্ষিত শ্রেণীর জ্ঞানবুদ্ধির উপর কতকটা আলোক নিক্ষেপ করিতে অর্থাৎ তাঁহাদিগের জ্ঞান-ধারণার অবস্থাটি প্রকাশ করিয়া দিতে পারিব।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে দাসদিগকে স্বাধীনতা দান করা হইবে, এমত প্রকাশ পায়, সে সময়ে অনেক লোকেই মনে করেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীগুলিকে একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইবে, অথবা অন্ততঃ সম্পূর্ণরূপে নূতন আকারে পরিণত করা হইবে। সে সময়ে অনেক রুষীয়ই ইংলণ্ডের এই শ্রেণীর অল্পষ্ঠানগুলির আগ্রহান্বিত এবং অভ্যেদে প্রশংসাকারী ছিলেন, এবং গোঁড়া বার্তাশাস্ত্রবিদদিগের সহিত বিশ্বাস করিতেন যে, ইংলণ্ড কেবল মাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দান এবং অনিষিক্ত প্রতিযোগিতার মূলনীতিসূত্র অবলম্বন করাতেই বাণিজ্যগত এবং শিল্পকৌশলগত প্রবল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেই মূলনীতিসূত্রের সহিত গ্রাম্যমণ্ডলীর কিছুই মিল হয় না, কারণ মণ্ডলী, কৃষকদিগকে ভূমি লইতে বাধ্য করে, কোন উজোগামী কৃষকে, তদপেক্ষা অল্পদ্যোগী প্রতিবাসীর নিকট হইতে ভূমি জমা লইতে দেয় না, এবং মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যের স্বাধীনভাবে কার্যকরণ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহুল নিষেধক বিধিও সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণেই এমত অনুমান করা হয় যে, যখন গ্রাম্যমণ্ডলীগুলির সহিত আধুনিক উন্নতিমূলক প্রস্তাবের কিছু মাত্র মিল হয় না, তখন যে স্বাধীনতার সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা হইতেছে, তাহার মধ্যে সেই মণ্ডলী কখনই স্থান পাইবে না।

উপরোক্ত কল্পনাটী সংবাদপত্রে প্রকাশ হইবা মাত্রই চারিদিক হইতে ভয়ানক প্রতিবাদ উদ্ভূত হয় । সেই প্রতিবাদকারী জনমণ্ডলীর মধ্যে ছইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয় । এক পক্ষে প্লাভোফিল নামে বিদিত কুস্ত্রদলবদ্ধ দেশহিতৈষী উচ্চ শিক্ষিত রুযী়য়গণ, ষাঁহার। রুযী়য়ার প্রত্যেক জিনিস—প্রত্যেক অল্পষ্ঠানেরই মহোচ্চ প্রশংসা করিতে প্রবলরূপে অত্যন্ত এবং পশ্চিম যুরোপের জ্ঞানের চরণে নতমস্তক হইতে স্বভাবতই অসম্মত । সেই ভদ্রলোকগণ, অল্পদিন হইল, আপনাদিগের মুখ্যস্বয়রূপ যে একখানি সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পত্রে তাঁহার। স্বদেশবাসীগণকে বিশেষরূপে দেখাইয়া দেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর অল্পষ্ঠানটী সম্মাননীয়, এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে রুযী়য় অল্পষ্ঠান, এবং সেই অল্পষ্ঠান অতীতকালে দাসত্বপ্রথার শোচনীয় প্রাবল্য হ্রাস করিয়াছে এবং তাহা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কৃষকদিগের অসীম উপকার সাধন করিবে । অল্প সম্প্রদায়টী সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার মতবাদী । স্বজাতীয় কোন প্রকার বিশেষ অল্পষ্ঠানের প্রতি তাঁহা-দিগের সহানুভূতি ছিল না, এবং প্রাচীন অল্পষ্ঠান বলিয়া তৎপ্রতি কোন সম্মানও করিতেন না । গ্রাম্যমণ্ডলী, সম্পূর্ণ রুযী়য় বা প্লাভোনিক অল্পষ্ঠান অথবা আদিম কালের চিহ্নরূপ হইলেও তাঁহাদিগের চক্ষে তাহা হিতকরকরূপে দৃষ্ট হইত না । যে কোন মতের প্রতি চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগের ঝোঁক না থাকায়, এবং প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিতেই হইবে, এরূপ মনোভাব হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকায়, সার্বজনীন সুখ এবং উপকারসাধন-মতবাদীদিগের স্থায় তাঁহারা অল্পষ্ঠানটীর প্রতি দৃষ্টি দান করিতে থাকেন । কিন্তু প্লাভোফিলগণের মতানুসারে স্বীকার করেন যে, উক্ত অল্পষ্ঠানটী রক্ষা করিতে পারিলে, কৃষকদিগের আর্থিক এবং নৈতিক উৎকর্ষ সাধনপক্ষে হিতমূলক প্রাবল্য বিস্তার করিতে পারে ।

সুবিধার নিমিত্ত এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের নিশ্চিত পরিচায়ক একটী নির্দিষ্ট নাম প্রদান আবশ্যক, কিন্তু আমি স্বীকার করিতেছি যে, সেরূপ নাম মনোনীত করা আমার পক্ষে কঠিন বোধ হইতেছে । এই ভদ্রলোকদিগকে আমি সোস্যালিষ্ট অর্থাৎ স্বার্থের সাধারণত্বই সামাজিক বন্ধন, এই মতাবলম্বী বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ অনেক ব্যক্তিই স্বভাবত বা অনিচ্ছায় উক্ত শব্দে একটু কলঙ্ক অল্পভব করেন, এবং বিশ্বাস করেন যে, ষাঁহাদিগের প্রতি উক্ত নাম প্রয়োগ করা যায়, তাঁহারা অবশ্যই পিট্রোলিউসের প্রথম জ্ঞাতি ভ্রাতা । এই শ্রেণীর ভ্রাত্ত ধারণা দূর করিবার জন্য যে সংবাদপত্র খানি তাঁহাদের মতবাদ অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত প্রকাশ করিতেছে, কেবল মাত্র সেই সংবাদ পত্রের নামে অর্থাৎ কন্টেম্পরারি (সমসাময়িক) পত্রের মতানুরক্ত এই নাম করণ করাই ভাল ।

যদিও প্লাভোফিল এবং উক্ত কন্টেম্পরারির মতানুরক্তগণের মধ্যে পরস্পরের বহুল বিষয়ে সম্পূর্ণ মতভেদ বিরাজমান, কিন্তু উভয়েরই আশু উদ্দেশ্য একবিধ থাকায়, উভয়েই একত্রে কার্যক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকেন । তাঁহারা বিশেষ বুদ্ধি-

কৌশলযোগে এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর ভূমি বিলি-
প্রথার সমধিক উপকারিতা আছে, এবং সাধারণ লোকে যত দূর মনে করেন,
তদ্বারা তদাপেক্ষা অনেক কম অশ্রুবিধা বা অনিষ্ট ঘটয়া থাকে। তাঁহারা কেবল
মাত্র বর্তমান প্রত্যক্ষ কার্যমূলক উপকারিতার কথা লইয়াই আবদ্ধ থাকেন না,
কারণ তৎপ্রতি সাধারণ পাঠকের দ্বাৰ্য কিছুই ছিল না। তাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া
দেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর উপকারিতা বর্তমানকালের উপর নহে, ভবিষ্যতের
উপর নির্ভর করিতেছে। পশ্চিম যুরোপের সামাজিক অমুষ্ঠানসমূহে যে
উপায়হীন নিঃস্ব এবং মহদনিষ্টসাধক জনমণ্ডলীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, রুবীয়ার
গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অমুষ্ঠানটী, রুবীয়ার সেই মহদনিষ্টনিবারণক নিশ্চিত এবং অব্যর্থ
ঔষধস্বরূপ। প্লাডোফিলগণ এই স্থলে পশ্চিম যুরোপের বিধ্বস্ত সামাজিক অবস্থার
শোচনীয় চিত্র সমন্বিত করিতে পূর্ণরূপে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত অস্থায়ী
একতানুত্রে আবদ্ধ সহযোগীগণ, যদিও তাঁহাদিগের ন্যায় শোচনীয় ভবিষ্য ফল
কল্পনা করেন না, তথাপি তাঁহারাও সে সময়ে উক্ত উক্তির প্রতিবাদ করা কর্তব্য
জ্ঞান করেন না। শীঘ্রই শিক্ষিতশ্রেণীর চক্ষে সেই “উপায়হীন নিঃস্ব জনমণ্ডলী”
এক প্রকার জুজুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকে, এবং পাঠক সাধারণের এই দৃঢ়ধারণা হয়
যে, সেই বিকট রাক্ষসটা যাহাতে রুবীয়ার প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য
গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অমুষ্ঠানকে অক্ষত রাখিতেই হইবে।

আজিও রুবীয়ায় উক্ত অনিশ্চিত মুষ্টিবিশিষ্ট জুজুর ভয় সর্বস্থানেই দেখিতে
পাওয়া যায়, এবং বাস্তবিক সেই জুজুর মুষ্টিটা কিরূপ, “উপায়হীন নিঃস্ব জনমণ্ডলী”
শব্দটার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার জন্য সতত চেষ্টা করি। কিন্তু
আমি ইহা বলিতে পারি না যে, আমার সেই চেষ্টা সমধিকরূপে সফল হইয়াছে।
মিলটন যেরূপ নরককুণ্ডের দ্বারে এক বিকটাকার ভয়ঙ্কর মুষ্টি স্থাপন করিয়াছেন,
এই রাক্ষসটার মুষ্টিও ঠিক সেইমত অশ্রুট এবং ছায়াময়। একবার বোধ হয়
যে, এটা আমাদের প্রাচীন শত্রু যোদ্ধাহীনতা, কিন্তু যখন আমরা আর একটু
নিকটে গমন করি, তখন দেখিতে পাই, ইহা শরীরটী বিরাটাকারে বিস্তৃত
করিতেছে—যাহাদিগের ভূমিসম্পত্তির উপর চিরশঙ্ক নাই, তাহারাও তন্মধ্যে বিরাজ-
মান। এক সময়ে পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে, প্রকৃত জুজু যেমন অশ্রুট
অনিশ্চিত মুষ্টিবিশিষ্ট হওয়া উচিত, ইহাও সেইমত; এবং সেই অনিশ্চিততা,
সেই সফলতালাভের বিলক্ষণ সহায়তা করে।

দাসদিগের মুক্তিদানকালে “উপায়হীন নিঃস্ব জনমণ্ডলী” রূপ কল্পনা সাধারণের
মনে এবং মুক্তিদান-বিধি সৃষ্টির উপর যে প্রাবল্য বিস্তার করে, তাহা একটা
নিভান্ত গণনীয় তথ্য, এবং রুবীয় ও ইংরাজদিগের মধ্যে একটা মূলসূত্র সহজে
কিরূপ মতভেদ বিরাজমান, এতদ্বারা তাহা বিলক্ষণরূপে চিত্রিত হইতে থাকে,
ইহার প্রতি মনোযোগ দান করা কর্তব্য।

ইংরাজের দ্বাবতই বর্তমানকালের নানাবিধ বিষয় লইয়া এত সংলিপ্ত যে, দূরবর্তী ভবিষ্যতের প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিদান করিতে তত অগ্রসর নহেন। “যখন আমরা মরিব এবং পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, তখন তোমাদের বিশ্বস্ত হইবার ইচ্ছা হয়, হইও” আমরা মহা ভয়ের সহিত এই ধূয়ার প্রতি দৃষ্টিদান করি, এবং যে কোন ব্যক্তি উক্ত মূলনীতিসূত্র সাহসের সহিত অবলম্বন করিতে চাহিবেন, আমরা সম্ভবতঃ তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমাদের ন্যায়সদৃশ কোপের দ্বারা বিশ্বস্ত করিয়া ফেলিব, অথচ আমরা প্রায়ই এইমত কার্য্য করিয়া থাকি। ভবিষ্য বংশধরগণের স্বার্থের জন্য আমাদের বিবেচনা করিতে বলা হইলে, আমরা বলি যে, “আজিকার ভাবনাই আজিকার পক্ষে যথেষ্ট” এবং ঘাঁহারা আশু বর্তমান কাল হইতে আমাদের মনোযোগ অবসৃত করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে স্পন্দদর্শক এবং কল্পনার চক্ষে ভ্রান্তি-দর্শনকারী বলিয়া, তাহাদিগের উপর দোষারোপ করি। যদি এক জন বিশেষ সাহসী ভবিষ্যদ্বক্তা, আমাদের কয়লার খনিসমূহ আশু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া, বিশ্বস্ততার সহিত নির্ধারণ করিয়া দেন, অথবা শীঘ্রই একটা বিনাশকারী জাতীয় মহা বিপদ আক্রমণ করিবে বলিয়া, তাহার সবিশেষ বর্ণনা করেন, তাহা হইলে, তিনি কিছু ক্ষণের জন্য সাধারণের মনোযোগ কতকটা আকর্ষণ করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু যখন আমরা জানিতে পারিব যে, আমাদের জীবনে বৈপ্লব্য হুঁচকিয়া উপস্থিত হইবে না, তখন আমরা শান্তভাবে বলিব যে, ভবিষ্য বংশধরগণ নিজে সেই বিষয়ে সতর্ক হইবে, এবং আমরা নিজে ন্যায়মত তাহাদিগের ভারবহন করিতে পারি না। যখন আমরা কোন বিধি সৃষ্টি করিতে বাধ্য হই, তখন আমরা সাবধানে সহজ উপায়ে তাহা করি, এবং সহজ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা সামান্য সরল বিষয়েই সম্পূর্ণ তুষ্ট থাকি, এবং সেই বিধি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুযায়ী হইয়াছে কি না, তাহার অনুসন্ধান জন্য কষ্ট প্রীকার করি না। এক কথায়, ষ্টিলিংফুট যে, “বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিত্র” মধ্যে যে বলিয়া গিয়াছেন, “ইংলণ্ডের ভাগ্যটী ছুঁছাপ্ররূপ, সেটী যেমন অন্ধ, সেই মত সত্য মহা ব্যস্ত, ভূগর্ভে ক্রমাগত মূর্ত্তিকা খনন করিয়া, উপরে ফেলিতেছে।” (অর্থাৎ স্বীয় ভিত্তিমূল দৃঢ়তাই লক্ষ্য করিতেছে) এই কথার মধ্যে কতকটা সত্য বিরাজমান।

রুশীয়ায় আমরা উহার আত্যন্তিক সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দেখিতে পাই। সেখানকার সংস্কারকগণ, কার্য্যসাধক রাজনৈতিকক্ষেত্রে শিক্ষিত নহেন, রাজনৈতিক চর্চারূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত। সেই জনাই তাঁহারা আইন প্রণয়ন জন্য কোন একটা সামান্য বিষয় বিবেচনাস্থানে গ্রহণ করিবারাত্র সেটা তদন্তেই “একটা প্রশ্ন” রূপে স্থিরীকৃত হইয়া, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের রাজ্যে গিয়া পতিত হয়। আমরা একপক্ষে বহু শতাব্দী হইতে অননুসন্ধানিত পথে পড়িয়া হাতড়াইয়া যাইতেছি, অন্যপক্ষে রুশীয়গণ—অন্ততঃ গত শতাব্দীর প্রথম হইতে—বিদেশীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহাদিগের সমুখস্থ প্রদেগের ক্রমাগত মানচিত্রাঙ্কন বুদ্ধি করিতেছেন

এবং অতি নূতন রাজনৈতিক মূলসূত্র অনুশারে দীর্ঘ দীর্ঘ পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। এরূপ প্রণালীতে শিক্ষিত মনুষ্যগণ কখনই কেবলমাত্র বর্তমানকালের অনিষ্টনিবারক সামান্য অহুষ্ঠানে তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহারা অনিষ্টকে “একেবারে সমূলে উৎপাটন” করিতে ইচ্ছা করেন, এবং আপনাদিগের ন্যায় ভবিষ্যৎশতাব্দীর মঙ্গল জন্যও বিধি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

বর্তমান সম্রাটের শাসন-প্রারম্ভে এইরূপ ভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিতশ্রেণীর দৃঢ়রূপে ধারণা হয় যে, সম্রাট নিকোলাসের নীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল, এবং এক্ষণে রাজ্যে নূতন এবং সমুজ্জ্বল যুগের স্বত্রপাত হইতে চলিল। সকল বিষয়েই সংস্কার করিতে হইবে। সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আবাসের পুনর্গঠন করিতে হইবে।

কিরূপে ইমারত নির্মাণ করিতে হয়, যে ব্যক্তির এরূপ কার্য্যমূলক শিক্ষা নাই, হঠাৎ যদি সে ব্যক্তিকে সুবিধা এবং স্বচ্ছন্দের উপযোগী নূতন প্রকরণের একটী বৃহৎ বাটী নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই লোকটী কিরূপ অবস্থায় পতিত হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। সর্বপ্রথমে সে কি করে? সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি অবিলম্বে ইমারত নির্মাণ এবং গঠন সম্বন্ধীয় নূতন গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রথমে মূলসূত্রগুলি জ্ঞাত হইলে, পরে ক্রমে ক্রমে আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টিদান করে। যখন রাজনৈতিক এবং সামাজিক আবাসটীর পুনঃ সংগঠন করিবার জন্য আস্থান করা হয়, তখন ঋষীগণ ঠিক এইমত করিয়াছিলেন। যে সকল ইংরাজ, ফরাষী এবং জার্মানলেখকগণ, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল নূতন প্রচার করেন, তাঁহারা তৎসমস্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করেন এবং সেই সূত্রেই সেই গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহারা সেই “উপায়হীন নিঃস্ব জনমণ্ডলীকে” প্রথম দেখিতে পান।

যে সকল লোক স্বদেশ ত্যাগ না করিয়া, কেবল ভ্রমণবিবরণপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহারা অসভ্যজীবনের বিপদ এবং কষ্টের আতিশয্য সহজেই ধারণা করিয়া লয়েন। তাঁহারা বন্যজাতি, সাহনী তস্কর, হিংস্র বন্যপশু, বিষধর সর্প, মারাত্মক জর প্রভৃতির বিষয় পাঠ করিয়া থাকেন; এবং সেই সকল বিপদের মধ্যে মনুষ্য কেমন করিয়া এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, ইহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হয়েন। কিন্তু যদি তাঁহারা পরে বর্ণিত দেশসমূহে ভ্রমণ করিতে যান, তাহা হইলে তখন তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়েন যে, বর্ণনাগুলি যদিও অতিরিক্ত নহে, কিন্তু সেরূপ অবস্থায় জীবন যাপন তিনি যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ততটা কষ্টকর নহে। তাঁহারা কেবল বাটীতে বসিয়া, রাশিকৃত ভ্রমণবিবরণ পাঠ করিয়া, পঠিত দেশগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য ঠিক করেন, ঋষীগণ তাঁহাদিগেরই মত “উপায়হীন নিঃস্ব জনমণ্ডলী” সম্বন্ধে পাঠ করিয়া, সে বিষয়ে মন্তব্য স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই ধারণা অতিরঞ্জিত, এবং আমরা “উপায়হীন নিঃস্ব জনমণ্ডলীর” মধ্যে বাস

করিয়া, তাহাদিগের জন্য যত না ভীত হই, তাহারা তদপেক্ষা সমধিক ভীত । অবশ্য ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা তাহাদিগের মত অধিক সত্যপূর্ণ, এবং আগ্রহপূর্ণতের উপত্যাকার যাহারা নিশ্চিন্তমনে বাস করে, তাহারা যেমন হঠাৎ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে আপনাদিগের মহা বিপদ উপস্থিত দেখে, হয় ত আমরাও সেইমত একদিন আমাদের কল্পিত নিরাপদ হইতে প্রবলরূপে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইব । কিন্তু ইহা একটি সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার প্রশ্ন । সামাজিক বিপদ সম্বন্ধে আমরা যে দৃষ্টান্তঃ অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছি, বর্তমানে আমি তাহার পক্ষ সমর্থন চেষ্টা করিতেছি না, কেবল মাত্র, যে কৃষীগণের নিঃশ্রেণী সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, তাহারা কেন তদ্বিকল্পে এত অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন, তাহারই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছি ।

কিন্তু কি প্রকারে গ্রাম্যমণ্ডলীৰূপ অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা নিত্যন্ত প্রার্থনীয় ফল লাভ হইবে এবং তজ্জন্য যে সকল সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে, সেগুলিই বা কতদূর সফল হইবার সম্ভাবনা ?

যাহারা সামাজিক বিজ্ঞানের রহস্য বিদিত আছেন, তাহারা সাধারণে এই শেষ বিশ্বাস করিয়াছেন যে, প্রধানতঃ কৃষক বা ক্ষুদ্র ভূস্বামীশ্রেণীর বিলোপসাধন হুঁহে “উপায়হীন নিঃশ্র জনমণ্ডলী” সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাহাতে কৃষকগণ ভূমির অধিকার হইতে একেবারে বিতাড়িত না হয়, এবং কৃষকদিগের অধিকারে ভূমি থাকে, এরূপ প্রকার বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের দ্বারা উক্ত শ্রেণীর সৃষ্টি রহিত—অন্ততঃ গতিরোধ করা যাইতে পারে । আমি এক্ষণে সাহস সহকারে বলিতেছি যে, কৃষিয়ার এই গ্রাম্যমণ্ডলীৰূপ অনুষ্ঠানের ন্যায় জগতের অন্য কোন অনুষ্ঠানই উক্ত উদ্দেশ্যটী পূর্ণরূপে পালন করিতে পারিতেছে না । বর্তমানে নানাজাত্যের সমগ্র কৃষি-ভূমির প্রায় অর্দ্ধাংশ উক্ত অনুষ্ঠানহুঁহে কেবলমাত্র কৃষকদিগের জন্য রক্ষিত হইয়াছে, এবং বড় বড় জমিদার বা ধনবানগণ কোনমতেই সেই ভূমি ভাগ করিতে পারেন না, এবং প্রত্যেক চাষাই কেবল মাত্র স্বীয় জন্মদত্ত দ্বারা সেই জমিতে স্বীয় অবিনাশী অংশ লাভ করিয়া থাকে । আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, অধিবাসীগণের মধ্যে ছয় অংশের পাঁচ অংশ কৃষক, এবং যে কোন কৃষকের পক্ষে গ্রাম্যমণ্ডলীর সহিত সংশ্রব ছিন্ন করা নিত্যন্ত কঠিন—সাধারণ অবস্থায় সম্পূর্ণ অসম্ভব, সুতরাং সামাজিক দার্শনিকদিগের মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কৃষিয়ার উপায়হীন নিঃশ্র জনমণ্ডলী সৃষ্টি একেবারে অসম্ভব । বর্তমানে যে আশাটী নিশ্চিত বলিয়া পোষণ করা হইতেছে, তাহা যদি কার্যের দ্বারা সফলতায় পরিণত হইয়া যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষীগণ অবশ্যই ন্যায়মত সমধিক পরিমিত দেশহিতৈষিতাগৰ্বে অনুভব করিতে পারেন এবং একটি নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং নিত্যন্ত কঠিন সামাজিক প্রশ্নের সফলতার সহিত মীমাংসা করিয়াছেন বলিয়া, উত্তমরূপে দাবী করিতে পারেন ।

কিন্তু সেই নিশ্চিত আশাটী কার্যে সফল হইবার কোন ন্যায়সঙ্গত উপায় আছে কি ?

এই প্রশ্নটী নিঃসন্দেহ নিতান্ত কঠিন, কিন্তু ইহার যে একেবারে উত্তর দেওয়া যায় না, তাহা নহে। ভবিষ্যতে কি ঘটবে, ইহা বলা যদিও কঠিন, কিন্তু বর্তমানের মধ্যে এমত কতকগুলি তথ্য আছে, যাহা ভবিষ্যতে কি হইতে পারিবে, তাহার কতকটা আভাস প্রদান করে। যদি উক্ত গ্রাম্যমণ্ডলীস্ফটিকরূপ কল্পনা কেবল কোন একজন দার্শনিকের মস্তিষ্কে আবদ্ধ থাকিত, অথবা কোন এক মতাবলম্বী দার্শনিকসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে কাল্পনিক স্বপ্নদর্শকের বুদ্ধিকৌশলজাত কল্পনা বলিয়া, ইহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা যাইতে পারিত; কিন্তু যে কল্পনাটী ইতিপূর্বেই বিধিব্যবস্থাগত হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সেরূপ স্বগাচক্ষে দৃষ্টিদান করিতে পারি না। সামাজিক সকল রোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্বন্ধে আমরা যতই কেন সন্দেহান হই না, সামাজিক বিজ্ঞানের এই যে প্রবল পরীক্ষা হইতেছে, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দান করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, কারণ এই পরীক্ষার সফলতার উপরই চারি কোটি মনুষ্যের আর্থিক এবং নৈতিক মঙ্গল নির্ভর করিতেছে !

কৃষীয়া যদি কৃষিব্যবসায়ী দেশরূপে অবস্থান করিয়া তুলে থাকে, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস যে, গ্রাম্যমণ্ডলী যেমন অতীত বহু শতাব্দী যাবৎ দেশমধ্যে উপায়-হীন নিঃস্ব জনমণ্ডলী সৃষ্ট হইতে দেয় নাই, ভবিষ্যতেও সেইমত সেই শ্রেণীর সৃষ্টির বাধা দিবে। কয়েক বৎসর অন্তর যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর অধিকৃত ভূমি পুনর্ব্যবস্টন করিবার বিধি রহিয়াছে, সে সূত্রে প্রত্যেক মনুষ্যই গ্রামের এক এক খণ্ড ভূমিতে অধিকার পাইতে থাকিবে। এবং অধিবাসী সংখ্যা যদি একান্ত সমধিক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভূমির বহুল উপবিভাগসূত্রে যে অনিষ্ট উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা, কম অধিবাসীপূর্ণ বহিঃপ্রান্তস্থ প্রদেশে নিয়মিতরূপে উপনিবেশী প্রেরণ দ্বারা সেই অনিষ্টও নিবারিত হইতে পারিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি, গ্রাম্যমণ্ডলীকে অক্ষত রাখিবার জন্য সম্প্রতি যে বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার একটী অংশ, গ্রাম্যমণ্ডলী-রূপ অল্পষ্ঠানের মূলসূত্রে বিষম আঘাত প্রদান করিতেছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে গ্রাম্যমণ্ডলী, রাজকীয় কর এককালীন দান করিয়া, ভূমির পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী নিদ্রিষ্ট সময়ের মধ্যে কয়েক বর্ধের কর এককালীন দান দ্বারা এই স্বত্ব সংগৃহীত হইতেছে এবং প্রত্যেক পরিবার যে পরিমিত জমি অধিকার করিয়া থাকে, সেই জমির পরিমাণানুসারে সেই দেয় কর দিয়া আসিতেছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এই যে সকল কৃষক যে পরিমিত নির্দ্ধারিত ভূমির জন্য কর দিতেছে, পুনর্ব্যবস্টনকালে তাহাদিগের বর্তমানে প্রদত্ত কর অপেক্ষা কম পরিমিত জমি পাইলে, তাহারা কি ইচ্ছা পূর্বক সেই পুনর্ব্যবস্টনে সম্মতি-দান করিবে ? আমি বিবেচনা করি, তাহারা তাহা করিবে না। দেয় কর এককালে

পরিণোদ—অথবা অন্য কথায় ভূমি ক্রয়প্রথা, ইতিমধ্যেই মণ্ডলীর ভূমিসম্পত্তি সম্বন্ধে কৃষকদিগের মনোভাব বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে, এবং এখানে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যে সকল গ্রাম্যমণ্ডলী এই এককালীন করদানপ্রথা অবলম্বন করিয়াছে, তৎসমস্তের মধ্যে পুনর্কটন অতি কম হইতেছে অথবা একেবারে রহিত হইয়াছে। এই প্রয়োজনীয় তথ্যটির প্রতি এ পর্য্যন্ত আদৌ দৃষ্টিদান করা হয় নাই।

গ্রাম্যমণ্ডলীর প্রধান বিপদ আর একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সূত্রে ঘটিবে, অনেক লোকের এমত ধারণা। ইহা বলা হইতেছে যে, কৃষকেরা শীঘ্রই জ্ঞানিতে পারিবে যে, গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ প্রথার দ্বারা যে উপকার সম্ভাবনা, তদপেক্ষা তাহার দ্বারা আশু অনিষ্ট সংঘটন সমধিক পরিমাণে হইবে। কৃষকদিগের ভূমির উপর কোন নিদিষ্ট স্বত্ব নিষ্কারণ, কৃষিবিষয়ক সমস্ত প্রকার উন্নতির প্রথম উপায়। সেই সূত্রে কৃষক জ্ঞানিতে পারে যে, হটাৎ কেহই তাহাকে সেই ভূমি হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবে না, এবং সে নিজে সেই ভূমির যে কিছু উৎকর্ষ সাধন করিবে, শাস্তির সহিত তাহার ফল ভোগ করিতে পারিবে; দ্বিতীয় উপায় যে, কৃষকের যেমন ইচ্ছা, সে তাহারই কৃষিকাৰ্য্য করিতে পারিবে। যাহাতে জমির উৎপাদিকাশক্তি অন্যায়-রূপে নষ্ট না করে, কেবল তদ্ব্যতীত অন্য কোন নিষেধক বিধি থাকিবে না। গ্রাম্যমণ্ডলাপ্রথার দ্বারা সেই দুইটি উপায় সাধিত হইতেছে না। এখন গ্রাম্য-মণ্ডলীর যখনই ইচ্ছা, তখনই ভূমির পুনর্কটন হইয়া থাকে, এবং মণ্ডলীর বন্দোবস্ত-মত প্রত্যেক কৃষক একাবধি জিনিসের চাষ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কৃষকেরা একস্থানে এক খণ্ড বৃহৎ জমি না পাইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এক এক টুকরা ভূমি পাইয়া থাকে। কৃষকসম্বন্ধে আমাদিগের যেরূপ ধারণা, তাহাতে এই ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থানিতান্ত বন্দ বালিয়া গণ্য। কোন একজন ইংরাজ কৃষক যদি জ্ঞানিতে পারে যে, সে ভ্রান্তিক্রমে এরূপ কৃষি-জমি গ্রহণ করিয়াছে, যাহা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডযুক্ত, এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি পরস্পরে এবং গোলাবাড়ী হইতে বহুদূরে অবস্থিত, এবং অধিকারীর যখন ইচ্ছা, তখনই তাহাকে সেই ভূমি হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন, এবং তাহাকে অবশ্যই নিদিষ্ট দ্রব্যের চাষ করিতে হইবে, এবং তাহার সমস্ত প্রতিবাদী কৃষকের মত না লইয়া, পশুদিগের আহাৰ্য্য মিষ্ট ঘাস কৰ্ত্তন করিতে অথবা কোন প্রকার কৃষিকাৰ্য্য আরম্ভ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তাহার মনে কিরূপ নৈরাশ্রের উদয় হয়, আমরা তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি! কিন্তু আমরা যে দেশের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থা বিলক্ষণরূপে বিদিত আছি, সেই দেশের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন দেশে উক্ত প্রথা সম্পূর্ণরূপেই কুফলপ্রসূ, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে না।

আজকাল রুশীয়ায় যে সকল প্রশ্ন লইয়া বিধম আন্দোলন চলিতেছে, তন্মধ্যে

গ্রাম্যমণ্ডলীপ্রথা, কৃষিগত উন্নতির কতদূর বাধাদান করিতেছে, তাহা একটী প্রধান প্রশ্ন। আমি সেই সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করিব না, কারণ তাহা করিতে হইলে, আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ের এত অধিক অবতারণা করিতে হইবে যে, তাহাতে সাধারণ পাঠকের শীঘ্রই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেকগুলি বাধা বিরাজমান, কিন্তু সাধারণ্যে যতদূর অনুমিত হয়, তাহা প্রায় তত গুরুতর নহে। যদি এরূপ বলা হয় যে, গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অন্নুষ্ঠান, কৃষকদিগকে উচ্চ অঙ্গের কৃষিকার্য্য করিতে দিতেছে না, তাহা হইলে সেইমত অভিপ্রায়ে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রেইরি অর্থাৎ অল্প বৃক্ষপূর্ণ বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় না-থাকায়, লোহিতবর্ণ হরিৎগণ প্রাচীন ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছে না। সত্য কথা এই যে, কৃষকেরা নিজে এখনও উচ্চ অঙ্গের কোন প্রকার কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে নাই; এবং মণ্ডলীর অধিকৃত ভূমির বাহিরে যাহাদিগের নিজের খাস অধিকারভূক্ত জমি আছে, তাহারা কখনও কোন প্রকার উন্নতিজনক অনুষ্ঠান করে নাই। যে সকল ব্যক্তি এই গ্রাম্যমণ্ডলীর প্রতিপোষক, তাহারা বলেন যে, এই মণ্ডলীরূপ অনুষ্ঠানের যে কিছু অনিষ্টজনক বাধা আছে, তাহা সহজ আইন সৃষ্টি দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, এবং এই গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় সমস্ত সম্ভাবনীয় বাধা দূর করিবার জন্য এই মণ্ডলীকে কৃষিসমাজরূপে পরিণত করিয়া, সমস্ত কৃষকই একত্র কৃষি কাৰ্য্য করিবে, এবং উৎপাদিত সামগ্রী—জমি নহে—সকলে বিভাগ করিয়া লইবে, এমত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কতকগুলি লোক ভবিষ্যদ্বাক্যের ন্যায় বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই মণ্ডলীর রূপান্তর সাধিত হইবে এবং তাহারা ভবিষ্য মণ্ডলীর বিষয় উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতেছেন। এস্থলে তাহাদিগের সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উক্তির বর্ণনার আদর্শ প্রদত্ত হইল,—“কৃষকগণ, কৃষিবিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, এবং তাহারা এতদূর পর্য্যন্ত উন্নতমনা হইয়াছে যে, তাহারা আবশ্যকীয় উন্নতিসাধন জন্ত একত্র উপায়াবলম্বন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহারা শস্য বিক্রয় দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বিনাশ করিতেছে না, তাহারা কেবল খনিজপদার্থহীন অন্যান্য শিল্পকৌশলজাত সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, সুতরাং সেই সূত্রে ভূমির আদিম উর্বরতা রক্ষিত হইতেছে। স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিহুত্রে যে অল্পকষ্ট ঘটতেছে, তাহা উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যের দ্বারা বিদূরিত করিতেছে। যে চেনেয়গণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্যার কিছুমাত্র জানে না, তাহারা যখন কেবলমাত্র চক্ষে দেখিয়া, কৃষিকার্য্যের এতদূর উৎকর্ষতা সাধন করিয়াছে যে, কয়েক হস্ত মাত্র ভূমিতে চাষ করিয়া, তত্পন্ন দ্রব্যে সমস্ত পরিবার পালন করিতেছে, তখন যুরোপীয়গণ রসায়ণ, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সাহায্যে কি না করিতে পারে?”

বাহারা গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকদিগের এতাবলী পাঠ করিয়াছেন,

উক্ত শেষ উক্তিটী অবশ্যই তাঁহার বিদিত আছেন, এবং সেই উক্তিটী এক্ষণে আমাদের নিকট আসিয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করা যাউক ।

যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, যাহাতে উপায়হীন নিঃস্ব কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অনুষ্ঠান সফলভাবে বাধাদান করিতেছে, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, তদ্বারা মূল প্রশ্নের কেবল অর্দ্ধাংশ মাত্র উত্তর দেওয়া হইতেছে । কৃষীয়া এক্ষণে একটি শিল্পকৌশল এবং বাণিজ্যপ্রধান দেশে পরিণত হইবার আশা করিতেছে, এবং সেই জন্যই তাহার নগর সমূহের লোকসংখ্যা দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাইতেছে । আমাদের পক্ষে ইহাও এক্ষণে বিবেচ্য যে, গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অনুষ্ঠান, নগর সমূহের উপায়হীন নিঃস্বশ্রেণী সৃষ্টির বিরূপ বাধা দিতেছে । রাজকীয় তালিকা-মত প্রকৃত কৃষীয়ার নগর সমূহের মোট জনসংখ্যা যত, তন্মধ্যে শতকরা ৮ জন তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং শতকরা ১০ জন নগর সমূহে কার্য্যসূত্রে বাস করে ; অন্য কথায় প্রায় সার্ব্ব দ্বাদশ লক্ষ কৃষক এক্ষণে নগরেই বাস করিয়া থাকে । রাজকীয় তালিকায় এইমত জানা যায়, কিন্তু ইহা-যে প্রকৃত গণনা অপেক্ষা সমধিক কম তাহার সন্দেহ নাই । গ্রাম্যমণ্ডলী সমূহের অধিবাসী আরও অনেক কৃষক কার্য্যসূত্রে বর্ষের মধ্যে অনেক সময় নগরসমূহে অতিবাহিত করে ।

যে সকল কৃষক সম্ভাবতই নগর সমূহে বাস করে, তাহার একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী-বিশিষ্ট ; ইংলেণ্ডে আমরা সেরূপ শ্রেণীর লোক কাষ্যতঃ দেখিতে পাই না । পশ্চিম যুরোপের শিল্পপ্রধান কেন্দ্রসমূহ, কৃষকদিগের অধিকাংশকেই পল্লীগাম হইতে উঠাইয়া, নগরে আনিয়া সমবেত করিয়াছে । যে সকল কৃষক, এই আকর্ষক প্রাবল্যের অনুগত হইয়াছে, অর্থাৎ নগরের শিল্পকলকৌশলজাত দ্রব্যনির্মাণস্থলে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার আপনাদিগের বাসগ্রামের সহিত একেবারে সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, এবং কৃষিকার্য্যে শ্রম করিবার একেবারে অনুপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং দ্রুতগতি শিল্পী বা কলকারখানার শ্রমজীবী হইয়া গিয়াছে । কৃষীয়ায় এরূপ রূপান্তর সহজে হইতে পারে না । কৃষকগণ তাহাদিগের জীবনের অধিকাংশ সময় নগরসমূহে কাজ করিয়া কাটাইতে পারে, কিন্তু তাহারা সে সূত্রে তাহাদিগের বাসগ্রামের সহিত সম্বন্ধবন্ধন ছেদন করে না । তাহারা ইহা করুক আর নাই করুক, তাহারা গ্রাম্যমণ্ডলীর সভ্যরূপে থাকিয়া যায়, মণ্ডলীর ভূমির এক অংশে অধিকার পায়, এবং মণ্ডলীর দেয় করে অংশ দান করিতে বাধ্য থাকে । তাহারা যখন নগরে বাস করিতে থাকে, তখন তাহাদিগের স্ত্রী এবং পরিবার সকলেই বাটীতে অবস্থান করে, এবং তাহারা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক সগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে । এইরূপ উপায়েই এ শ্রেণীর দ্বি-গুণবিশিষ্ট—অর্দ্ধ-কৃষক এবং অর্দ্ধ-শিল্পীশ্রেণী সৃষ্ট হইতেছে, এবং এই সূত্রে নগরের উপায়হীন নিঃস্ব জনমণ্ডলী সৃষ্টির বাধা প্রদত্ত হইতেছে ।

গ্রাম্যমণ্ডলীকৃত অস্থানীয় হিউকর ফলের পরিচয়রূপ এই দ্বি-গুণবিশিষ্ট শ্রেণীর সাধারণ্যে উল্লেখ করা হইতেছে। বলা হয় যে, শিল্পী এবং কারখানাসমূহের শ্রমজীবীদিগের আবাসরূপ আশ্রয়স্থান থাকেই, তাহাদিগের যখন কাজকর্ম থাকে না, বা যখন তাহারা বৃদ্ধাবস্থায় অকর্মণ্য হইয়া যায়, তখন তাহারা সেই বাটীতে আসিয়া অবস্থান করিতে থাকে, এবং তাহাদিগের পুঞ্জগণ সমদিক জনতা-পূর্ণ নগর সমূহের অনিষ্টকারক প্রাবল্যের অধীনে শিক্ষিত এবং পালিত না হইয়া পল্লীগাম্যেই শিক্ষিত ও পালিত হয়। এক কথায় প্রত্যেক সাধারণ শ্রমজীবীরই এই প্রকার উপায়ে কিঞ্চিৎ মূলধন এবং এক একখানি গ্রাম্য বসতিবাটী আছে।

রুবীয় সমাজের বর্তমান পরিবর্তনশীল অবস্থায় এরূপ ব্যবস্থা যেমন স্বাভাবিক সেইমত উপযুক্ত, কিন্তু ইহার উপকারিতার মধ্যেও অনেক প্রবল অসুবিধা বিরাজমান। স্ত্রী এবং পরিবারবর্গের সহিত শিল্পীদিগের এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ এরূপ নিতান্ত অপ্রার্থনীয় ফল প্রসব করে যে, তাহা ভ্রষ্টভাবে এস্থলে বর্ণনা করা হইতে পারে না, কিন্তু যাহারা উত্তরাঞ্চলের কৃষকদিগের জীবনী পরিজ্ঞাত আছেন, তাহাদিগের পক্ষে তাহা অবদিত নাই। ইহার উপকারিতা বা অনিষ্টকারিতা যাহাই থাকুক না কেন, ইহা কিছু চিরস্থায়ী হইবার নহে। বর্তমানকালে স্থানীয় শিল্প এবং কলকৌশলের শৈশব অবস্থা মাত্র। বিদেশীয় প্রতিযোগিতা নিবারণ জন্য শুষ্ক নির্দ্ধারিত থাকায়, এবং অল্পসংখ্যক লোকে শিল্পকলকৌশলজাত দ্রব্য নির্মাণ করিতে থাকায়, তজ্জন্য তাহাদিগের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্ভাবনার অভাব হওয়ায়, চলিত কলকারখানার অধ্যক্ষগণ বিশেষ শ্রম এবং চেষ্টা না করিয়া সমদিক আয় সংগ্রহ করিতেছেন। কলকারখানার অধ্যক্ষগণ সেই স্ত্রেই শ্রমজীবী ও শিল্পীদিগকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়া থাকেন, কিন্তু প্রবল প্রতিযোগিতাসূত্রে যদি কলকারখানাসমূহ সামগ্রীগুলির মূল্য হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে, সেরূপ স্বাধীনতাদান অসম্ভব হয়। ল্যান্সেসারের একজন কারখানার অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করুন, তিনি তাহার অধীনস্থ শ্রমজীবীর মধ্যে অধিকাংশকে বর্ষে বর্ষে করণওয়াল অথবা কেইথেনেসে গিয়া, তৃণকর্তন বা কয়েক বিঘা ভূমিতে শস্য উৎপাদন করিতে দিতে পারেন কি না? যদি রুবীয়া শিল্প এবং কলকৌশল সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সাধন করে, তাহা হইলে ব্রাডফোর্ড এবং ম্যাঞ্চেস্টরের কলকারখানার অধ্যক্ষগণ বর্তমানে যেরূপ কষ্টে পড়িতেছেন, ইতানভো এবং স্পুইর কলকারখানার অধ্যক্ষগণ এক সময়ে সেইমত অবস্থায় পড়িবেন। ইতিমধ্যেই প্রধান প্রধান কারখানার অধ্যক্ষগণ, যে সকল শ্রমজীবী বর্ষের সমস্ত সমষ্টি কারখানায় থাকিতে সম্মত হইতেছে, তাহাদিগকে উচ্চবেতন দিতেছেন, এবং ইতিমধ্যেই রব উঠিয়াছে যে, যে সকল ছোট ছোট কারখানার অধ্যক্ষ কয়েকবর্ষ পূর্বে বিলক্ষণ উপার্জন করিতেন, বড় বড় কারখানা সমূহ হইতে কম ব্যয়ে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে থাকায় তাহারা একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। এইরূপে ইহা আরম্ভ হইয়াছে,

এবং কোন প্রকার কল্পিত বিষিতে ইহার প্রতিরোধ করা যাইতে পারিবে না। শীঘ্রই শিল্পীদিগের মধ্যে এইমত পরিবর্তন আরম্ভ হইবে। আধুনিক শিল্পকৌশলের প্রতি যে অপরিবর্তনীয় ঝোঁক পড়িয়াছে, তাহা এবং তাহার উন্নতির গুণ্ড রহস্য, শ্রম-বিভাগ ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল করিতেছে; এবং যদি শিল্পীগণ, কৃষিজীবী হইতে চাহে, তাহা হইলে উক্ত মূলনীতিসূত্র কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ?

এমতে দেখা যাইতেছে যে, কারখানার শ্রমজীবীগণ এবং শিল্পীগণ চিরদিন কৃষিজীবীরূপে থাকিবে, এবং আপনাদিগের সমকৃষক অবস্থা রক্ষা করিতে পারিবে, সহজ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সহিত এ মতের মিল হইতেছে না; কিন্তু তাহারা গ্রাম্যমণ্ডলীর সভ্যপদে অন্ততঃ নিযুক্ত থাকিয়া, তাহাদিগের ধনী নিয়োগকর্তার সহিত গ্রাম্য বাসবাটীর সুখভোগ করিতে পারিবে না কি ? তাহারা অনিশ্চিত কল্যাণ করিয়া থাকেন, উক্ত কল্যাণটি তাহাদিগের চক্ষে মুগ্ধকর মোহমন্ত্ররূপ হইতে পারে, কিন্তু দৃঢ়রূপে পরীক্ষা করিলে, সেরূপ বোধ হইবে না। প্রত্যেক শ্রমজীবীর এক একখানি বাসবাটী থাকে, তাহাদিগের এমত ইচ্ছা, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু শ্রমজীবী যেস্থলে বাস করিতে বাধ্য হয়, সেই বাটী যদি সেই স্থান হইতে কয়েক শত কোশ দূরস্থ হয়, তাহা হইলে, সে বাটীকে কখনই বাসবাটী বলা যাইতে পারে না। সেরূপ অবস্থায় পারিবারিক জীবনের কোন প্রকার সুখ স্বাস্থ্য নাই। তাহাকে সংসারের সমস্ত গুরুভার বহন করিতে হয়। এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা কৃষিকার্যের স্বার্থক্ষতিও হইয়া থাকে। যদি কেবলমাত্র স্ত্রীলোক এবং অল্পবয়স্ক পুত্রদিগের উপর কৃষিকার্যের ভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে, কখনই তাহার উন্নতিও হয় না, এবং তাহাতে পর্যাপ্ত ফলও উৎপন্ন হয় না। কারখানার শ্রমজীবী এবং শিল্পীদিগের সহিত গ্রামের যে একটী সহস্রশৃঙ্খল আছে, অনেকগুলি কারণেই তাহা একেবারে ভঙ্গ করা প্রার্থনীয় নহে। বড় বড় কারখানা সমূহের নিকটে শ্রমজীবীগণের পরিবারবর্গের বাসোপযোগী কোন স্থান নাই, এবং বর্তমানে বাটীর কর্তা অনুপস্থিত থাকিলেও যেভাবে কৃষিকার্য সাধিত হইয়া থাকে, সেরূপে কৃষিকার্যও সফলতার সহিত সাধন করিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্তমান প্রণালীটি কেবল অস্থায়ী মাত্র জ্ঞান করিতে হইবে, এবং যে বড় বড় পরিবার সৃষ্টির কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সেই বৃহৎ পরিবার সৃষ্টিসূত্রে উক্ত প্রণালী অবলম্বন দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

যদিও ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, শীঘ্রই হটক বা বিলম্বেই হটক, গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অনুষ্ঠানের বিলক্ষণ রূপান্তর হইবে, কিন্তু শেষ ইহা কিরূপ মুষ্টি ধারণ করিবে, তাহা বলা সহজসাধ্য নহে। হয়ত ইহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিচিত্র লক্ষণ-গুলি অদৃশ্য হইবে, এবং ইহা কেবলমাত্র স্থানীয় আয়তশাসন-যন্ত্ররূপ হইবে; কিন্তু অন্যপক্ষে ইহার মূল উদ্দেশ্য এবং নীতি বিসর্জন না করিয়া, হয়ত ইহা নূতন আবশ্যকমত সংস্কৃত হইবে, এবং ইহার প্রশংসাকারীদিগের নিশ্চিত আশা কতকটা

সফল করিয়া দিবে। বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া, ইহা যেভাবে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, এবং সর্বত্র ইহা যেরূপ প্রবল কার্যকারিতাশক্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে উক্ত আশা যে সফল হইবার সম্ভাবনা, এমত বোধ হইতেছে ; কিন্তু এখনও এমত সময় আইসে নাই, যাহাতে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যাইতে পারে। সময়ই একমাত্র এই প্রশ্ন মীমাংসা করিতে সক্ষম।

অষ্টম অধ্যায় ।

ফিন এবং তাতার গ্রামাবলী ।

ফিনজাতি, ফিন-গ্রাম সকল—রুযীয়প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা—ফিন-রমণী—ফিনধর্ম—ভূত-
ঝাড়ান প্রথা—খ্রীষ্টানধর্ম এবং পৌত্তলিকতার বিচিত্র সংমিলন—ফিনদিগের খ্রীষ্ট-
ধর্মপ্রাণ—একপানি তাতার গ্রাম—মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে একজন রুযীয়
কৃষকের ধারণা—ধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদ—রুযীয় উপনিবেশীগণ—অতি
প্রাচীন কালে অধিবাসীগণের অন্যত্র বাস জন্য গমন ।

একদা ইভানোফকার নিকটবর্তী গ্রামবাসী একজন ভূস্বামির সহিত কথোপ-
কথনকালে হটাৎ জানিতে পারি যে, নিকটে এমত কয়খানি গ্রাম আছে যে, তথাকার
অধিবাসীগণ রুযীয় ভাষা বুদ্ধিতে পারে না, এবং সে ভাষায় কথাও কহিতে
পারে না, এবং তাহাদিগের নিজের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে । প্রকৃত প্রাণীতত্ত্ব-
বিদের পক্ষে উপযোগী অযুক্তিসিদ্ধ হ্রার সহিত আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করি যে, তাহারা
অবশ্যই কোন আদিম অধিবাসীগণের বংশধর হইবে ।

রুযীয় ভাষায় আদিম অধিবাসী শব্দ যাহাকে বলে, তাহা স্বরণ করিতে অসমর্থ
হওয়ায়, এবং আমার বন্ধু করায়ী ভাষা জ্ঞাত আছেন, ইহা জানিয়া, আমি করায়ী
ভাষায় বলিয়া উঠিলাম, “আদিম অধিবাসী ! অতি প্রাচীনকালে যে জাতি এই
প্রদেশ শাসন করিত, এবং এক্ষণে দ্রুতগতি যে জাতি অদৃশ্য হইতেছে, ইহারা
নিঃসন্দেহ তাহাদিগের বংশধর হইবে । জগতের এই অংশে (আপনাদিগের দেশে)
কোন আদিমজাতিরক্ষণী সভা আছে কি ?”

আদিমজাতিরক্ষণী সভাটা কি, ইহা ধারণা করিতে আমার বন্ধুর পক্ষে বাস্তবিক
কঠিন বোধ হয়, এবং রুযীয়ায় সেরূপ কোন সভা নাই, ইহা বলিতে অগ্রসর করেন ।
যখন আমি বলিলাম যে, সেরূপ সভার দ্বারা প্রবলজাতির হস্ত হইতে দুর্বল
জাতিকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে, এবং সামাজিক উৎকর্ষ সাধনার্থ
নূতন বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে, তখন তিনি
একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন । নূতন বিজ্ঞানের কথা পূর্বে তিনি কখনও
শুনেন নাই, এবং রক্ষা সম্বন্ধে তিনি ভাবেন যে, যে গ্রাম সমূহের কথা হইতেছে,
তথাকার অধিবাসীগণ আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম । গর্ববিজ্ঞাপক
হাস্যসহকারে তিনি বলিলেন, “আমি সমগ্র কৃষককে রক্ষার জন্য সভা সৃষ্টি করিতে
পারি, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, রাজপক্ষ হইতে আমি সে সম্বন্ধে
অনুমতি পাইব না ।”